উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ সোমবার ৪.০০ টাকা 4 December 2023 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in JAL

রাজনীতিতে আসার জল্পনা বাড়ালেন

›› সাতের পাতায়

শ্রেয়সের ব্যাটে ভারতের 'সূর্যোদয়'

›› বারোর পাতায়

স্কোর ৩-১

মধ্যপ্রদেশ
মোট আসন ২৩০
ম্যাজিক ফিগার ১১৬

- বিজেপি ১৬৩
- কংগ্রেস ৬৬
- অন্যান্য ১

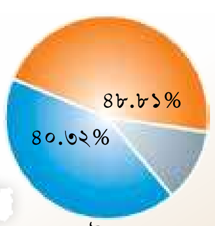

ভোটের হার

রাজস্থান
মোট আসন ১৯৯
ম্যাজিক ফিগার ১০০

- বিজেপি ১১৫
- কংগ্রেস ৭০
- অন্যান্য ১৪

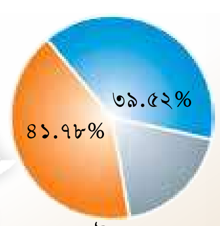

ভোটের হার

ছত্তিশগড়
মোট আসন ৯০
ম্যাজিক ফিগার ৪৬

- বিজেপি ৫৪
- কংগ্রেস ৩৫
- অন্যান্য ১

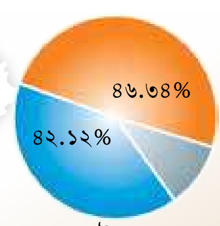

ভোটের হার

তেলেঙ্গানা
মোট আসন ১১৯
ম্যাজিক ফিগার ৬০

- কংগ্রেস ৬৫
- বিআরএস ৩৯
- বিজেপি ৮
- মিম ৭

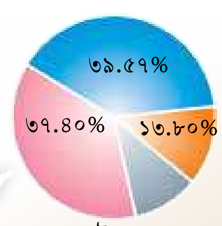

ভোটের হার

নমোনামা

গেরুয়া গোবলয়ে কংগ্রেস তেলেঙ্গানায়

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : জয় সেই মোদি ম্যাজিকেরই। হার কংগ্রেসের আত্মতুষ্টির। চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেশ আড়াআড়ি বিভক্ত। গোবলয়ে যদি গেরুয়া ঝড় উঠে থাকে, তবে দাক্ষিণাত্য পদ্মশূন্যই থেকে গেল। দাঁত ফোটাতেও পারল না তেলেঙ্গানায়। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত এই নির্বাচনকে লোকসভা ভোটের সেমিফাইনাল ধরলে কংগ্রেস তো বটেই, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ চরম সংকটে।

বিজেপির জয়রথের অপ্রতিরোধ্য গতির সামনে দুই রাজ্য রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের সরকার থেকে উৎখাত হল কংগ্রেস। গত বিধানসভা ভোটেও প্রথমে কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ দখল করেছিল। পরে বিজেপি ছিনিয়ে নেয়। সেই তথ্য ধরলে মধ্যপ্রদেশে আগের বারের ফল ধরে রাখতে ব্যর্থ কংগ্রেস। রবিবার চার রাজ্যের ফলাফলের স্কোর ৩-১। মধ্যপ্রদেশ ধরে রেখেছে বিজেপি। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে উচ্ছেদ করেছে কংগ্রেসকে।

একমাত্র তেলেঙ্গানা যেন কংগ্রেসের সান্ত্বনা পুরস্কার। দক্ষিণের এই রাজ্যটিতে বিজেপি নয়, কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)। এই ফলাফলে স্পষ্ট, জনকল্যাণে ব্যর্থ হলে, দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে গণপ্রত্যাখ্যান অবধারিত। এই সত্য তেলেঙ্গানায় যেমন, তেমনই রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে স্পষ্ট। ঢেলে 'রেউড়ি' সংস্কৃতির চাষ করেও এই দুটি রাজ্য দখলে রাখতে ব্যর্থ কংগ্রেস।

তবে নরেন্দ্র মোদি এই সংস্কৃতির বিরোধী হলেও শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের রেউড়িই যে শেষপর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে বাজিমাত করল, তার অন্যতম কারণ, কংগ্রেসের আত্মতুষ্টি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা। অন্য বিরোধী দলগুলি সম্পর্কে ছুঁতমার্গ এবং দাদাগিরির মনোভাবও কংগ্রেসের বিপর্যয়ের আরেক কারণ। তাছাড়া গোষ্ঠীকোন্দল বিজেপি ও কংগ্রেস, উভয় শিবিরে থাকলেও মোদির দল যেভাবে সামলেছে, খাড়গেরা তা পারেননি।

তার সঙ্গে ছিল এই তিন রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবাদের তাসের গেরুয়া-সাফল্য। দলের এই নজরকাড়া সাফল্যকে বিজেপি ইতিমধ্যে 'মোদির গ্যারান্টি'র জয় বলে প্রচার শুরু করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও যে এই 'গ্যারান্টি' পদ্ম শিবিরের তুরুপের তাস হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের জাতিগত জনগণনা, মোদি-আদানি যোগের প্রচার এমনকি 'পনৌতি' কটাক্ষেও আস্থা রাখেনি হিন্দি বলয়ের জনতা।

এরপর দশের পাতায়

নতমস্তকে। তিন রাজ্য মুঠোয় নেওয়ার পর বিজেপির সদর দপ্তরে সমর্থকদের সভায় নরেন্দ্র মোদি। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

"এই ফল বুঝিয়ে দিয়েছে বিজেপি যে সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য পরিচিত, মানুষ তার সঙ্গেই থাকতে চান।"
— **নরেন্দ্র মোদি**

"মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের জনাদেশ আমি নতভাবে মেনে নিচ্ছি। এই লড়াই জারি থাকবে।"
— **রাহুল গান্ধি**

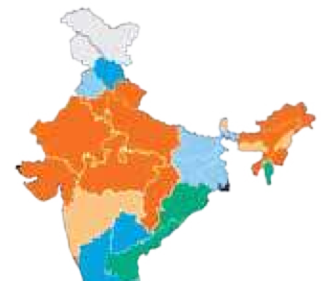

জয় পরাজয়ের নেপথ্যে ৫ কারণ

- মুখ্যমন্ত্রী নয়, বিজেপির প্রচারে প্রধান মুখ ছিলেন মোদি। সেই মোদি-ম্যাজিকেই বাজিমাত
- মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে উগ্র হিন্দুত্বের তাস খেলে সফল গেরুয়া শিবির
- মধ্যপ্রদেশে জনমুখী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিতে দারুণ সাড়া
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, জোট শরিকদের আসন না ছাড়ার ফল ভুগল কংগ্রেস। ছত্তিশগড়ে ভূপেশের মুখ পুড়িয়েছে মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি
- আড়াল থেকে বিআরএস-কে সমর্থন করায় তেলেঙ্গানায় ব্যাকফুটে বিজেপি

মোজামুজি

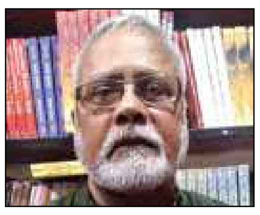

হিন্দুত্ব তাসে হিন্দি বলয়ে মোদির টেক্কা, দক্ষিণে নয়

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সংক্ষেপে বিষয়টা এরকম- হিন্দি বলয় যদি মোদির হয়, তাহলে দক্ষিণ রাহুলের। চার রাজ্যের বিধানসভার ফলকে এছাড়া আরও কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে।

প্রথমত, বিজেপির এক এবং অদ্বিতীয়ম প্রচারক নরেন্দ্র মোদি অন্তত দলের ভিতরে-বাইরে মোদি ম্যাজিক সংক্রান্ত প্রশ্নকে আপাতত ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম। দ্বিতীয়, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে ভোটের বাজারে মোদি কথিত সেই রেউড়ি সংস্কৃতিই বিজেপিকে সাফল্য এনে দিল। তৃতীয়ত, এ ফল অবশ্যই লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে অনেকটাই উজ্জীবিত করবে। এবং কংগ্রেসকে বিরোধী জোটে সহযোগীদের মর্যাদা দিতে, তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলার শিক্ষাটিও দেবে। চতুর্থত, এটাও পরিষ্কার, হিন্দি বলয় বিজেপির অনেকটা অটুট থাকলেও দাক্ষিণাত্য তাদের সম্পূর্ণ হাতছাড়া। হিন্দি বলয়ে বিজেপির হিন্দুত্ব তাস কিছুটা সুফল দিলেও, দক্ষিণে তা প্রত্যাখ্যাত।

প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রসঙ্গে প্রথমে আসা যাক। কয়েক মাস আগে কর্ণাটকে বিজেপির হারের পর মোদি ম্যাজিক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্নটি প্রথম তুলে দিয়েছিল স্বয়ং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। বিজেপি কর্মীদের সংঘ পরামর্শ দিয়েছিল, শুধু প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করে নয়, ভোটে জিততে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। সংঘের পরামর্শটি মোদির মতো মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। বরং তাঁর ইগোতে ঘা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মোদি মন থেকে এটি মেনে নেনওনি।

চারটি রাজ্যের নির্বাচনেই বিজেপি কোনও মুখ্যমন্ত্রী মুখ তুলে ধরেনি। বরং মোদি চারটি রাজ্যেই নিজেকেই প্রচারের প্রধান মুখ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এতে ঝুঁকি ছিল। হারলে মোদির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে যেত। কিন্তু যো জিতা ওহি সিকন্দর।

তবে, সবটাই যে মোদি ম্যাজিক তা-ও নয়। মধ্যপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যে মামা শিবরাজ সিং চৌহানের লাডলি বহেনার মতো প্রকল্প, যা কার্যত এই রাজ্যের কন্যাশ্রী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নামান্তর,

এরপর দশের পাতায়

ভোটের আরও খবর

বঙ্গে উজ্জীবিত পদ্ম, চাপে ঘাসফুল
›› সাতের পাতায়

ফেব্রুয়ারিতে লোকসভা ভোট চাইতে পারে বিজেপি
›› সাতের পাতায়

হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি মোদির
›› পাঁচের পাতায়

বড়দিনে খুলতে পারে ময়নাগুড়ির উড়ালপুল

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : বড়দিনে 'বড় যন্ত্রণা' থেকে মুক্তির আভাস। সব ঠিক থাকলে চলতি মাসে ওইদিনই খুলে দেওয়া হতে পারে ময়নাগুড়ির নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের একটি পাশ। শিলিগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি আসার পথে বামদিকের উড়ালপুলটি ওইদিন খোলা হলেও ডানদিকেরটি পরীক্ষামূলকভাবে খোলা হবে দু'চারদিন পর। ফলে কয়েক দশকের যানজট ও পথের ভোগান্তি থেকে রেহাই মিলবে যাত্রীদের।

দুটি উড়ালপুলেরই শেষমুহূর্তের কাজ চলছে। পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়ক প্রকল্পের ম্যানেজার সঞ্জীব শর্মা অবশ্য সংবাদমাধ্যমকে স্পষ্ট করে উড়ালপুল খোলার দিনক্ষণ জানাতে চাননি। তিনি শুধু বলছেন, 'ফ্লাইওভারের কাজ চলছে। সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে। উপযুক্ত সময়েই ফ্লাইওভার খুলে দেওয়া হবে।' যাঁরা এই পথে নিত্য চলাচল করেন তাঁদের প্রত্যেকেরই বক্তব্য, এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর। এটাই আমাদের কাছে নতুন বছরের সেরা উপহার। ওই এলাকার বাসিন্দা তপন বর্মনের কথায়, 'বাড়ির সামনে নিত্যদিনের যানজট দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। ফ্লাইওভার চালু হলে যানজট সমস্যা মিটে যাবে।'

স্বস্তি জনতার

- ময়নাগুড়ি রোডে যানজট কয়েক দশকের চেনা ছবি ছিল
- উড়ালপুলের কাজ শুরু হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন অনেকেই
- কিন্তু জমিজটে কাজে বারবার বাধা এসেছে
- এতদিনে সুখবরের আশায় ময়নাগুড়ি
- বড়দিনে উড়ালপুলের একটি পাশ খুলে দেওয়া হতে পারে

পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়ক প্রকল্পে ময়নাগুড়ি রোড থেকে উল্লাডাবরি পর্যন্ত অংশে চার লেনের রাস্তায় দুটি লেনের জন্য দুটি পৃথক ফ্লাইওভার তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এর জন্য প্রায় ২২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। সেখানে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ উড়ালপুলের কাজ চলছিল বহুদিন ধরে। মাঝে কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকার পর প্রশাসনিক মধ্যস্থতায় ফের জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছিল উড়ালপুলের। মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। উন্নত প্রযুক্তি ও অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করে তার আগেই কাজ প্রায় শেষ করে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে ফ্লাইওভারের মাঝের সামান্য অংশে রেলিং তৈরির কাজ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি রং ও আলো লাগানোর কাজও শেষ হবে।

হাইওয়ে ট্রাফিক ওসি হোমেশ্বর পাল বলছেন, 'মৌখিকভাবে আমাদের উড়ালপুল খোলার কথা জানানো হয়েছে। আমরা সব প্রস্তুতি শুরু করছি। পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে কোনও অসুবিধা হবে না।'

উড়ালপুলের সঙ্গে চার লেনের রাস্তা সংযুক্ত করার জন্য একেক দিন রাস্তার একেক লেনের কিছু অংশ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে। তার বদলে ওই অংশগুলিতে একটি লেন দিয়েই যান চলাচল করানো হচ্ছে। ফ্লাইওভারের সঙ্গে রাস্তা সংযুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে কংক্রিটের কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তায় দিকনির্দেশক বসানো হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

দাঁতালের দাপটে বন্ধ সাফারি

শুভদীপ শর্মা ও রহিদুল ইসলাম

লাটাগুড়ি ও মেটেলি, ৩ ডিসেম্বর : কখনও পিষে মারছে মহিলাকে। কখনও তাড়া করছে বাইক আর যাত্রীবোঝাই বাসকে। দাঁতালের এহেন তাণ্ডবে রবিবার গরুমারার জঙ্গলে বন্ধ রাখা হয় সাফারি। এদিকে, টিকিট কাটার পরে হঠাৎ সাফারি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন পর্যটকরা।

শনিবার জঙ্গলে খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির হামলায় মৃত্যু হয় এক মহিলার। এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে এক দাঁতাল। রবিবার সকালে ফের ওই দাঁতাল গরুমারা জঙ্গলের মাঝে একটি যাত্রীবাহী বাসকে তাড়া করে। আগেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে সেই বাস। কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন যাত্রীরা। আর সেই হাতির আতঙ্কে আগাম কোনও ঘোষণা ছাড়াই গরুমারার জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি পর্যটকদের। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এই সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। যদিও পর্যটকদের নিরাপত্তার খাতিরে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন।

শনিবার লাটাগুড়ির জঙ্গলের বড়দিঘি বিটের এসএস-৪ কম্পার্টমেন্টে জ্বালানির খড়ি সংগ্রহে গিয়েছিলেন বামনী বনবস্তির বাসিন্দা নুরজাহান বেগম (৫১)। তখনই হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন সকালে লাটাগুড়ি-চালসাগামী জাতীয় সড়কে হঠাৎ করে উঠে পড়ে ওই দাঁতাল। সেই সময় সেই রাস্তায় একটি বাইক আসছিল লাটাগুড়ির দিকে। হঠাৎ রাস্তার ওপর দাঁতালটিকে দেখতে পেয়ে, চালক বাইক ঘোরাতে যান। তখন আবার চালসার দিক থেকে একটি বাস দ্রুতগতিতে আসছিল। বাইকটিকে বাঁচাতে গিয়ে ওই বাসটি মহাকালধামের কিছুটা আগে গরুমারার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। রাস্তার অপরপ্রান্তে তখন সারি সারি পর্যটকবোঝাই জিপসি গাড়ি। হাতিটি হঠাৎ করেই তেড়ে যায় ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের দিকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চিৎকার শুরু করেন জিপসি গাড়িতে থাকা জঙ্গল সাফারির গাইডরা।

এরপর দশের পাতায়

হাতি দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন পর্যটকরা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জঙ্গলে বাস। গরুমারায়।

বচ্চনের মঞ্চে আলো ছড়ালেন আলোলিকা

সন্তু চৌধুরী

কৌন বনেগা ক্রোড়পতির শোতে মালবাজারের মেয়ে আলোলিকা ভট্টাচার্য গুহ।

যাত্রাপথের কাহিনী

- প্রথমে এবছর প্রি-রেজিস্ট্রেশন করা হয়
- দু-দু'বার লটারি এবং টেলিফোনিক অডিশন হয়
- সেখানে নির্বাচিত হয়ে মে মাসে অডিশন দেওয়ার সুযোগ
- আর্থিক সমস্যায় মুম্বই যেতে পারেননি
- ফের জুন মাসে অনলাইন অডিশনের সুযোগ
- তারপর দু-দু'বার পার্সোনাল ইন্টারভিউ
- সেপ্টেম্বর মাসে ফাইনাল শুটিংয়ের জন্য সুযোগ
- বচ্চনের বিখ্যাত শোতে জিতে নেন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

মালবাজার, ৩ ডিসেম্বর : অত্যন্ত জনপ্রিয় কুইজ শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতে যাবার স্বপ্ন অনেকেরই থাকে। কিন্তু পৌঁছাতে পারেন ক'জন? ১৮ বছরের চেষ্টায় সেই স্বপ্নই সফল করেছেন মালবাজারের মেয়ে আলোলিকা ভট্টাচার্য গুহ। প্রধানত মায়ের অনুপ্রেরণায় এবং স্বামী, শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির সদস্যদের সহযোগিতায় তাঁর এই কেবিসির যাত্রা সফল বলে জানিয়েছেন আলোলিকা। এই মেগা কুইজ কনটেস্ট থেকে তাঁর প্রাপ্তি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি তাঁর চার বছরের ছেলে অর্ক গুহর পড়াশোনায় এবং বাবা-মায়ের বাড়ি তৈরির জন্য ভাইকে সাহায্য করতে চান।

আলোলিকা জলপাইগুড়ি এসি কলেজ থেকে জুওলজি অনার্স নিয়ে পাশ করার পর গৃহশিক্ষকতা করতেন। পাশাপাশি মালবাজারের সিজার স্কুলেও পড়াতেন। তাঁর পড়াশোনাও এই স্কুলেই। বর্তমানে তিনি আইসিডিএস প্রকল্পের সুপারভাইজার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছেন জানুয়ারিতে সরকারি পদে যোগ দেওয়ার।

মালবাজারের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর কলোনিতে আলোলিকার বাবার বাড়ি। বিয়ে হয়েছে বছর পাঁচেক। স্বামী পিনাকী গুহ কলকাতায় বেসরকারি ফার্মে কর্মরত। আলোলিকার সঙ্গে মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন ভাই অয়ন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'দিদির স্বপ্ন সফল। আমরাও সবাই খুশি।'

আলোলিকার মা একসময় থিয়েটার করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল টিভিতে অভিনয় করার। কিন্তু বিয়ের পর তা সম্ভব হয়নি। তাই চাইতেন মেয়েকে যাতে একবার অন্তত টিভির পর্দায় দেখা যায়। সেই যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল ১৮ বছর আগে। বেশ কিছু বছর আগে কেবিসির গ্রাউন্ড অডিশনে সিলেক্ট হলেও ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। সুযোগ আসে এই বছর প্রি-রেজিস্ট্রেশন করার পর। দু'দুবার লটারি এবং টেলিফোনিক অডিশন হয়। সেখানে নির্বাচিত হয়ে মে মাসে হঠাৎ খবর আসে অডিশন দিতে যেতে হবে মুম্বইয়ে। কিন্তু ট্রেনের টিকিট না পেয়ে এবং ফ্লাইটের ভাড়া জোগাড় করতে না পেরে অডিশন দিতে যেতে পারেননি। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন আলোলিকা। কিন্তু জুন মাসে হঠাৎ আবার ফোন আসে অনলাইন অডিশনের জন্য। সেই ধাপ পেরিয়ে দু'দুবার পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের পর সেপ্টেম্বর মাসে ফাইনাল শুটিংয়ের জন্য সুযোগ পান। আর সেখান থেকেই পৌঁছে যান অমিতাভ বচ্চনের বিপরীতে হট সিটে। জীবনের যাত্রাপথের গল্প শুনিয়ে মাত করে দেন অমিতাভ বচ্চন সহ দর্শকদেরও। ফোন ফ্রেন্ড অপশনে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সিজার স্কুলের শিক্ষক সুদীপ মজুমদারকে। আলোলিকার কথায়, 'আমার এই যাত্রা পথে সবাই খুব সহযোগিতা করেছেন। সবার প্রতি আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

আলোলিকা মঞ্চ থেকেই 'জয় হো কেবিসি' ধ্বনি তোলেন। তাঁর সহজ-সরল বাচনভঙ্গি, তাঁর কেবিসির যাত্রাপথের কাহিনী গম্ভীর থাকতে দেয়নি অ্যাংরি ইয়ংম্যানকেও। এপিসোড সম্প্রচারিত হওয়ার পর শনিবার বিগ বি এপিসোডের ক্লিপিংস তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন, যার ট্যাগলাইন ছিল জয় হো।

সব মিলিয়ে কেবিসিতে গিয়ে রাতারাতি স্টার মালবাজারের এই কন্যা। প্রতিনিয়ত ফোন আসছে বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে এবং ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ফলোয়ার। তবে এই সব কিছুর কৃতিত্বই আলোলিকা দিচ্ছেন তাঁর আপনজনদের।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব চক্রবর্তীর কথায়, আলোলিকা প্রমাণ করল ইচ্ছে আর চেষ্টা থাকলে সফলতা আসবেই। দেরি হতে পারে কিন্তু আসবেই নিশ্চিত।

হনুমান মন্দিরে পুজোর দায়িত্বে মুসলিমরা

বেঙ্গালুরু, ৩ ডিসেম্বর : ধর্মবিশ্বাস ভেদে আলাদা হয় প্রার্থনার স্থান। হিন্দুরা যেমন ভক্তিভরে মন্দিরে পুজো দেন, মুসলিমরাও তেমনই নমাজ পড়তে যান মসজিদে। কিন্তু দেশে এমনও কিছু মন্দির রয়েছে, যেখানে একইসঙ্গে প্রার্থনা করেন হিন্দু-মুসলিম উভয়ই। দক্ষিণের এই হনুমান মন্দিরেও ধরা পড়ে সেই ছবি। বলা ভালো, এই মন্দিরে পুজোর অধিকাংশ দায়িত্বই সামলান মুসলিমরা।

কর্ণাটকের গাদাগ জেলার লক্ষেশ্বর হনুমান মন্দিরে ধরা পড়ে এমনই সম্প্রীতির ছবি। মন্দিরের প্রধান আরাধ্য হনুমান। বিগ্রহের আরতি করা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কাজ সবই মুসলিমরা করেন। হিন্দুরাও এতে কোনও আপত্তি তোলেন না। বরং খুশিমনে তাঁরাও হনুমানপুজোয় শামিল হন। আর এমনটা হয়ে আসছে প্রায় ১৫০ বছর ধরে। এক সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, ওই অঞ্চলে বহু হিন্দু-মুসলিমের বাস। তাঁরা সকলেই মিলেমিশে থাকেন। তাই এলাকার এই প্রসিদ্ধ মন্দিরেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষের অবাধ বিচরণ চোখে পড়ে।

প্রতিদিন মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে ভিড় জমান। সেক্ষেত্রেও কোনও ধর্মীয় বেড়াজাল নেই। যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ এই মন্দিরে এসে পুজো দিতে পারেন।

শহরে জিমনাস্টিক্স দেখাচ্ছেন 'ব্যায়ামওয়ালা' বাপি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : নেশাটাকেই যখন পেশা বানিয়ে নেওয়া যায়, তখন যে কাজই করা হোক না কেন তাতে শান্তি মেলে। একটা সময় গ্যারাজে কাজ করলেও বর্তমানে শহরের রাস্তায় জিমনাস্টিক্স দেখিয়ে বাপি সরকারের নাম হয়ে উঠেছে 'ব্যায়ামওয়ালা'। ফাড়াবাড়ির বাসিন্দা বাপি সারাদিন শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে ব্যায়াম, শরীরের নানান কলা-কৌশল দেখান। অনেকেই অবাক হয়ে তাঁর এই কর্মকাণ্ড দেখেন আবার কেউ কেউ সেই প্রদর্শনী মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করে নেন।

জিমনাস্টিকের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বাপির। টিভি, মোবাইলে দেখেই তিনি সবটা শিখেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাকি বন্ধুদের তুলনায় অনেকটাই বেশি নমনীয় ছিলেন। যেমন হাতের উপর ভর দিয়ে উলটো হয়ে চলা, মাথার উপর পা দুটোকে তুলে ধরা, বিভিন্ন কায়দায় হাতগুলোকে মোড়ানো এগুলি ছিল তাঁর নখদর্পণে। তবে ছোটবেলায় নিজের এই প্রতিভাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও, পরবর্তীতে

বাপি সরকার।

যখন দেখেন তাঁরই মতো শরীরচর্চা করে অনেকেই সুযোগ পাচ্ছেন বিভিন্ন রিয়েলিটি শো-তে। তখন থেকে নিজের প্রতিভাকে সবার সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বাড়িতে বাবা-মা রয়েছেন। দুঃস্থ পরিবারের এই ছেলের চোখে এখন অনেক স্বপ্ন।

তাই নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে একটি ব্যাগে এক বোতল জল ও নিজের কিছু ছবি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এরপর শহরের যেখানে জায়গা পান সেখানেই ব্যায়ামের নানান কলা-কৌশল দেখিয়ে নতুন প্রজন্মকে শরীরচর্চার বার্তা দেন তিনি। অনেকেই তাঁর ব্যায়াম দেখে তাঁকে উৎসাহ দিতে কিছু টাকাও দেন। আবার কেউ কেউ শুধু দেখেই চলে যান।

শনিবার শিলিগুড়ি এসএফ রোডে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন শারীরিক কলা প্রদর্শন করছিলেন বাপি। তাঁকে অনেকেই ঘিরে ছিল। কিছুক্ষণ কলাকৌশল দেখানোর পর অনেকেই দশ টাকার নোট তাঁকে দিলে খুশির সঙ্গে টাকাগুলো গুনতে গুনতে বাপি বলছিলেন, 'ব্যায়াম করতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে এটাকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি। অনেকেই দেখে প্রশংসা করেন, আবার অনেকে আমার ভিডিও বানান। যদিও কেউ কেউ হাসিঠাট্টাও করে, তখন একটু খারাপ লাগে। সারাদিনই শহরে ঘুরে ঘুরে জিমনাস্টিক্স দেখিয়ে যা উপার্জন করি, তাতেই আমি খুশি। যতদিন পারব এই কাজই করব।'

হাজারিবাগে অনুষ্ঠানের পর ভোটবাড়ির যোগব্যায়ামের দল।

শা'র সামনে সেরা ভোটবাড়ি যোগ সেন্টার

গৌতম সরকার ও সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ থেকে ৬৪৭ কিলোমিটার দূরে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে মাইকে প্রচারিত হল মেখলিগঞ্জের নাম। যা শুনে নিজের কানকেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না উপস্থিত বাপ্পা রায়ের মতো অনেকেই। আর শেষে আর্থিক পুরস্কার। সব মিলিয়ে রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর আধিকারিক থেকে দর্শকরা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সামনে যোগব্যায়াম প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে নিজেদের উজাড় করে দেয় ওরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও যোগব্যায়াম দেখে খুশি হয়ে নগদ এক হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেন সঞ্জয় রায়দের। এই খবরে এলাকায় পৌঁছাতেই খুশির হাওয়া মেখলিগঞ্জজুড়ে।

সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে মূল অনুষ্ঠান ছিল বৃহস্পতিবার। যেখানে গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী সহ বেশ কয়েকটি দল অংশ নিয়েছিল। যারা তাদের কার্যক্রম তুলে ধরে। এই অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আর সেখানেই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভোটবাড়ির প্রত্যন্ত এলাকার মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের দলটিও অংশ নেয়। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে মঞ্চে বসে ভোটবাড়ির এই যোগব্যায়াম দলের অনুষ্ঠান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের কোচ রঞ্জিত রায় বলেন, 'এত বড় মাপের একটা অনুষ্ঠানে আমরা অংশ নিতে পারায় কী যে আনন্দ হচ্ছে সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এর জন্য অবশ্য সীমান্ত রক্ষীবাহিনী সহ অনেকেরই অবদান আছে।' যোগ সেন্টারের সভাপতি মধুমিতা রায় বলেন, 'গত ছয়-সাত বছর ধরে এই সেন্টারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরাও যে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই তা ওরা প্রমাণ করেছে।' ওই দলেরই এক সদস্য অভয় পাণ্ডে বলেন, 'বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই আনন্দের।'

হাজারিবাগ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় যোগব্যায়ামের দলটি চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছানোর পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ব্যান্ডপার্টি সহ মিছিল করে ভোটবাড়ি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় দলটিকে। পরে গ্রামের মানুষের পাশাপাশি চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ক্লাবের পক্ষে সান্তু ঘোষ জানান, এই সাফল্য আগামীতে যোগব্যায়ামের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াবে।

এ যেন পটে আঁকা ছবি। রবিবার টোকিওর হিবিয়া পার্কে। -এএফপি

আম্মার দৌলতে সেরার শিরোপা

মাদুরাই, ৩ ডিসেম্বর : মনের ইচ্ছা থাকলে বয়স যে কোনও বাধাই নয়, তা ফের প্রমাণ করলেন তামিলনাড়ুর ভিরাম্মল আম্মা।

মহিলার বয়স ৮৯। এই বয়সে পৌঁছেও গোটা গ্রামকে নেতৃত্ব দেন তিনি। তামিলনাড়ুর আরিট্টাপট্টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট তিনি। এলাকার মানুষের কাছে একডাকে পরিচিত এই আম্মা। সম্প্রতি তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণের ওই গ্রাম পেয়েছে নতুন শিরোপা। তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার মধ্যে প্রথম 'বায়োডাইভার্সিটি ভিলেজ'-এর তকমা পেয়েছে আরিট্টাপট্টি গ্রাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় আম্মার কথা জানিয়েছেন আইএএস সুপ্রিয়া সাহু। তিনি লেখেন, এই বৃদ্ধা গ্রামের অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা।

সফল আইএএস দৃষ্টিহীন তরুণী

তিরুবনন্তপুরম, ৩ ডিসেম্বর : 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। চোখের অন্ধকার যে কোনওদিন মনের দৃঢ়তাকে মুছে দিতে পারে না। সে কথাই প্রমাণ করলেন তিরুবনন্তপুরমের প্রাঞ্জল পাতিল। শৈশবে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। কিন্তু হারিয়ে ফেলেননি স্বপ্ন দেখার অভ্যাস। মনের জোর। সেই অভ্যাস ও মানসিক দৃঢ়তার জোরেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে আজ তিনি আইএএস অফিসার।

ইউপিএসসিতে প্রথমবার পরীক্ষায় বসেন ২০১৬ সালে। মেধাতালিকায় তাঁর স্থান ছিল ৭৪৪। পরের বছর ফের প্রচেষ্টা। এবার ভালো ফল হয়। মেধাতালিকায় প্রাঞ্জলের স্থান হয় ১২৪। ২০১৮ সালে প্রাঞ্জল কেরলের এর্ণাকুলমের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি কেরলের তিরুবনন্তপুরমের জেলা শাসক হিসেবে কর্মরত। এই স্বপ্নপূরণের জন্য কোনওদিন বিশেষ কোচিং ক্লাসের সাহায্য নেননি তিনি।

পথশিশুদের কার্টুন দেখান দোকানদার

তিরুবনন্তপুরম, ৩ ডিসেম্বর : পথটাই আস্তানা ওই শিশুদের। তাই তাদের পরিচয় পথশিশু। ঘর নেই, নেই কোনও সুন্দর পরিবারও। ফলে ঘরের আশ্রয়ে যে ওম মিশে থাকে, যে আনন্দের জোগান আর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা থাকে, তার সবটাই ওদের একেবারে অচেনা। হ্যাঁ, পথশিশুদের দিন কাটে যেমনতেমনভাবেই। আশপাশ দিয়ে অনেক মানুষই চলে যান সারাদিনে, কিন্তু ওদের দিকে তাকান আর ক'জন! বা তাকালেও, সেই জীবনটা একটুখানি পালটে দেওয়া যায় কি না, এমন কথা ভাবার মানুষও তো হাতেগোনা। কিন্তু সেই পথচলতি মানুষের ভিড়ের মধ্যেও এমন মানুষ থাকেন, যাঁরা নজর কাড়েন। ঠিক যেমন কেরলের এক দোকানদার। নিজের মতো করেই ওই শিশুদের খানিক ভালো থাকার স্বাদ উপহার দিতে চেয়েছেন এই ব্যক্তি।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাগ করে নেন গৌতম ত্রিবেদী নামে এক ব্যক্তি। সেখানেই দেখা গিয়েছে একজনকে, যিনি একটি টিভির দোকানের কর্মী। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দোকানে সার সার দিয়ে রয়েছে টিভি। আর কাচের দেওয়ালের এপারে বসে রয়েছে ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরা কয়েকজন পথশিশু। তারা টিভিতে কী দেখতে চায়, জিজ্ঞেস করলে টম অ্যান্ড জেরি কার্টুনটি দেখতে চায় বলে জানায় তারা। আর সেইমতোই টিভিতে সেই কার্টুনের অনুষ্ঠান চালিয়ে দেন ওই কর্মী।

পোস্টকর্তা জানিয়েছেন, কোনও একদিন না, প্রতি সন্ধ্যাবেলা নিয়ম করেই এই কাজ করেন ওই ব্যক্তি। পথশিশুদের পছন্দমতো চ্যানেল চালিয়ে দেন টিভিতে। যাতে বাস্তবের সব দুর্দশা ভুলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও খুশি থাকতে পারে ওরা।

শুধু তাই নয়, টিভি দেখানোর ফাঁকে পথশিশুদের জন্য বিস্কুট এবং আরও কিছু টুকিটাকি খাবার কিনে এনে দিচ্ছেন ওই দোকানদার। তাঁর এই কাজে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে পথশিশুদের মুখেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভিডিও। যা দেখে আবেগে ভেসেছেন নেটিজেনরা।

ভিডিও দুটির সময়সীমা কম হলেও, তাদের মধ্যে দিয়ে যে বার্তা ফুটে উঠেছে, তার গুরুত্ব যে কম নয়, একবাক্যেই সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সকলে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন খুব পরিশ্রমে কাটবে। দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হতে পারে। বৃষ : হঠাৎ দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। মিথুন : নিজের ভুলে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। কর্কট : পরের ওপর নির্ভর করে আজ ঠকবেন। মায়ের শরীর ভালো হওয়ায় তৃপ্তি। সিংহ : হিংস্র পশু থেকে সাবধান। সামান্য অলসতায় ক্ষতি হতে পারে। কন্যা : বাবার সঙ্গে সামান্য কারণে মতভেদ। বোনের চাকরি পাওয়ার খবরে খুশি। তুলা : অবিবাহিতদের বিয়ে ঠিক হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : আপনার সাহসিকতায় কোনও দুষ্ট লোক পরাস্ত হবে। নতুন অফিসে যেতে পারেন। ধনু : ব্যবসার কারণে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আরও দায়িত্ব বৃদ্ধি। মকর : নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকুন। কুম্ভ : আপনার সরলতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়বে। মীন : আজ সামান্য অলসতায় কোনও বড় কাজ বন্ধ হতে পারে। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে সোমবার ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, ভাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৭ অঘোন, সংবৎ ৭ মার্গশীর্ষ বদি, ১৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ৮।৫২। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১২।২২। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ১০।২২। বিষ্টিকরণ ৭।৪৯ গতে ববকরণ রাত্রি ৮।৫২ গতে বালবকরণ। জন্মে-সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।২২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৮।৫২ গতে দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ৮।৫২ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।২৭ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ২।৮ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৮ গতে ১১।২৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১২।২২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৫২ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের আবির্ভাব তিথি ও পুজো। নৌ-সেনা দিবস। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্মদিবস। দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মদিবস। মহাক্রিয়াযোগী বিশ্বগুরু পরমহংস হরিহরানন্দজীর তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৯।৪ গতে ১১।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৫ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে।

Spoken English

সহজেই অনর্গল ইংরেজি বলা শিখুন। ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য অনবদ্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। (M) 86375-28788. (C/108291)

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে/মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 75958-65299. (C/108291)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No.-80 of 2023-24
E.E., NBDD, invites online e-Tender Vide e-NIT No. 80 of 2023-24 of E.E., NBDD. Details will be seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T24445(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of consumable laboratory items for the ART Centre at North Bengal Medical College & Hospital vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/ART/2198/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611557_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 14.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24472(3)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E., NBCC-II, P.W.Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of - 1. Maskalai Bari More to Engineering College More Road, Strengthening work under Jalpaiguri Division. Estimated Amount: Rs. 1,86,01,869.00, Tender ID : 2023_PWD_596730_1. Tender Ref. No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-18/2023-24 Bid submission start date (online): 07/11/2023 from 04.00 P.M. Bid submission closing date (online): 04/12/2023 up to 05.00 P.M. Technical Bid opening date (online): 06/12/2023 at 05.00 P.M. *Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri.
ICA-T24494(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of Automated Slide Stainer for the Department of Pathology at North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Pathology/2199/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611617_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 18.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24473(3)/2023

जवाहर नवोदय विद्यालय,
बरोबीशा, अलीपुरद्वार
नीलामी सूचना
दिनांक: 04.12.2023
सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, बरोबीशा, अलीपुरद्वार में निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया के तहत अनुपयोगी समान जैसे कम्प्युटर, बिछावन, बर्तन इत्यादि संबन्धित सामानों की नीलामी की जानी है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म कार्यालय अवधि में दिनांक 15.12.2023 एवं 16.12.2023 को संपर्क कर सकते हैं। नीलामी दिनांक 18.12.2023 को जो है जैसा है के आधार पर की जाएगी।
प्राचार्य
ज. न. वि. अलीपुरद्वार

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender - DHFWS/CW-33 and 34 of 2023-24 for supply of outsourced ambulance driver and printing format under Dept. of H&FW, Jalpaiguri are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in Sd/- CMOH, Jalpaiguri.
ICA-T24456(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the S.E./NBDD Vide NIeT No. 81 of 2023-24 and NIeT No. 37 (SL. No. 11) (2nd Call) of 2023-24 of the S.E. NBDD. Details of works be seen in the above mentioned NIeT in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/- Superintending Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T24466(4)/2023

Maynaguri College
Maynaguri Jalpaiguri
Date : 02.12.2023
Two E-tender Published. For details please visit https://wbtenders.gov.in/nicgep/app.
Tender ID : Tender 1 : 2023_DHE_613470_1, Tender 2 : 2023_DHE_613513_1, Tender 3 : 2023_DHE_613576_1, Tender 4 : 2023_DHE_613616_1
Sd/-
Principal
Maynaguri College

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of Bipolar Diathermy Electrosurgical Unit for the Department of Surgery at North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Surgery/2197/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611594_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 14.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24471(3)/2023

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কোম্পানির জন্য ডাইরেক্ট লোক লাগবে হেল্পার/গার্ড/সুপারভাইজার। বেতন 12,000/-+PF, ESI. M:- 9046033537. (C/108289)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108290)

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন। আয়-10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/107776)

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে মার্কেটিংয়ের জন্য পরিশ্রমী মার্কেটিং এক্সিঃ চাই। বয়স ও লেখাপড়ার বাধ্যতা নেই। বেতন যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া হবে। (M) 9126145259. (C/112811)

Looking for Godown incharge for animal medicine distribution graduate in any field with basic computer skills may apply 9760022331 herminsa1971@gmail.com (K)

Job Vacancy

Urgently required one Manager for 'Rave-up the Resto Bar'. Qualification-HS+, Age-28+, Interview Date-07/12/23, Time-3 pm to 6 pm. Contact No-95479-22552, 98323-16981, Venue-Cosmos Mall. (C/108380)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ashik Ekbal Vill ইসলামাবাদ P.O. রাঙ্গালিবাজনা P.S. মাদারিহাট, জেলা-আলিপুরদুয়ার, আমার আধার কার্ডে (202151592521) প্যান (EAZPA4556E) এবং Admit কার্ডে ভুল থাকায় 02.12.2023 তারিখে Alipurduar Notary থেকে অ্যাফিডেভিট করে Ashik Ekbal S/o Saidul Islam, Ashik Akbal, S/o Saidul একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy Divn, P.W.(Roads) Dte. invites online e-tender for the work of : 1) Emergent rain damage restoration work of River bank Beside Joist Bridge over River Gadadhar (At Krishnapur End) at 4th Km of Choto Mahadev village Road under Coochbehar Highway Division in he district of Coochbehar. E-NIT No. 20(E) of 2023-24 (SL. No. 1). Estimated Amount : Rs. 12,51,935.00. Tender ID : 2023_SH_611669_1. 2) Urgent protection of flank of Hazrahat Pkhihaga road from 2.50 Kmp to 5.00 kmp under Coochbehar Highway Division in the district of Coochbehar. E-NIT No. 20(E) of 2023-24 (SL. No. 2): Estimated Amount : Rs. 14,61,978.00. Tender ID : 2023_SH_611669_2. Bid submission Start Date (online) : 06.12.2023 from 9.00 A.M. Bid submission closing date (online) : 19.12.2023 upto 6.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar.
ICA-T24505(4)/2023

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্ধ ঘরে মা-মেয়ের মৃতদেহে রহস্য

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য শান্তিনগরে ঘরের দরজা ভেঙে মা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কীভাবে লতা সরকার (৪৫) ও তাঁর মেয়ে তিয়াসা সরকারের (২১) মৃত্যু হল তা স্পষ্ট নয়। মেয়েকে খুন করে মা আত্মঘাতী হয়েছেন নাকি জোড়া আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার বিতর্কিত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ রায়ের নাম জড়িয়েছে। যে ঘর থেকে মা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সেখান থেকে একটি সুইসাইড নোট মিলেছে। অভিযোগ, ওই সুইসাইড নোটে এই জোড়া মৃত্যুর জন্য প্রসেনজিৎকে দায়ী করা হয়েছে। মৃতদের পরিবার ও আত্মীয়দের অনেকেরই একই দাবি। সংশ্লিষ্ট পরিবারের তরফে ওই নেতার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রসেনজিৎ অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন। এর আগে তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায় জোড়া আত্মহত্যার ঘটনায় জড়িয়েছেন। এবারে ঘাসফুল শিবিরের আরেক নেতা একই ঘটনায় জড়ানোয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পেশায় প্রোমোটার সাধন সরকার মধ্য শান্তিনগরে স্ত্রী লতা ও মেয়ে তিয়াসাকে নিয়ে থাকতেন। একই বাড়িতে পরিবার নিয়ে অন্য ভাইদেরও বসবাস। এদিন সকালে সাধন কাজে বেরিয়ে যান। তাঁর আত্মীয় দুলাল সরকার বলেন, 'বৌদি ও ভাইঝি একই ঘরে ছিলেন। দুপুর হয়ে গেলেও তাঁদের কোনও সাড়া না পেয়ে দাদাকে খবর দিয়ে বাড়িতে ডেকে নেওয়া হয়। এরপর ৩টার একটু আগে কয়েকজন মিলে একসঙ্গে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকি। ঢুকেই বৌদিকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং ভাইঝিকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখি। বুঝতে পারি দেহে প্রাণ নেই।' এদিন লতার গলায় ফাঁসের দাগ দেখা গিয়েছে। তিয়াসার গলার পাশে ঘরে ব্যবহারের বিদ্যুতের তার ছিল। গলায় দাগও ছিল। খবর পেয়ে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, যেহেতু ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল তাই বাইরের কারও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা কম। প্রাথমিকভাবে তাঁরা এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করছেন।

অভিযোগ, শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকার এক মহিলাকে জমি কেনার জন্য সাধন কয়েক লক্ষ টাকা অগ্রিম দেন। প্রসেনজিৎ তাঁর প্রভাব খাটিয়ে সই জমি অন্য এক অবাঙালি ব্যক্তির নামে লিখিয়ে নেন বলে অভিযোগ। লতা তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করতেই পরিবারটি প্রসেনজিতের রোষের মুখে পড়ে। আর এই সূত্রেই প্রসেনজিৎ পরিবারটির ওপর জুলুমবাজি শুরু করেন বলে অভিযোগ। সাধন এদিন রাতেই প্রসেনজিৎ সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানান। সাধনের কথায়, 'আমার স্ত্রী এই মৃত্যুর জন্য প্রসেনজিৎ রায় সহ আরও কয়েকজনকে দায়ী করেছেন। অনেকদিন থেকেই প্রসেনজিৎ জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমার পরিবারকে বিরক্ত করছেন। উনি আমার এক কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি করেছেন। বেশ কয়েকবার প্রাণে মারারও হুমকি দিয়েছেন। ভয় পেয়েই আমার স্ত্রী মেয়েকে মেরে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন।' অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে প্রসেনজিৎ বলেন, 'অনেকদিন আগে ওই পরিবারের কর্তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকলেও গত আট-নয় মাস ধরে তা ছিল না। আমি যদি কাউকে ফোনে কোনও হুমকি-ধমকি দিয়ে থাকি নিশ্চয়ই তার প্রমাণ থাকবে। এসব প্রমাণ থাকলে দেখানো হোক।'

অভিযুক্ত বিতর্কিত এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় পুলিশ ও ঘাসফুল শিবিরের কাছে অভিযোগ জমা পড়লেও এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে সেভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকন্যায় থাকার সময় নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় একটি ঘটনায় প্রসেনজিতের নাম জড়ানোয় তাঁকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছিল। এরপর আবার তিনি বহালতবিয়তে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ও ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন শীল শর্মা এলাকায় যান। রঞ্জনের বক্তব্য, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। পুলিশ সবই খতিয়ে দেখছে।'

তদন্তে পুলিশ

- শিলিগুড়ি মধ্য শান্তিনগরে ঘরের দরজা ভেঙে মা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার
- মেয়েকে খুন করে মা আত্মঘাতী, নাকি দুজনই আত্মঘাতী হয়েছেন তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে
- ঘটনায় এনজেপির তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ রায়ের নামে পুলিশে অভিযোগ
- জমি সংক্রান্ত ঘটনায় তাঁর চাপের জেরেই ঘটনাটি ঘটে বলে দাবি

টুকরো খবর

খুনিদের গ্রেপ্তার দাবি

ময়নাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ময়নাগুড়িতে মা ও ছেলের খুনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ডেপুটেশন দিল রাজবংশী যুব সমাজ ও রাজবংশী সমাজ। রবিবার দুপুরে সংগঠনের প্রতিনিধিরা ময়নাগুড়ি থানাতে ডেপুটেশন দেন। রাজবংশী যুব সমাজের পক্ষে কামতাপুর পিপলস পার্টির মুখপাত্র রণজিৎ বর্মন জানান, ময়নাগুড়িতে মা ও ছেলের জোড়া খুনে প্রায় তেরোদিন পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পারল না। পরিমল বর্মন পুলিশের হোমগার্ডেই চাকরিরত ছিলেন। রণজিতের হুঁশিয়ারি, আমরা পুলিশকে পনেরোদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছি। এরমধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না হলে ময়নাগুড়িতে মহামিছিল হবে। প্রাক্তন কেএলও লিংকম্যানের ময়নাগুড়ি ব্লকের কোষাধ্যক্ষ অবিনাশ রায় বলেন, 'রাঘববোয়ালদের আড়াল করে নির্দোষ ব্যক্তিদের ফাঁসানো চলবে না।'

কথা রাখলেন অভিষেক

বেলাকোবা, ৩ ডিসেম্বর : প্রতিশ্রুতি পালন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর আগে দিল্লিতে আন্দোলনে শামিল হওয়া ১০০ দিনের কাজে 'ভুক্তভোগীদের' তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'কেন্দ্র না দিলে, টাকার ব্যবস্থা করবে তৃণমূল।' প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বঞ্চিতদের বাড়িতে একটি চিঠি ও আর্থিক সাহায্য পাঠালেন অভিষেক।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ১০০ দিনের কাজ সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বঞ্চিতদের এই টাকা পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলা সহ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে কেন্দ্রের বকেয়ার দাবিতে দিল্লি ও কলকাতায় তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন পাঁচজন দিনমজুর। জলপাইগুড়ির জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় জানান, রবিবার সুখানি অঞ্চলের বাসিন্দা ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে বঞ্চিত শ্রমিক শাহাবুদ্দিন মহম্মদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে চিঠি ও চেক তুলে দেন তিনি। এদিন বাকি চারজনের হাতেও এই চেক ও চিঠি দেয় দলীয় নেতৃত্ব।

সাদরি কাব্যচর্চা

কালচিনি, ৩ ডিসেম্বর : রাজ্যে প্রথম সাদরি ভাষার কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। রবিবার কালচিনির ৩ নম্বর চৌপথিতে সম্মেলনের আয়োজন নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে আয়োজক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ ডিসেম্বর কালচিনির থানা ময়দানে সাদরি ভাষার কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যৌথভাবে সম্মেলনের আয়োজন করছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষাভিত্তিক সংগঠন সাদরি সুসার অ্যাসোসিয়েশন, সাদন মহাসভা ও ঘারাইয়া গোইঠ। সাদরি সুসার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ও সাদরি কবি সঞ্জু কুজুর জানিয়েছেন, এর আগে সাদরি ভাষায় রাজ্যে কবি সম্মেলন হয়নি।

বঞ্চনার প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দ্বিতীয় দিনেও সরব তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। রবিবারও জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বুথে বুথে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করল শাসকদল তৃণমূল। একশো দিনের কাজের বকেয়া দাবি, আবাস যোজনার বকেয়ার দাবিতে রবিবার মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি বস্তি ও বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুরের ১৮/২১১ নম্বর বুথের তৃণমূল যুব কমিটি বিক্ষোভ দেখায়।

শৈশব। তিস্তার বুকে পড়েছে পলিস্তর। খেলাধুলোয় মগ্ন কচিকাঁচারা। রবিবার গজলডোবা এলাকার সরস্বতীপুরের কাছে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

পরেশ-কন্যাও কি রাজনীতিতে

দীপেন রায় ও নীলাংশু চক্রবর্তী

জল্পনা মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ভাইয়ের জায়গায় কি এবারে দিদি? মেখলিগঞ্জের রাজনীতির ময়দানে এটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেখলিগঞ্জের রাজনীতিতে পরেশচন্দ্র অধিকারী এক বর্ণময় চরিত্র। বাম অমল হোক বা তৃণমূল কংগ্রেস, তিনি মন্ত্রী হয়েছেন। পরেশের চিকিৎসক ছেলে হীরকজ্যোতি অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঘাসফুল শিবিরের একজন যুব নেতা হিসেবে মেখলিগঞ্জ ব্লকে কাজ করেছিলেন। অল্প সময়েই স্থানীয় রাজনীতিতে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। পিতৃপরিচয় থাকা সত্ত্বেও নিজগুণেও পরিস্ফুট হয়ে উঠতে সময় নেননি।

হীরকের অকালমৃত্যুতে মেখলিগঞ্জের রাজনীতিতে শূন্যতার সৃষ্টি হলেও আরেকটি বিষয় হঠাৎই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মেখলিগঞ্জ ব্লকের নেতাদের সঙ্গে চা চক্রে পরেশ-কন্যা অঙ্কিতার মিলিত হওয়া ও সেই ছবি মেখলিগঞ্জের তৃণমূল যুব সভাপতি জ্যোতিষ রায়ের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মুহূর্তে ভাইরাল হওয়া সবাইকে অন্যরকম ভাবাচ্ছে। অঙ্কিতা ওরফে মিমি কি এবারে রাজনীতির ময়দানে? ফোন না তোলায় অঙ্কিতার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। জ্যোতিষের অবশ্য কোনও রাখঢাক নেই, 'আমরা চাই অঙ্কিতাদিদি রাজনীতিতে আসুন। সাধারণ মানুষও সেটাই চাইছেন।'

চাকরি বিতর্ক অঙ্কিতাকে কম সমস্যায় ফেলেনি। মেয়ের পাশাপাশি বাবাও এ নিয়ে সমান সমস্যায় পড়েন। দুজনেই এই সমস্যা থেকে বের হতে জোরদার চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে সেসবই এখন অতীত। অঙ্কিতা তাদের শিবিরে ভিড়ুন, সেটা ঘাসফুল শিবির প্রচণ্ডভাবে চাইছে। সেদিনের চা চক্রে উপস্থিত দলীয় এক নেতার বক্তব্য, 'পরেশবাবুর পাশে হীরক ছিলেন। আমরা চাই এখন অঙ্কিতা পরেশবাবুর পাশে থাকুন। আমরা অঙ্কিতাদিদিকে এই প্রস্তাব দিয়েছি। উনি কিন্তু প্রস্তাব ফিরিয়ে দেননি। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে কিছুদিন সময় চেয়েছেন।' গোটা বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। দলের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এটাই বর্তমানে 'হট টপিক'।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক নেতার বক্তব্য, 'অঙ্কিতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ ও পিএইচডি করেছেন। দীর্ঘদিন বাবা পরেশের সংস্পর্শে থাকার সুবাদে রাজনীতিতে অনেকটাই সচেতন। তাঁর মতো যোগ্য কেউ রাজনীতিতে এলে সমাজের পক্ষে ভালোই হবে।' দলের আরেক নেতার বক্তব্য, 'হীরক দলের কর্মীদের পাশে থাকতেন। দিদিও সেভাবেই তাঁদের পাশে থাকবেন বলে কর্মীরা আশা করছেন।' শেষমেশ কী হয় সেদিকেই সবার নজর। তবে গোটা বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অঙ্কিতা যেহেতু সময় নিয়েছেন, তাই তিনি তাঁদের নিরাশ করবেন না তা ঘাসফুল শিবিরের নেতাদের দৃঢ়বিশ্বাস। আপাতত সবাই সময় গুনছেন।

শনিবার জামালদহে চা চক্রে অঙ্কিতা অধিকারী ও তৃণমূল যুব নেতারা।

জমি বিবাদে খুন

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ক্লাবের জমিতে বোর্ড লাগানোকে কেন্দ্র করে খুন হল রায়গঞ্জে। রবিবার রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকাই গ্রামের ঘটনা। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয় লালুয়া শেখ নামে এক ব্যক্তিকে। তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় একটি খাসজমিতে ক্লাবের তরফে বোর্ড লাগানো হয়েছিল। এই নিয়ে দিনতিনেক আগে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও লালুয়ার মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। পরিবারের অভিযোগ, শনিবারই লালুয়াকে গুলি করে খুন করার হুমকি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা সোলেমান আলি।

রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বদল

মমতার সফরের আগে জটিলতা কাটাতে ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক

গৌতম সরকার ও বিশ্বজিৎ সাহা

চ্যাংরাবান্ধা ও মাথাভাঙ্গা, ৩ ডিসেম্বর : সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে ট্রাক পিছু রাজস্ব কমানোর দাবিতে একদিনের জন্য চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন। রবিবার এই সংক্রান্ত খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

এদিন মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ওই সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা। সেখানে দীর্ঘ আলোচনার পর রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন বিক্ষুব্ধরা।

মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আগে আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে এধরনের জটিলতা তৈরি হলে চাপ বাড়তে পারে প্রশাসনের ওপর। আর সে কারণেই সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি এই বৈঠকের ডাক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল, এসডিপিও অরিজিৎ পালচৌধুরী প্রমুখ। ছিলেন চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর, সহ সভাপতি উত্তম সরকার, সভাপতি বিমলকুমার ঘোষ, চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আবদুল সামাদ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিকাশ সাহা, গোপাল সাহা প্রমুখ।

প্রশাসনিক কর্তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাঁদের দাবি ও সমস্যার কথা শুনতে চান। এরপর প্রশাসনের তরফে সেই সমস্ত ইস্যু গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের কার্যালয়ে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবে। সে ব্যাপারটিও এদিনের বৈঠকে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রশাসনের কর্তারা রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ জানান। তখন ব্যবসায়ীরা আপাতত আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের শুল্ক দপ্তরের নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমও মেনে চলা বাধ্যতামূলক কি না? সেই প্রশ্নও উঠেছিল বৈঠকে। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এ নিয়ে পুলিশ সুপার কোনওরকম মন্তব্য করেননি। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর বলেন, 'আমরা সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবি তুলে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলাম। রবিবার মাথাভাঙ্গায় আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনের কর্তারা। তাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।' ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে ডলারের দাম বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অচলাবস্থা ইত্যাদি কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানো উচিত। কারণ এতে বাড়তি খরচ হচ্ছে। যা সামাল দেওয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবিবারও ফাঁকা চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের স্থলবন্দর।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himachal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara- 734010

NOTICE

This is to inform all the applicants for EWS flats at Kawakhali that the last date of receiving applications in connection with allotment of 422 Nos of EWS Dwelling Units by Siliguri Jalpaiguri Development Authority at Kawakhali within Utsodhara Teesta Township, JL No 2, Mouza Dabgram, have been extended till 22nd December 2023 till 5.30 p.m. barring Government holidays.
This notice is only for extension of the date of receiving applications. Other terms and conditions of previous notice remains unchanged.
Details may also be obtained from www.sjda.org

Sd/-
Chief Executive Officer

ICA-N 627(3)/2023

দুধের শিশুকে বাইরে রেখে পরীক্ষাকেন্দ্রে মা

মানিকগঞ্জ ও চালসা, ৩ ডিসেম্বর : তিন মাসের দুধের শিশুপুত্রকে বাবা ও মামার হেপাজতে রেখে চাকরির পরীক্ষা দিলেন মা। এই ঘটনার সাক্ষী হল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কচুয়া বোয়ালমারি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের চাকরিপ্রার্থীরা। প্রসঙ্গত রবিবার ওই স্কুলে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারের পরীক্ষা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে আসেন ওই সেন্টারে। সেরকমই এদিন ওই সেন্টারে পরীক্ষা দিতে আসেন শিশুটির মা অনুফা বেগম। শিশুটির বাবা মহম্মদ নুর আলম বলেন, 'আমাদের কাছে রেখে ওর মা পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। আমার সঙ্গে দুধের বোতল রেখে দিয়েছি। খিদে পেলে ছেলেকে দুধ খাইয়ে দেব।'

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারের পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে। মোট পরীক্ষার্থী রয়েছে ৪০০ জন। দুপুর ১২টায় পরীক্ষা শুরু হয়ে তিনটার মধ্যে শেষ হয়েছে।'

এদিকে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন হাইস্কুলে। এদিন মেটেলি ব্লকের চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ, পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম উচ্চবিদ্যালয়, বিধাননগর উচ্চবিদ্যালয়, মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়, রাষ্ট্রভাষা উচ্চবিদ্যালয় ও মাল কলেজে পরীক্ষা হয়।

হুইলচেয়ার, কম্বল বিলি

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে পালিত হল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সেখানকার ১৫ জন বিশেষভাবে সক্ষমকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার অমিত সিং, লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার সুদীপ্তকুমার দাস, বাগানের চিকিৎসক মনোজিৎ দাস প্রমুখ। জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনও বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের নিয়ে শহরজুড়ে র‍্যালি করে। র‍্যালি শেষে জেলা শাসক দপ্তর বিশেষভাবে সক্ষমদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন দাবিও তুলে ধরে। সক্ষম সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং প্রান্ত কমিটির সহযোগিতায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে কদমতলা বান্ধব নাট্যসমাজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হুইলচেয়ার ও কম্বল বিলি করা হয়।

এদিন নানা কর্মসূচির আয়োজন করল বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য বেসরকারি আশ্রম 'আনন্দম'। নাগরাকাটার ধরণীপুর চা বাগানের পাইপলাইনে ওই আশ্রম রয়েছে। সেখানকার আবাসিক ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। রাজ্য সমাজকল্যাণ দপ্তরের তরফে 'রোল মডেল'-এর খেতাব পাওয়া সমাজসেবী বসন্ত সোনার উপস্থিত ছিলেন।

কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি

পুরোনো গাছে জন্মাচ্ছে না কাঁচা চা পাতা

রায়পুর চা বাগানের বন্ধ ফ্যাক্টরি। -সংবাদচিত্র

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : চা গাছগুলির গড় বয়স ৭০। এদিকে পাতার জোগান দিতে ব্যর্থ পুরোনো চা গাছগুলি। এদিকে অর্থের অভাবে গাছের পরিচর্যাও হচ্ছে না ঠিকঠাক। চা বাগানে ছায়াগাছের সংখ্যাও খুব কম। ফলে রায়পুর চা বাগানে কাঁচা চা পাতার ফলন পুরোপুরিভাবে বন্ধ। এদিকে কাঁচা চা পাতা না থাকায় এক সপ্তাহ ধরে রোজগার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে স্থানীয় চা শ্রমিকদের।

রায়পুর চা বাগানের শ্রমিক প্রধান হেমব্রমের কথায়, 'বাগানে ৭০ বছর পুরোনো চা গাছগুলি উপড়ে ফেলে নতুন গাছের চারা লাগানো দরকার। তবে নতুন চা গাছের চারা লাগানোর জন্য কোনও অর্থ আমাদের হাতে নেই। এদিকে পুরোনো চা গাছগুলি উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে। আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি।'

এই বাগানে কাঁচা চা পাতা বিক্রি করে বাগান পরিচালনার জন্য শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত পরিচালন সমিতি টাকার সংস্থান করছিলেন। কাঁচা চা পাতা বিক্রি করে প্রতিদিন চা শ্রমিকদের ১৬০ টাকা মজুরি দেওয়া হত। কিন্তু এখন কোনও অর্থই শ্রমিকরা পাচ্ছেন না। ভরসা শুধু রাজ্য সরকারের দেওয়া ৩৫ কেজি র‍্যাশন আর ফাওলই খাতে আর্থিক সহায়তা।

ইতিমধ্যে শীত জাঁকিয়ে বসেছে, চা শ্রমিকদের শীতবস্ত্র নেই। শ্রমিক আবাসে ভগ্নদশা। শ্রমিক বিতনা বড়াইক জানান, বহু শ্রমিক আবাসেই উপরের কোনও আচ্ছাদন না থাকায় ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢোকে। এভাবেই রায়পুর বাগানের ছ'শো শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রতিদিন এই বাগান থেকে দলে দলে শ্রমিক দিনমজুরির কাজে হরিয়ানা, কেরল, সিকিম এবং দিল্লিতে যাচ্ছে।

রায়পুর বাগানে একটিমাত্র শ্রমিক সংগঠন রয়েছে। তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেন তৃণমূলের তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সেলের নেতা কৃষ্ণ দাস। কৃষ্ণ বলেন, 'টাকার অভাবে এই বাগানে সার এবং কীটনাশক দেওয়া সম্ভব হয়নি। যার প্রভাব উৎপাদনের ক্ষেত্রে পড়েছে।' তাঁর সংযোজন, '১৬ বছর ধরে বাগানটি বন্ধ। রায়পুর বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার শেষ নেই। শ্রমিক পরিবারের কর্তারা পরিবারের স্বার্থেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন।'

উৎপাদন বন্ধ রায়পুর বাগানে

চা উৎপাদনের স্বার্থে শুখা মরশুমে চা বাগানে প্রুনিং হয়। প্রুনিংয়ের অঙ্গস্বরূপ চা গাছ ছাঁটাই করা হয়। রায়পুরের স্বার্থে শতাধিক শ্রমিক বিনা পারিশ্রমিকে বর্তমানে ঝুড়নি নিয়ে চা গাছ ছাঁটাই করতে ব্যস্ত।

পুরোনো এই বাগানের ছায়াগাছের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এদিকে বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে গাছ কাটা হয়েছে। তাই এই বাগানে গাছ লাগানো জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষের তরফে এবিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এত সমস্যার মাঝে শ্রমিক মংরা রজক, সনিয়া ভূমিজরা বলেন, 'এই সমস্যার সমাধান একমাত্র হল বাগান খোলা।'

হাতির পালকে পাহারা

বানারহাট, ৩ ডিসেম্বর : চা বাগানের পাশের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকা হাতির পালকে দিনভর পাহারা দিল বন দপ্তর। রবিবার সকালে রেতির জঙ্গল থেকে ডায়নার জঙ্গলে ফেরার পথে দিনের আলো ফুটে যাওয়ায় হাতির পাল নিউ ডুয়ার্স চা বাগান সংলগ্ন জঙ্গলে দাঁড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকরা কাজে এসে হাতির পালকে দেখতে পেয়ে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখায় খবর দেন। দিনে হাতির পালকে জঙ্গলে ফেরাতে ঝুঁকি থাকায় বনকর্মীরা পাহারা দেন। কারণ, নিউ ডুয়ার্স চা বাগানে রবিবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজ করেন। সন্ধ্যার পর অবশ্য হাতির পালকে ডায়না জঙ্গলে ফেরানো হয়। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার দেবজ্যোতি বিশ্বাস জানান, শাবক সহ ২৫টির বেশি হাতি ছিল।

IISWBM
First B-School of India & South East Asia Since 1953
71 years of excellence in management education in India

Invites Applications for Session 2024-2026

MBA (HRM)

- One of the Top 10 HRM programmes in India (High ROI with low fee) and Asia
- IISWBM ranked 4th among Government B-Schools in Eastern zone of India by the Week, 2023
- IISWBM ranked 25th by India Today's Best B-School (Government) survey, 2023.
- 100% campus placements; Alumni in Fortune 500 organizations globally Highest CTC Offer made in Campus Placement of MBA (HRM) students: 15 lakh INR
- Illustrative list of companies where MBA (HRM) students are working:

For Eligibility and Selection, please visit: www.iiswbm.edu

2 year Full time Degree course of the University of Calcutta.
ST/SC/PWD/OBC quota will be fulfilled as per University guidelines

Last date of issue & receipt of completed Application form: 17.12.2023

For Online Application www.iiswbm.edu
Offline Form is also available

Management House,
College Square West, Kolkata-700 073
033-2241-8694 /8695/5792/3756

পেসমেকার বসিয়ে প্রাণ বাঁচাল ডিসান

সুবোধবাবু বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ করে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরলেও সুবোধবাবুর পাড়ার লোকেরা কাছের নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানকার ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে বলেন, যে কোন বড় হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। ওনারা আর দেরী না করে সুবোধবাবুকে নিয়ে শিলিগুড়ির ডিসান হসপিটালের এমার্জেন্সিতে নিয়ে আসেন। সেখানকার ক্রিটিকাল কেয়ার ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করেন। তাতে দেখা গেল ওনার লেফ্‌ট্ আর্টারীতে বড় ধরনের ব্লক আছে। আসলে হার্ট চলে শরীরে তৈরী এক বিশেষ বিদ্যুতে, এই বিদ্যুৎ যাওয়াতে বাধা পেলেই শরীর খারাপ হয়। এরই নাম হার্ট ব্লক। সুবোধবাবুর ক্ষেত্রে লেফ্‌ট্ আর্টারীতে ব্লক থাকায় ইলেকট্রিক সিগন্যালের গোলযোগে ওনার হার্টের বাঁদিকের ওপরের চেম্বার থেকে নীচের চেম্বারে রক্তের পাম্পিং ঠিকমতন হত না, ফলে হার্টের পেশী দুর্বল হয়ে বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। তাই ডিসানের কার্ডিওলজিস্ট ও তাঁর কার্ডিয়াক টিম বাড়ির লোকের সম্মতি নিয়ে পেসমেকার বসাল। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। এই ধরনের বিপদে সুস্থ করে তুলতে ডিসান হসপিটাল রাতদিন সাতদিন পাশে আছে।

সঠিক সময়ে পেসমেকার বসাল ডিসান

ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে
ডিসান হসপিটাল, কলকাতা
ই এম বাইপাস, ডিসান মোড়
এমার্জেন্সি - 90 5171 5171
www.desunhospital.com

মিছিল, মিষ্টিমুখে বিজেপির উল্লাস

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে বিজেপির জয়ে খুশির উচ্ছ্বাস দেখা গেল জলপাইগুড়ি জেলার দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে। ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হতেই বিভিন্ন এলাকায় জলপাইগুড়ি জেলার নেতা-কর্মীরা বিজয় মিছিল শুরু করেন।

রবিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে আবির খেলায় মেতে ওঠেন দলের নেতা-কর্মীরা। পথচলতি মানুষকে লাড্ডু বিলি করতে দেখা যায়। দলের জেলা সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ জানান, তিন রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করে প্রমাণ করে দিয়েছেন, আসন্ন লোকসভায় কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় থাকছে। রবিবার সন্ধ্যায় মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারেও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা আনন্দে মেতে উঠলেন। বিজয় মিছিলে ছিলেন বিজেপির মেটেলি সমতল মণ্ডল সভাপতি মজনুল হক, নেতা জগদীশ বর্মন, লতিফুল ইসলাম প্রমুখ। মালবাজারে বিজেপি নেতা-কর্মীরা বাদ্যযন্ত্র, জাতীয় এবং দলীয় পতাকা নিয়ে বিজয় মিছিল করেন। মালবাজার বিধানসভার বিজেপি আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী, শহর মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা প্রমুখ বিজয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির এই জয় রাজ্যে কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে বলে রাকেশের দাবি।

মালবাজারে বিজেপির বিজয় উল্লাস। ছবি : সন্তু চৌধুরী

টাওয়ার বসানোর প্রতিবাদে অবরোধ

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : বেসরকারি কোম্পানির মোবাইল টাওয়ার বসানোর বিরোধিতায় রবিবার জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রাজ্য সড়কে এক ঘণ্টা অবরোধ চলে। এদিন দুপুরে শহরতলির খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পান্ডাপাড়া চেকপোস্ট লাগোয়া জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি সড়কে এই অবরোধে শামিল হন এলাকাবাসী। অবরোধ ও যানজটে যাত্রীরা হয়রানির শিকার হন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অনেক বুঝিয়ে এক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে দেয়।

এদিন অবরোধের কারণে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রাজ্য সড়কে সারিবদ্ধভাবে অনেক যানবাহন দুপুর থেকে দাঁড়িয়ে ছিল। ছুটির দিন হওয়ায় যাত্রীদের সমস্যা হয়নি। এছাড়া আইসিডিএসের নিয়োগ পরীক্ষা অবরোধ শুরুর অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার্থীদের বেগ পেতে হয়নি।

অবরোধকারী মায়া রায়ের কথায়, 'খড়িয়া পঞ্চায়েতের নজিরপাড়ার বাসিন্দারাই অবরোধ করেছেন। আমাদের অন্ধকারে রেখে এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসানো হচ্ছে। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ, যে জমিতে মোবাইল টাওয়ার বসানো হবে তার পাশেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এই ধরনের টাওয়ার বসানো হলে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। আমরা তাই টাওয়ার না বসানোর দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছিলাম।'

আরেক বিক্ষুব্ধ মদন রায়ের বক্তব্য, 'মোবাইল সংস্থার পক্ষ থেকে ফাইভ জি টাওয়ার বসানো হচ্ছে। ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করছি।' তবে তাঁর সংযোজন, 'এদিন অবরোধ তুলে নিলেও তাঁরা টাওয়ার বসানোর বিরুদ্ধে। কিন্তু এরপরেও যদি টাওয়ার বসানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে পরবর্তীতে লাগাতার অবরোধ করতে বাধ্য হব।'

সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রতিবাদে কোনও লিখিত অভিযোগ তাঁর কাছে আসেনি। তবে মোবাইল টাওয়ার বসানোর ক্ষেত্রে সরকারি বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে। এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসাতে হলে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুরসভার থেকে অনুমতিও নিতে হয়।' খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কানন অধিকারী বলেন, 'পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মোবাইল টাওয়ার বসানোর জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। এলাকাবাসী যখন বিরোধিতা করেছে, তখন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।'

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তীর কথায়, 'অনলাইনে অনুমতি নামের পোর্টালে মোবাইল টাওয়ার টেলিকম ইনফ্রাস্টাকচার কোম্পানিকে আগে আবেদন করতে হয়। তারপর সবদিক খতিয়ে দেখা হয়। কেউ এবিষয়ে কোনও অভিযোগ করেনি।'

রবিবার পান্ডাপাড়া চেকপোস্টের কাছে মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ। -সংবাদচিত্র

হয়রান যাত্রীরা

- খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকাবাসীকে অন্ধকারে রেখে টাওয়ার বসানোর অভিযোগ
- পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মোবাইল টাওয়ার বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি
- রাজ্য সড়ক অবরোধে যাত্রীরা হয়রানির শিকার হন

চিয়ারিখাড়ি পরিদর্শনে সভাধিপতি

বেলাকোবা, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার রাজবংশী সমাজের পূণ্যভুমি চিয়ারিখাড়ি পরিদর্শন করলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন ও রাজগঞ্জের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রশান্ত বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন।

উত্তরবঙ্গ কুলগুরু ও ভক্ত সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করুণাকান্ত অধিকারী বলেন, '২৭ মাঘ উপনয়ন দিবস উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীরা নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসেন। ১৫ থেকে ২০ হাজার পুণ্যার্থী উপস্থিত হন।' রাজবংশী মানুষের কাছে পবিত্র এই পীঠস্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বেহাল, পানীয় জল, বিদ্যুতের অভাব রয়েছে। ফলে প্রত্যেক বছর ভক্তদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। স্থায়ী মঞ্চ বা ভবন প্রয়োজন, যাতে পুণ্যার্থীরা এসে রাত্রিযাপন করতে পারেন। চিয়ারিখাড়ি পরিদর্শন করার পর কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'এখানে অনেক সমস্যা রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি পূরণ করার।'

বেলাকোবায় স্বাস্থ্য শিবির

বেলাকোবা, ৩ ডিসেম্বর : সহমর্মী বেলাকোবা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় রবিবার বেলাকোবা কিশোর স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবে বিনামূল্যে চোখ, দাঁত ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির হল। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। ক্লাব সচিব অনন্ত পাল জানান, শিবিরে মোট ৩৫০ জন অংশ নেন। যার মধ্যে বেশিরভাগ লোকই চোখ পরীক্ষা করান।

এ বিষয়ে চোখের ডাক্তার সংগীতা রায় জানালেন, মোট ১২৫ জন চোখ পরীক্ষা করান। এর মধ্যে বেশিরভাগেরই চোখে ছানি ধরা পড়েছে। মোট পাঁচজনকে বিনামূল্যে অপারেশনের জন্য তাঁরা শিলিগুড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। মালিভিটার চৌধুরী মোড় থেকে এই শিবিরে চোখ পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব সরবালা রায়। তাঁর দুই চোখেই ছানি পড়েছে, অবিলম্বে অপারেশনের প্রয়োজন। ফলে এদিন তাঁকে বিনামূল্যে অপারেশনের জন্য মোবাইল ভ্যান ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার এবং জেলা পরিষদের সদস্য রণবীর মজুমদারও শিবিরে আসেন। এমনকি রণবীর নিজেও এখানে চোখ পরীক্ষা করান। অন্যদিকে, রূপালি বিভিন্ন ক্লাবকে এমন জনহিতকর কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ডিএ দাবি শিক্ষকদের

লাটাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৩১তম জেলা সম্মেলন হল লাটাগুড়িতে। রবিবার লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে সম্মেলনটি হয়। সম্মেলনে জেলার প্রায় তিনশো প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিরা বকেয়া ডিএ দাবি, শিক্ষায় বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে সরব হন।

ধানের লোভে গ্রামে ঢুকে আটকে গেল ১৬টি হাতি। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকার তেলেঙ্গাজোত এবং চেকরমারির সীমান্তে চাষের জমি ও চা বাগানের মাঝে হাতির দলটি ছিল। ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা এবং ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সন্ধ্যা নাগাদ হাতিগুলিকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ছবি : সৌরভ রায়

রিয়াবাড়ি চা বাগান নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আজ

বানারহাট, ৩ ডিসেম্বর : বন্ধ হয়ে যাওয়া বানারহাটের রিয়াবাড়ি চা বাগান নিয়ে সোমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল শ্রম দপ্তর। লেবার কমিশনার অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এডিএম (ভূমি রাজস্ব) উপস্থিত থাকবেন বলে জলপাইগুড়ি ডেপুটি লেবার কমিশনার শুভ্রজ্যোতি সরকার জানান। সোমবারের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রিয়াবাড়ি চা বাগানের প্রায় ১৫০০ শ্রমিক।

এই চা বাগানে মজুরি, পিএফ, গ্র্যাচুইটি নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু মালিকপক্ষ কাজের সময় এক ঘণ্টা বৃদ্ধি করতে চাইছে। শ্রমিকরা পুরোনো নিয়মে সাত ঘণ্টা কাজ করতে চান। এই টানাপোড়েনের জেরে গত শুক্রবার বাগানে কর্মবিরতি ঘোষণা করে চা বাগান কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যায়। শ্রমিকরা বাগানে কাজে এসে জানতে পারেন, পরিচালন কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে। শ্রমিকরা চাইছেন, আলোচনার টেবিলে সমাধানসূত্র বের হোক। বাগানে আগের মতো কাজের পরিবেশ ফিরে আসুক। তারই অপেক্ষায় রিয়াবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা।

এবারের বাগান বন্ধ হওয়া নিয়ে চারবার বাগানটি বন্ধ হল। ১৯৮৪ সালে ২৪ দিন, ১৯৮৭ সালে ৮৭ দিন, ২০০২ সালে বাগানটি ৩৬ দিন বন্ধ ছিল। ২১ বছর পর এই চা বাগান ২০২৩ সালে ফের বন্ধ হয়েছে।

> “মালিকপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। আশা করছি, আলোচনার টেবিলে সমস্যার সমাধান হয়ে ওই চা বাগানে ফের কাজ শুরু হবে।
>
> – **শুভ্রজ্যোতি সরকার**
> *ডেপুটি লেবার কমিশনার*

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি কুমার বিশ্বকর্মা বলেন, 'সোমবার বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে বাগানে চার শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বকে এক ছাতার নীচে এনে বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে গেট মিটিং করা হবে। গেট মিটিংয়ে বাগানের শ্রমিকদের দাবি শোনা হবে। সেইমতো বৈঠকে আলোচনা করা হবে। শ্রমিকদের দাবিকে যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেই কথাই বাগানের সমস্ত শ্রমিক সংগঠন বৈঠকে তুলবে।'

জলপাইগুড়ির ডেপুটি লেবার কমিশনার শুভ্রজ্যোতি সরকার বলেন, 'মালিকপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। আশা করছি, আলোচনার টেবিলে সমস্যার সমাধান হয়ে ওই চা বাগানে ফের কাজ শুরু হবে।'

বিহারে বিনিয়োগে ডাক বাংলার শিল্পপতিদের

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : বিহারে বাইরের পণ্য যাতে রাজ্যবাসী না কেনেন, সেজন্য তিনি আবেদন রেখেছিলেন। কিন্তু বিহারের শিল্পোন্নয়নে সেখানকার শিল্পমন্ত্রী সমীরকুমার মহাশেঠ বাংলায় নজর দিলেন। শুধু নজর দেওয়াই নয়, শিলিগুড়িতে রবিবার উত্তরবঙ্গের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি যেমন আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনই লগ্নির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে তাঁদের যে লগ্নির ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই, শিল্পপতিরা সেই আশ্বাস দিয়েছেন।

বিহারের শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্র যাতে বিহারে চারটি স্পেশাল ইকনমিক জোন ঘোষণা করে আমরা সেই চেষ্টা করছি। শিল্পের ক্ষেত্রে বিহারও এগিয়ে যাচ্ছে। চাইছি বাংলার শিল্পপতিরাও আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগ করুন। তাহলে দুই রাজ্যই উপকৃত হবে।'

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লগ্নি টানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলন করেছে। বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিও মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আগামী বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে জোড়া শিল্প সম্মেলন রয়েছে। তার আগে শিলিগুড়িতে ঝটিকা সফরে এসে বিহারের শিল্পমন্ত্রী সমীরকুমার মহাশেঠ বিহারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তরের শিল্পপতিদের মন জয়ের চেষ্টা করলেন। রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ির মৈনাক টুরিজম প্রপার্টিতে তিনি কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। শিলিগুড়ির বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যবসায়ীও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিন সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরে বিহারের শিল্পমন্ত্রী সরাসরি লগ্নির আহ্বান জানান।

লাইসেন্স সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত

ধূপগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : সিল করা সারের দোকান নিয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে কৃষি দপ্তর। এবার ওই দোকানের গোডাউনে মজুত সার বিতরণ সম্পন্ন হলেই এই সার ব্যবসায়ীর লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হবে বলে জেলা কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। তবে আলুর মরশুমে এবছরই কৃষি দপ্তর কড়া বন্দোবস্ত করেছে। যা বিগত দিনে সচরাচর দেখা যায়নি বলেই কৃষকরা জানান।

সার মজুতে কড়া পদক্ষেপ

জলপাইগুড়ি জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) পাপিয়া ভট্টাচার্য বলেন, 'মজুত সার বিলি হয়ে যাওয়ার পরই লাইসেন্স সাসপেনশনের পথে হাঁটা হবে। ধারাবাহিকভাবে অভিযানও চালানো হবে।'

উত্তরবঙ্গের মধ্যে আলু চাষে ধূপগুড়ি ব্লক গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কয়েক বছর ধরে সার নিয়ে কালোবাজারি সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে। গত কয়েক বছরে সারের কালোবাজারি নিয়ে কৃষকরা পথে নেমে আন্দোলনও করেছিলেন। তবু সারের কালোবাজারি ঠেকানো যায়নি। অভিযোগ, কিছু ব্যবসায়ী নিয়মের ফাঁক দিয়ে আধার কার্ডের মাধ্যমেই সার মজুত করছে। পরবর্তীতে সেই সার অতিরিক্ত দামে বিক্রি করছে।

এবার অবশ্য একটি দোকান সিল করায় কালোবাজারির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা চাপে পড়েছে। অনেকেই সতর্ক হয়ে মজুত সার নিয়ে না মেলানো স্টক মিলিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেকেই নানাভাবে মজুত সার দ্রুত বিক্রি করে ফেলেছেন। কৃষি দপ্তরের ধূপগুড়ি ব্লক ও জেলা থেকে সরাসরি নজরদারিও চালানো হচ্ছে।

ধর্ষণে ৫ মাসের গর্ভবতী কিশোরী

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : সম্পর্কের ফাঁদে ফেলে এক আদিবাসী কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষণের জেরে এখন সেই কিশোরী গর্ভবতী। ঘটনাটি নিয়ে পরিবারের তরফে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নাবালিকার পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই মূল অভিযুক্ত অজিত গা-ঢাকা দিয়েছে। তার খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য রবিবার মহিলা পুলিশকর্মীরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে খবর, মূল অভিযুক্ত শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।

মেয়েটির বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক ওই নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে, ফুসলিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের পর সে যাতে কারও কাছে মুখ না খোলে সেজন্য তাকে হুমকিও দিয়েছে ওই যুবক।

নিগৃহীতার পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে ওই নাবালিকার পরিচয় হয়। ক্রমে সেই পরিচয় পরিণত হয় ঘনিষ্ঠতায়। মেয়ের মায়ের কথায়, 'মেয়ে ছোট হওয়ায় সবসময়ই ওর জন্য আমার চিন্তা হত। গত কয়েকদিন ধরে লক্ষ করি, মেয়ের শরীর প্রায়ই খারাপ হচ্ছে।' এরপর ওই পরিবার মেয়ের শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করে জানতে পারে, সে পাঁচ মাসের গর্ভবতী। নাবালিকা ওই মেয়ের মায়ের অভিযোগ, 'মেয়ের কাছে পুরো বিষয়টা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জানতে পারি, কিছু মাস আগে অজিত প্রায়ই নানা বাহানায় ওকে দেখা করতে ডাকত। বিভিন্ন কথার জালে ফাঁসিয়ে জোর জবরদস্তি করত।' এমনকি প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণও করেছে বলে অভিযোগ নাবালিকার মায়ের। তিনি আরও বলেন, 'অজিতের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমাকেও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করা হয়। চাপ দেওয়া হয় যাতে পুলিশের কাছে আমরা অভিযোগ না করি।' যদিও যাবতীয় চাপ কাটিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই পরিবার। এরপর থেকেই বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে প্রধাননগর থানার পুলিশ জানিয়েছে।

উলটে গেল লরি

ধূপগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উলটে গেল পেঁয়াজবোঝাই লরি। এই দুর্ঘটনায় একজন জখম হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ির দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে আসার সময় লরিটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। অভিযোগ, সামনে থাকা অপর লরিকে পাশ কাটাতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই লরিটি উলটে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যানজট নিয়ন্ত্রণ করে।

সমারোহ

মালবাজার, ৩ ডিসেম্বর : চিকবড়াইক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সমারোহ রবিবার মাল শহরের উদীচী কমিউনিটি হল লাগোয়া মাঠে হয়েছে। রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক সহ অন্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে সেখানে আলোচনা হয়।

অন্য সংস্করণের খবর

বিএসএফের গুলিতে হত পাচারকারী

হবিবপুর, ৩ ডিসেম্বর : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় এক পাচারকারীর। ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোরে হবিবপুর থানার জাজোইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। হবিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিএসএফ। পুলিশের হাতে তুলে দেয় পাচারকারীর দেহ। ময়নাতদন্তের

মালদা

জন্য দেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাচারকারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পদস্থ কর্তারা।

হবিবপুর থানার আইসি সুবীর কর্মকার বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভবানীপুর এলাকায় বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশের এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বাহিনী সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ওই পাচারকারীর বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্র, যা দেখে বাহিনীর অনুমান মৃত বাংলাদেশের নাগরিক। পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ মৃতের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটে, রবিবার ভোররাতে হবিবপুর থানার জাজোইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৫৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের ভবানীপুর বিওপি সংলগ্ন এলাকায়।

মেলার রাস্তায় বসতে চেয়ে বিক্ষোভ

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাসমেলায় রাস্তার মাঝখানে বসা ব্যবসায়ীদের প্রশাসন উঠিয়ে দেওয়ায় তাঁরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। রবিবার ওই ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা রাসমেলা লাগোয়া জেলখানা মোড় এলাকায় দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। শেষে অবশ্য হকারদের অন্যদিনের মতো এদিনও মেলার রাস্তার মাঝে পসরা নিয়ে বসে ব্যবসা করতে দেখা গিয়েছে। পুরসভা অবশ্য নিজেদের অবস্থানে অটল থাকার কথাই জানিয়েছে। বিজেপি বিধায়ক রঞ্জন দে হকারদের হয়ে রাস্তায় নামেন।

কোচবিহার

আন্দোলনকারী ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'আমাদের বাবা-কাকারা মেলার এই রাস্তায় দোকানদারি করেছেন। আমরাও দীর্ঘদিন ধরে করছি। এখানে এভাবে দোকান করাটা রাসমেলার একটি ঐতিহ্যই হয়ে গিয়েছে। তবে গত দু'বছর যাবৎ আমাদের এখানে ঠিকমতো বসতে দেওয়া হচ্ছে না। পুরসভা এসে প্রতিদিন আমাদের কাছ থেকে কুপন দিয়ে ৩০ টাকা করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আবার উঠিয়ে দিচ্ছে।'

বাঘবনে নরকঙ্কাল

কালচিনি, ৩ ডিসেম্বর : জঙ্গল থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুলিশ ও বনকর্মী মহলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের গুয়ামডাবরি বিটের ৪ নম্বর কম্পার্টমেন্টে বনকর্মীরা রুটিন টহলদারির সময় নরকঙ্কালটি দেখতে পান। কালচিনি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে। কঙ্কালটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের।

পুলিশের অনুমান মাসদুয়েকের

আলিপুরদুয়ার

পুরোনো কঙ্কালটি। বন্যপ্রাণীর হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, কঙ্কালের সঙ্গে জড়ানো কিছু ফুলপ্যান্ট ও শার্ট পাওয়া গিয়েছে। ময়নাতদন্তের পাশাপাশি কঙ্কালটির ফরেন্সিক পরীক্ষাও করানো হতে পরে। পুলিশ নিখোঁজদের তালিকা খতিয়ে দেখে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানিয়েছেন, নরকঙ্কালটি প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেটি কোচবিহার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছাড়া স্ত্রীর দেহ সংকার

অভিযুক্ত স্বামীর জেল হেপাজত

মানিকগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছাড়াই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হল পুষ্পা রায়ের। শনিবার গভীর রাতে হলদিবাড়ি ব্লকের রাঙ্গাপানি মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ওই বধূর দেহের সৎকার করা হয়েছে। অন্যদিকে, নববধূ হত্যার অভিযুক্তকে জেল হেপাজতে পাঠায় জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বিচারক।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় ও প্রেম। এরপর প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসা, বিয়ের বাইশদিনের মাথায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন নববধূ পুষ্পা। শুক্রবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলজোয়াপাড়া এলাকার ঘটনা। এই ঘটনায় বধূর পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুষ্পার স্বামী সঞ্জয় রায়কে। মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃতার বাপের বাড়ি ফাটাপুকুর পাটাগড়া গ্রামে। এদিকে, শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেদিন গভীর রাতে পুষ্পার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে। মৃতার দাদা উৎপল রায়ের আক্ষেপ, 'আমার বোনের মৃতদেহ হাসপাতালে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল বোনের স্বামী সহ পরিজনরা। পুলিশের মাধ্যমে বোনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। বোনের দেহ সৎকারের সময়েও তাদের কারও দেখা মেলেনি। শ্বশুরবাড়ির কেউ না থাকায় হাসপাতাল এবং শ্মশানে সমস্যা হয়েছে।'

হাতির ভয়ে অপরিণত সবজিই ঘরে তুলছেন কৃষকরা

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : হাতির আতঙ্কে ঘুম নেই ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকার পাড়ের বাসিন্দাদের। কারণ, রাত হতেই খাবারের খোঁজে দলবেঁধে গ্রামে হানা দিচ্ছে হাতির দল। এই পরিস্থিতিতে হাতির হানা থেকে ফসল বাঁচাতে অপরিণত সবজিই ঘরে তুলছেন জলঢাকার চাষিরা। রবিবার ভোররাতে জলঢাকা নদী পেরিয়ে হাতির দল চলে আসে ময়নাগুড়ি ব্লকের নাকটানিবাড়ি এবং বক্সিরডাঙ্গা সংলগ্ন এলাকায়। গ্রামে ঘোরাফেরা করে ভোর নাগাদ নদীর অপর প্রান্তের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে হাতির দলটি। হাতির হানা থেকে সবজি ও ফসল রক্ষার তাগিদে অধিকাংশ বাসিন্দাই এখন রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন।

ময়নাগুড়ি ব্লকের ঝাড়ুয়াপাড়া, বক্সিরডাঙ্গা, নাকটানির চর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় শীতকালীন সবজি চাষ হয়েছে। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ। এলাকায় হাতি-গন্ডার প্রায়ই এলেও গত দু'দিন ধরে নতুন করে প্রায় ২০টির বেশি হাতির আনাগোনা শুরু হয়েছে। তাই সবজি পাহারা দিতে অনেকেই রাতপাহারার কাজ করছেন।

বিপাকে চাষিরা

- রাত হতেই খাবারের খোঁজে দলবেঁধে গ্রামে হানা দিচ্ছে হাতির দল
- রবিবার ভোররাতে হাতির দল আসে নাকটানিবাড়ি এবং বক্সিরডাঙ্গা সংলগ্ন এলাকায়
- শুরু হয়েছে ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ
- সবজি পাহারা দিতে অনেকেই রাতপাহারার কাজ করছেন

স্থানীয় বাসিন্দা শোমারু ওরাওঁ জানান, এদিন হাতির হানায় এলাকার কলা বাগান, চা বাগানের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। পরে গ্রামবাসীর চ্যাঁচামেচিতে হাতির দলটি এলাকা ছাড়ে। আরেক বাসিন্দা জয়লাল বাজিগরের কথায়, 'গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এলাকায় হাতির দল ছিল না। নাকটানিবাড়ির কাছে একটি হাতি ঘোরাফেরা করলেও সেটি গ্রামের ভেতরে আসেনি। তবে দু'দিন ধরে এলাকায় হাতির দলের আনাগোনা ফের শুরু হয়েছে। গ্রামজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।'

তাছাড়া এই মুহূর্তে কপির চাষ চলছে। কপিখেতেও খাবারের খোঁজে ঢুকে পড়ছে হাতি। বন দপ্তরের তরফে এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দা দশরথ সরকার। তাঁর বক্তব্য, চাষিদের সবজি ও ফসল রক্ষার তাগিদে বন দপ্তরের সহযোগিতা দরকার।

এ ব্যাপারে রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার প্রদ্যুৎ দে সরকার বলেন, 'একই সময়ে একাধিক জায়গায় হাতি বেরিয়ে আসার ঘটনায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবুও হাতি আসার খবর পাওয়ামাত্রই আমরা হাতিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চালাই।' বন দপ্তরের নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সার্চলাইটের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

এবার হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি

তিন রাজ্যে জিতে হুংকার প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : অপেক্ষা এবার শুধু ২০২৪-এর।

রবিবারের চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের সেমিফাইনাল ম্যাচ জিতে দ্বিগুণ উৎসাহ ও আশা নিয়ে আগামী বছর লোকসভা ভোটে জয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই সেই বার্তা দিয়ে রাখলেন এদিন। চাররাজ্যের ফলপ্রকাশের পর রবিবার সন্ধ্যায় বিজেপির সদরদপ্তরে বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে দলের নেতা-কর্মীদের জয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি বলেন, 'আজ তিনরাজ্যে জয়ের হ্যাটট্রিক ২০২৪ সালে জয়ের হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছে। আজ প্রতিটি গরিব মানুষ, প্রতিটি কৃষক, প্রতিটি বঞ্চিত মানুষ, প্রতিটি আদিবাসী ভাইবোন ভাবছেন, তাঁরা নিজেরা জয়ী হয়েছেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, তিন রাজ্যে জয়ের পর ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি বাকিদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিজেপির থেকেও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্যারিশমা। মোদি মাত্রই যে অপ্রতিরোধ্য, অদম্য, অজেয় সেটা এদিন আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। ২০১৪ থেকে তাঁর বিজয় রথ এগিয়ে চলেছে। তার গতিরুদ্ধ করা আপাতত সর্বভারতীয়স্তরে কার্যত কঠিন হয়ে গিয়েছে। আর এসবের মধ্যে দিয়ে মোদি নিজেকে ক্রমশ বিজেপি তথা দেশের 'সুপ্রিম লিডার'-এ পরিণত করে ফেলছেন।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি অবশ্য মোদির হ্যাটট্রিকের বার্তার পরও সুর নামাতে নারাজ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের জনাদেশ আমরা বিনম্রতার সঙ্গে মেনে নিচ্ছি। বিচারধারার লড়াই জারি থাকবে।' তেলেঙ্গানার জয়ের জন্য রাজ্যবাসী ও দলের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে জয়ের পর দেশজুড়ে বিজেপি নেতা-কর্মীরা অকাল হোলিখেলায় মেতে ওঠেন। বিজেপির সদর দপ্তরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সন্ধ্যায় মোদি সেখানে পা রাখতেই বিজেপি কর্মী , সমর্থকদের বাধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা যায়। মোদি মোদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বিজেপি দপ্তরের প্রাঙ্গন। তিন রাজ্যে সরকার গড়ার আনন্দ বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে মোদি বলেন, 'এদিনের জয় এককথায় ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ভাবনার জয় হয়েছে আজ। বিকশিত ভারতের ডাক জিতে গিয়েছে। সততা ও সুশাসনের জয় হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পের জয় হয়েছে।' এরপরই কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে বিঁধে মোদি বলেন, 'আজকের জনাদেশ প্রমাণ করেছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ জিরো টলারেন্স দেখিয়েছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে দুর্নীতি বিরোধী মানসিকতার জয় হয়েছে।' মোদি বলেন, রবিবারের নির্বাচনি ফল কংগ্রেস ও তাদের ঘমন্ডিয়া (উদ্ধত) জোটের কাছে একটি বড় শিক্ষা। আজকের ফলাফল তাঁদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।' মোদির হুঁশিয়ারি, 'হয় আপনারা নিজেদের রাস্তা বদলে ফেলুন নয়তো মানুষ আপনাদের ছুড়ে ফেলে দেবে।'

চার মূর্তি... তিন রাজ্যে জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন শা, রাজনাথ, নাড্ডাদের। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

পরশু বৈঠক ডাকলেন খাড়গে

কংগ্রেসের ব্যর্থতায় প্রশ্ন ইন্ডিয়া জোটে

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পাঁচে পাঁচ করবেন বলেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে শেষ সেমিফাইনালে সেই দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। রবিবার যে চারটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে মধ্যপ্রদেশে পালাবদল এবং রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। তাদের কাছে একমাত্র স্বস্তির জায়গা তেলেঙ্গানা। সেখানে তারা কেসিআরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সরকার গঠন করতে চলেছে। ভারত জোড়ো যাত্রার সাফল্য ধরে দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় রাজ্য দখল করতে পারলেও উত্তর ভারতের গোবলয়ে কংগ্রেস যেভাবে এবার হারের সম্মুখীন হয়েছে তাতে দেশের প্রধান বিরোধী দলের যোগ্যতা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

এই অবস্থায় তড়িঘড়ি বুধবার ইন্ডিয়া জোটের একটি বৈঠক ডেকেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু তাতেও ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে কোণঠাসা অবস্থা থেকে বেরোতে পারছে না হাতশিবির। বিজেপির বিরুদ্ধে তিন রাজ্যে হারের জন্য তৃণমূল, আপের মতো শরিক দলগুলি সরাসরি কংগ্রেসের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

রবিবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের খোঁচা, 'এই জয় বিজেপির সাফল্য নয়। কংগ্রেসের ব্যর্থতা। দেশে বিজেপিকে হারানোর লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।' কুণাল বলেন, 'তিন রাজ্যে কংগ্রেসের ব্যর্থতা ইন্ডিয়া জোটের নয়। তিন রাজ্যে জোটকে কাজে লাগায়নি কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত ইন্ডিয়া জোটের।' দলের তরুণ নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'এই মুহূর্তে ভারতের মাটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বিজেপিকে বিজেপির ভাষায় লড়াই ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি আর ক'জনের আছে?' অপরদিকে আপের দাবি, তারাই বর্তমানে উত্তর ভারতে সবথেকে বড় বিরোধী দল। দলের মুখপাত্র জ্যাসমিন শা বলেছেন, 'আজকের ফলের পর আপ উত্তর ভারতে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। কারণ, পঞ্জাব ও দিল্লিতে আমাদের সরকার রয়েছে।' আপের এক নেতা বলেন, 'যদি ইন্ডিয়া জোটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে কংগ্রেসকে আসনবণ্টনের প্রশ্নে কিছু আপস করতেই হবে।'

তবে তৃণমূল ও আপ কংগ্রেসকে বিঁধলেও ইন্ডিয়া জোট নিয়ে আশাবাদী এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার। তিনি রবিবার বলেন, 'চার রাজ্যের ভোটের ফল ইন্ডিয়া জোটে কোনও প্রভাব ফেলবে না। আমরা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বুধবার বৈঠকে বসছি। ওই বৈঠকের পরই আমরা এবিষয়ে মন্তব্য করতে সমর্থ হব।' তবে পাওয়ার যতই ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন, তৃণমূল, সপা, আপের মতো দলগুলি তাতে কতটা সায় দেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে খাড়গেকে ইন্ডিয়া জোটের রাশ হাতে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধি, সীতারাম ইয়েচুরি, টিআর বালুরা। কিন্তু তিন রাজ্যে হেরে যাওয়ায় এখন সেই রাশ কতটা কংগ্রেসের হাতে রাখা সম্ভব তা লাখ টাকার প্রশ্ন। যে রাজ্যগুলিতে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই হয়েছে তার মধ্যে হিমাচলপ্রদেশ ও কর্ণাটক ছাড়া আর কোথাও গত একবছরে কোনও সাফল্য জোটেনি হাতশিবিরের। উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে সবেতেই বিজেপির শক্তির সামনে পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস। উলটোদিকে তৃণমূল এবং আপ দুটি দলই বিজেপিকে হারাতে সক্ষম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি বিধানসভা ভোটে। উত্তরপ্রদেশে সপা এখনও বিজেপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অবস্থায় ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের অবস্থান খানিকটা যে নড়বড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কংগ্রেসের দলীয় দপ্তর শুনসান। নয়াদিল্লিতে রবিবার।

আজ থেকে শুরু শীতকালীন অধিবেশন, চাঙ্গা গেরুয়া ফ্রন্ট

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : সোমবার ৪ ডিসেম্বর, দিল্লির নব্যনির্মিত সংসদ ভবনে শুরু হতে চলেছে সপ্তদশ লোকসভার সর্বশেষ শীতকালীন অধিবেশন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষের কাছে। আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে, এই শেষ ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদের মাটিতে পাশ করিয়ে নিতে মরিয় মোদি সরকার। অন্যদিকে, দণ্ড সংহিতা সহ একাধিক সংবেদনশীল বিলে আপত্তি জানানোর পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র'র বিরুদ্ধেও আনা সম্ভাব্য বহিষ্কারের বিরোধিতায় সুর চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সদস্য শরিকি দলগুলি। তবে রবিবারে চার রাজ্যের ভোটগণনার ফলাফলে অনেকটাই স্তিমিত বিরোধী শিবির সেই তুলনায় তিন রাজ্যে গেরুয়া আধিপত্য বিস্তার করে অনেকটা চাঙ্গা বিজেপি। আসন্ন অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিলে কার্যসিদ্ধি করতে বিরোধী সমন্বয়কে যে-কোনো মতেই রেয়াত করবে না সরকারপক্ষ তা নিয়ে কার্যত একমত সমস্ত রাজনৈতিক ও বিশেষজ্ঞ মহল।

সোমবার লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগেই রবিবার প্রকাশ্যে এসেছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় সহ চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যেখানে প্রধান বিরোধী শিবির কংগ্রেসকে ফুৎকারে উড়িয়ে পদ্ম ফুটিয়েছে বিজেপি। হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালে কংগ্রেসকে গুনে গুনে তিন গোল দেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি 'চার্জড আপ' কেন্দ্রীয় শিবির।

শনিবার, শীতকালীন অধিবেশনের অ্যাজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করতে দিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা শীতকালীন অধিবেশনে মোট ১৯টি বিল পেশ হওয়ার কথা যার মধ্যে বিতর্কিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল ২০২৩, ভারতীয় সাক্ষ্য বিল ২০২৩ সহ জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধন) বিল, জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন বিল, আইনজীবী (সংশোধনী) বিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, শর্তাবলী পরিষেবা এবং অফিসের মেয়াদ) বিল, জিএসটি বিল, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি আইনের বিশেষ বিধান (সংশোধন) বিল ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল অন্যতম। এরই পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবে এথিকস কমিটি। 'টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন' অভিযোগের জন্য নিম্নকক্ষ থেকে তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে লোকসভা প্যানেলের রিপোর্টটিও অধিবেশনের প্রথম দিনে হাউসে পেশ করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে তিন রাজ্য জয়ের উন্মাদনা এবং উচ্ছ্বাস। কেন্দ্রীয় শাসক দলের দাপটে ব্যাকফুটে বিরোধী শিবির।

সাসপেন্ড তেলেঙ্গানার ডিজিপি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : আচরণবিধি ভাঙায় রবিবার তেলেঙ্গানা পুলিশের ডিজি অঞ্জনি কুমারকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। এদিন তেলেঙ্গানায় ফলপ্রকাশের ট্রেন্ড দেখে তিনি কংগ্রেস নেতা রেভন্থ রেড্ডির বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার সঞ্জয় জৈন ও নোডাল (এক্সপেন্ডিচার) মহেশ ভাগবত। কমিশন ডিজিপিকে সাসপেন্ড করার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় ও মহেশের কাছে থেকে রেভন্থের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাখ্যা চেয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তেলেঙ্গানার ডিজিপি তাঁর আচরণের মধ্যে দিয়ে একটি ভুল নজির স্থাপন করলেন।

মধ্যপ্রদেশে ধরাশায়ী কমল নাথ

লাডলি বহেনদের রায়ে অটুট শিবরাজ গড়

ভোপাল, ৩ ডিসেম্বর : গণনার শুরুতে যা ছিল 'কাঁটে কি টক্কর', বেলা বাড়তেই সেটা হয়ে গেল 'পদ্মঝড়', 'মোদি- ম্যাজিক'। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির কমলের কাছে ধরাশায়ী হল কমল নাথের কংগ্রেস। ২৩০ আসনের বিধানসভায় একাই ১৬৭টি আসনে জিতে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে বিজেপি। বিরোধী কংগ্রেসের আসন গতবারের চেয়ে কমে ৬২ হয়েছে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের পর আরও একটি বড় রাজ্যে অপ্রতিহত তকমা পেল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের নেতারা যে জন্য একবাক্যে কৃতিত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তবে ভোট বিশেষজ্ঞদের বড় অংশের মতে, মধ্যপ্রদেশে বিজেপির বিপুল প্রত্যাবর্তনের অনুঘটক অন্য কেউ। তিনি বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আদরের 'মামা'।

চলতি মেয়াদের শেষ দিকে তাঁর চালু করা জনমোহিনী প্রকল্পগুলি, বিশেষ করে 'লাডলি বহেন' (আদরের বোন) প্রকল্পটি মহিলা ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ভোটের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে তৈরি এই প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ১,২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করার কথা ঘোষণা করেন শিবরাজ। সেই ঘোষণাই মধ্যপ্রদেশে খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। একাধিক প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল শিবরাজের লাডলি বহেনে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির পর মহিলাদের বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা ভাবছেন। পুরুষদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া লক্ষ করা গেলেও মহিলা মহলে শিবরাজের জনপ্রিয়তা নজর কেড়েছিল। রবিবার ইভিএম গণনা শুরু হতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশে মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ। তাঁরা ঢেলে ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে।

মিতভাষী শিবরাজ অবশ্য জয়ের যাবতীয় কৃতিত্ব মোদিকে দিয়েছেন। শহরাঞ্চল বহু বছর ধরে বিজেপির শক্তঘাঁটি। এবার শহরের সীমা টপকে গ্রামাঞ্চলেও বিজেপির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিলা ভোট না পেলে তা কঠিন ছিল। বাঘেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, ভুপাল, মালোয়া, নিমার সর্বত্র শাসক দলের জয়জয়কার। কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি গোয়ালিয়র-চম্বল ও কমল নাথের খাসতালুক মহাকোশলেও কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়েছে বিজেপি। গতবার এখানে ২৮টি আসনে জিতেছিলেন কংগ্রেস। এবার সেই সংখ্যা কমে ২২ হয়েছে। ১৮ থেকে বেড়ে ২৩-এ পৌঁছেছে বিজেপি।

৪ বারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের কৌশলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি কংগ্রেসের জয়-বীরু জুটি (রাজ্য রাজনীতিতে কমল নাথ ও দিগ্বিজয় সিং-কে ডাকা হয় এই নামে)। কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার কাছে এবারের ভোট ছিল ওজন বোঝানোর লড়াই। ফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে, তাঁর গড় বলে পরিচিত গোয়ালিয়র-চম্বলে ২০টি আসন জিতেছে বিজেপি। গতবার সংখ্যাটা ১৩ ছিল। কয়েক আগেও ছবিটা সম্পূর্ণ অন্য ছিল। রাজ্যে বিজেপির মুখ শিবরাজকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি বিজেপির তরফে। জানুয়ারি থেকে মাটি কামড়ে প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন শিবরাজ। তাই জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, ফগ্গন সিং কুলাস্তে, নরোত্তম মিশ্রর মতো নেতারা ময়দানে নামলেও মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে এগিয়ে সেই মামাই।

হায়দরাবাদেও ভেলকি সুনীল কানুগোলুর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : গোবলয়ের তিনটি রাজ্যে কংগ্রেসের ভিত আলগা হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানাতে কংগ্রেসের জয়জয়কার। জয়ের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হলেন এসকে তথা সুনীল কানুগোলু। তিনি একসময়ে প্রশান্ত কিশোরের আইপ্যাকের সদস্য ছিলেন।

ভোটকৌশলী সুনীল কানুগোলু কেসিআরকে গদিচ্যুত করার জন্য তেলেঙ্গানায় দীর্ঘসময় ধরে কাজ করেছেন। তিনিই প্রথম রাহুল গান্ধিকে বলেছিলেন তেলেঙ্গানায় কেসিআর অপ্রতিরোধ্য নন। তখন দলেরই একাংশ তাঁর ওপর ভরসা করেননি। শুধু কেসিআর-এর দল বিআরএস নয়, বিজেপিও কংগ্রেসের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। সুনীল ধীরে ধীরে তাঁর সমরনীতি সাজিয়েছিলেন। তাঁর হায়দরাবাদের কার্যালয়েও পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল। বহু জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। এমনকি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেও পাঠানো হয়েছিল।

রবিবার ভোটের ফলের শুরু থেকেই কংগ্রেস এগিয়ে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে কংগ্রেসের জয়ের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায়। কানুগোলুর টিমের এক সদস্য জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানায় তাঁদের ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা করে সেই অনুযায়ী কাজ করেছেন। সুনীল সপ্তাহে একদিনও ছুটি নিতেন না।

কর্ণাটকের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সুনীল চেন্নাইয়ে বড় হয়েছেন। পড়াশোনার জন্য কিছু সময় বিদেশেও ছিলেন। একসময়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসে আসার পর সুনীল কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানার নির্বাচনের জন্য কাজ শুরু করেন। কর্ণাটকে তাঁর সাফল্য ছিল নজরকাড়া। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার নেপথ্যেও সুনীল কানুগোলুর অবদান আছে বলে শোনা গিয়েছে।

তেলেঙ্গানায় প্রথমবার ক্ষমতায় কংগ্রেস

আঞ্চলিকতার তকমা ঝাড়ার চেষ্টাই কাল হল কেসিআরের

হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : অবিজেপি শাসনে থাকা সব রাজ্যেই যেন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড়। সেই হাওয়ায় পাল তুলে জয়পুর ও রায়পুরের ঘাটে নৌকা ভেড়াল বিজেপি। আবার ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সার্বিক ক্ষোভই কংগ্রেসকে হায়দরাবাদের মসনদে আসীন করল। স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর প্রথমবার তেলেঙ্গানায় শাসক দলের মর্যাদা পেতে চলেছে কংগ্রেস। অবসান ঘটল একদশকের কেসিআর-রাজের।

১১৯ আসনের বিধানসভায় কংগ্রেস একাই পেয়েছে ৬৪টি আসন। কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) জিতেছে মাত্র ৩৯টি কেন্দ্রে। তৃতীয় শক্তি হিসাবে উঠে আসা বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ৮টি আসন। বড় ধাক্কা খেয়েছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির এআইএমআইএম (মিম)। বিধানসভায় তাদের সদস্য সংখ্যা ৬। একটি আসনে জয়ী নির্দল। মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডি। তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয়ের নেপথ্য কারিগরের তকমা পাচ্ছেন রেড্ডি। রবিবার সকালে ভোটগণনা শুরু হতেই বিআরএসকে টেক্কা দিয়ে অধিকাংশ কেন্দ্রে এগোতে শুরু করেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। দিনভর সেই প্রবণতা বজায় ছিল।

দুপুরের পরেই স্পষ্ট হয়ে যায় ক্ষমতা থেকে সরতে চলেছে বিআরএস। হায়দরাবাদে দলের প্রাসাদোপম পার্টি অফিস কার্যত জনমানবশূন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে কংগ্রেসের মলিন সদরদপ্তরে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগের পর শেষ কবে এই দপ্তর এভাবে জনঅরণ্যে পরিণত হয়েছে তা মনে করতে পারছেন দলের কট্টর সমর্থকরা। কংগ্রেসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর। যদিও দিনকয়েক আগেও ছবিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, রেবন্ত রেড্ডিদের সভায় ভিড় চোখ টানলেও ভোট করাতে সিদ্ধহস্ত বিআরএসের সংগঠন শেষপর্যন্ত কেসিআরকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসাবে বলে মনে করেছিলেন সিংহভাগ ভোট বিশেষজ্ঞ।

ভোটগ্রহণের পর হওয়া অধিকাংশ জনমত সমীক্ষায় তেলেঙ্গানায় পালাবদলের ইঙ্গিত মেলে। এদিন সেই ইঙ্গিতই বাস্তবে পরিণত হল। নিজের গড়ে কেসিআরের পতনের জন্য একাধিক কারণকে দায়ী করা হচ্ছে। তেলেঙ্গানায় পরিকাঠামো উন্নয়ন, সেচব্যবস্থার সংস্কার, কৃষকদের আর্থিক অনুদান, বিনামূল্যে বিদ্যুতের মতো প্রকল্পের রূপকার বিআরএস সরকার। তবে শাসক দলের বিধায়কদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের ধারাবাহিক অভিযোগ মানুষের মধ্যে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বহু বিধায়ককে এবারও প্রার্থী করেছিলেন কেসিআর। আশা করেছিলেন, তাঁর জনমোহিনী প্রকল্পগুলি দুর্নীতির অভিযোগকে চাপা দিতে পারবে। সেই কৌশল খাটেনি। কংগ্রেসের ভোটকৌশলী সুনীল কানুনগোর পরামর্শে টিম রেড্ডি মাঠ-ময়দান থেকে সামাজিকমাধ্যম সর্বত্র কেসিআর জমানায় ঘটা দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে প্রচার চালিয়েছে। তেলেঙ্গানায় ঘুরে ঘুরে নিয়ম করে দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলেছেন রাহুল গান্ধি। পাশাপাশি অনুদান-প্রতিশ্রুতিতেও বিআরএসকে ছাপিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। কৃষক, শ্রমিক, বেকার যুবক, মহিলাদের কেসিআরের চেয়েও বেশি আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। ভোটের বাক্সে যার প্রভাব পড়েছে। বিআরএসের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা হচ্ছে আঞ্চলিকতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। দীর্ঘদিন ধরে স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার দাবিতে আন্দোলন করা কেসিআর আঞ্চলিক দলের তকমা মুছতে দলের নাম টিআরএস (তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রসমিতি) থেকে বিআরএস করেন। কিন্তু নিজের বিধানসভায় পরাজিত হল।

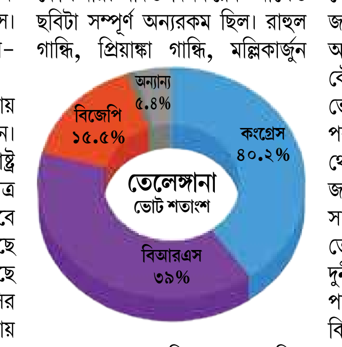

SSR2024
২৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
ভারতের নির্বাচন কমিশন

আপনি কি 'দেশ কা ফর্ম' পূরণ করেছেন?

ভোটার হন অথবা ভোটার তালিকায় বিস্তারিত তথ্য আপডেট করুন

আরও তথ্য জানতে ৮৯২৯৪৪১৯৫০ এই নম্বরে মিসড কল দিন

অনুসরণ করুন
/ecisveep /eci
/ECIVoterEducation
/Election Commission of India

voters.eci.gov.in -এ লগ অন করুন | আবেদন করুন ভোটার সহায়তাকেন্দ্র অথবা BLO-র মাধ্যমে | ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ ডাউনলোড করুন

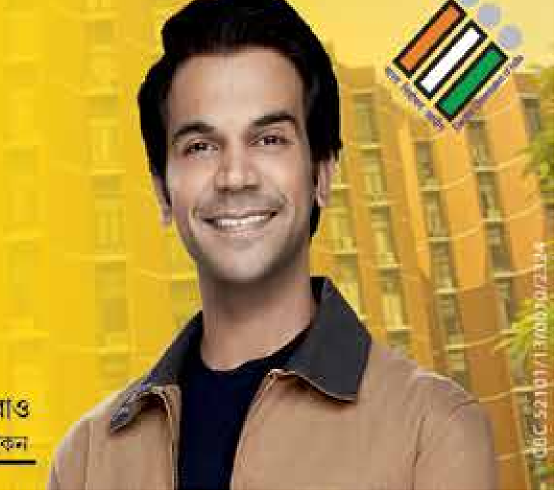

শ্রী রাজকুমার রাও
ইসিআই-এর জাতীয় আইকন

২০১৭ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা শশী কাপুর।

কিংবদন্তি ক্রিকেটার বব উইলিসের জীবনাবসান ২০১৯ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সোমবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৫ সংখ্যা

অবিমৃশ্যকারী কংগ্রেস

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পরবর্তী বিভিন্ন সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছিল, মধ্যপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত। হিন্দি বলয়ের অন্য দুটি রাজ্য রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস-বিজেপির লড়াই সমানে সমানে হওয়ার আভাসও ছিল। বাস্তবে হিন্দি বলয়ের তিনটি রাজ্যেই বিজেপি অপ্রতিহত হয়ে বিপক্ষকে সম্পূর্ণ পরাভূত করল। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের দখলে এল। এই নির্বাচনি ফলাফল ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল নানা কারণে।

প্রথমত, এই জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিকে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে অপ্রতিহতভাবে এগোতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, হিন্দি বলয়ে কংগ্রেসের পরাজয়ের গভীর প্রভাব পড়বে জাতীয় রাজনীতিতে এবং বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যতের সামনেও প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাবে। যদিও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে দাবি করছেন, লোকসভা নির্বাচনে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের এই ফলাফলের কোনও প্রভাব পড়বে না।

এই মন্তব্য কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের আশাবাদী করতে পারবে কি না, তা নিয়ে নিঃসন্দেহে সংশয় আছে। এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশে এমন আবহ সৃষ্টি হয়েছিল যাতে সাধারণ মানুষের মনে এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, কংগ্রেস তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ বিজেপির মোকাবিলায় পুরোপুরি প্রস্তুত। অথচ নির্বাচনি ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এই মুহূর্তে বিজেপির সঙ্গে দ্বৈরথে যাওয়ার অবস্থায় কংগ্রেস নেই।

নির্বাচনি এই ফলাফলে বিজেপির জয়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে কংগ্রেসের অবিমৃশ্যকারিতা। জাতীয় রাজনীতিতে সমস্ত বিরোধী পক্ষকে বিজেপির কোণঠাসা করে ফেলা মোটেও গণতন্ত্রের পক্ষে স্বস্তিকর নয়। এই সারসত্য কংগ্রেস বুঝেছে। সেজন্যই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিরোধীদের নিয়ে মঞ্চ গড়তে উদ্যোগী হলে কংগ্রেস তাতে শামিল হয়েছিল। বিরোধীদের অবস্থানে বিজেপি তখন যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেলেও বিরোধীরা সংগঠন পোক্ত করতে পারল না।

রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার পর দলের অনুকূলে হাওয়া বইতে শুরু করার পর কংগ্রেসের নতুন সমস্যা বাড়ে। ওই যাত্রার পর কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিপুল জয়লাভের পর কংগ্রেস অন্য রাজ্যগুলিতে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগতে থাকে। অথচ কর্ণাটকে জয়লাভের কারণ মূলত ছিল কংগ্রেসের মজবুত সংগঠন এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে ওই রাজ্যে কংগ্রেসের সংগঠন শক্ত হাতে ধরেছিলেন ডিকে শিবকুমার। তার ফল পেয়েছিল কংগ্রেস।

রাজস্থান, ছত্তিশগড় বা মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠন বিজেপির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। ওই দুই রাজ্যে সরকার বিরোধিতার হাওয়াও কংগ্রেসের অজানা থেকে গিয়েছিল। অথচ নির্বাচন যত এগিয়েছে, তত কংগ্রেস আত্মপ্রত্যয়ী হয়েছে। শিবরাজ সিং চৌহান প্রায় দু'দশক মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলেছেন। তাঁর একাধিক জনমুখী প্রকল্প সাধারণ মানুষের মন জয় করেছে, জনপ্রিয় হয়েছে মহিলাদের জন্য 'লাডলি বহেন' প্রকল্প।

তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কন্যাপূজা করে মহিলাদের মন জয় করেছেন। জনমুখী প্রকল্প এবং মহিলাদের মধ্যে এই জনপ্রিয়তার ভরসায় কংগ্রেস ভোটে নেমেছিল। সঙ্গে হিন্দুত্বের তাস তো ছিলই। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু শিবরাজ সিংয়ের পাশাপাশি দলের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রীকে মধ্যপ্রদেশে ভোটের দায়িত্বে পাঠিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে প্রাকনির্বাচনি পর্বে অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দলও লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল বিজেপি।

বিপরীতে কংগ্রেস শুধু কমল নাথের হাতে রাজ্যের সংগঠন ও ভোট ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁর অনুগামীরাই অধিকাংশ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। তাতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ডালপালা মেলেছে। রাজস্থানেও শচীন পাইলটের সঙ্গে অশোক গেহলটের দ্বৈরথ কংগ্রেসকে অনেক দুর্বল করেছে। সরকার বিরোধিতার হাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কংগ্রেসের অহমিকা। সুতরাং, গোবলয়ে বিজেপির এই বিপুল জয়ের জন্য কংগ্রেসের অপরিণামদর্শিতাও একটি প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। চিরাচরিত সংস্কার দিয়ে কোনও কিছুকে বিচার করার প্রবণতা সবসময় মানুষকে ঠকিয়ে দেয়। তবুও মানুষ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

– ভগবান

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৬

পাশাপাশি : ১। তেষ্টা পেয়েছে ৪। প্রথম বিক্রি ৫। মেয়েদের বস্ত্রের কোমরের গিঁট ৭। জলের মতো ৮। অসুস্থ ব্যক্তি ৯। আসবাবপত্র ১১। খড়ের স্তূপ ১৩। লাউয়ের অন্য নাম ১৪। মোটা ও গোল ১৫। দাঁতের পাটি।

উপর-নীচ : ১। কাঁচা মাংস ২। গান্ধারীর বাবা ৩। এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি ৬। থেমে যাওয়া ৯। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন ১০। বাদশাহি আসন ১১। তরল ধাতু ১২। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৩৬৯৫

পাশাপাশি : ১। চমচম ৩। বাবলা ৫। বৎসাদন ৭। পতঙ্গ ৯। প্রতিভূ ১১। মনমেজাজ ১৪। কন্দর ১৫। তানপুরা।

উপর-নীচ : ১। চন্দ্রাতপ ২। মনিব ৩। বাতাসা ৪। লালন ৬। দম্পতি ৮। তঞ্চন ১০। ভূমিহারা ১১। মণ্ডূক ১২। মেজর ১৩। জনতা।

অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার ডায়ারি

মনের জোরেই জেতা যায় সব লড়াই

মানিক তালুকদার

ফেজ গির গয়া চিৎকার

১১ নভেম্বর, শনিবার রাত ৮টা নাগাদ আমরা ৪১ জন টানেলের ভিতরে কাজে ঢুকলাম। পরদিন দীপাবলির ছুটি। তাই সকলেই মনের আনন্দে হাত চালিয়ে কাজ করছিলাম। তখন ভোর হতে বোধহয় খুব বেশি দেরি নেই। আমি সুড়ঙ্গের শুরুর অংশ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে ছিলাম। ঝাড়খণ্ড নিবাসী আমাদের দুই সহকর্মী পড়িমরি করে ছুটে এসে বললেন, 'মানিকদা, মানিকদা জলদি উঠো, ফেজ গির গয়া।'

উত্তেজনার বশে প্রথমে ভুল বার্তা

তাঁদের ভয়ার্ত কথায় বুঝলাম, টানেলের ভিতরে কোনও অংশ ধসে পড়েছে। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকিটকির মাধ্যমে বাইরে সেই বার্তা পৌঁছে দিলাম। কিন্তু উত্তেজনার বশে আমিও বুঝতে পারিনি ধসটা ঠিক কোথায়। ফলে বাইরেও সঠিক তথ্য পৌঁছাল না।

পরে বুঝলাম ১৮০ ও ২১০ নম্বর ফেজে ধস নেমেছে। কিন্তু এর কিছু পরেই ওয়াকিটকির মাধ্যমে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন আমরা একেবারে নিরুপায়। টানেল থেকে জীবন নিয়ে বেরোতে পারব কি না মাথায় এল সেই চিন্তা। কিন্তু দীর্ঘদিন টানেলে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম, এখন একেবারেই ভেঙে পড়ার সময় নয়। নিজেদের শক্ত রাখা প্রয়োজন। তাই টানেলের ভিতরে শর্টসার্কিট এড়াতে দ্রুততার সঙ্গে মেইন সুইচের কেবল খুলে দিলাম।

সংকেত ও শুকনো বাদামের খোসা

ভিতর থেকে আমাদের কিছুই করার নেই। তাই তখন আমরা সকলেই বাইরের ওপর নির্ভরশীল। সেই কঠিন সময়ে আমরা একমনে আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করেছি। প্রিয় সব মানুষের মুখ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। টানেলের ভিতরে জলের কিছু জার থাকলেও কোনও খাবার ছিল না। তাই খিদের চোটে অনেকেই সেখানে পড়ে থাকা কলার খোসা, বাদামের খোসা ধুয়ে খাচ্ছিল। জীবনে যে এ দৃশ্যও দেখতে হবে ভাবনায় আসেনি কোনও দিন।

এভাবেই অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাইরে থেকে অক্সিজেন সরবরাহ না হওয়ায় উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে আমাদের। তখন আমরা সংকেত দেওয়ার জন্য পাম্প চালিয়ে বাইরের জলের পাইপ খুলে দিলাম। কিন্তু ওই পাইপ আগে থেকে বেঁকে যাওয়ার কারণেই বাইরে থেকে চেষ্টা করেও অক্সিজেন পাঠাতে পারছিল না। অবশেষে প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর চার ইঞ্চি জলের পাইপ দিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ শুরু হলে সকলে বাঁচার আশা ফিরে পাই।

আমাদের নিরাপদে উদ্ধারের ব্যাপারে পাইপের মাধ্যমেই জোরালো আশ্বাস দিলেন প্রশাসন ও সংস্থার আধিকারিকরা। এছাড়াও জলের পাইপ দিয়েই মুড়ি, বাদাম, কিশমিশ, ছোলা ইত্যাদি শুকনো খাবার পাঠানো শুরু হল।

পাইপলাইনে খবর এল উদ্ধারকাজ শুরু

পরদিন পাইপলাইনে খবর পেলাম উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। এদিকে সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই তখন কার্যত বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় আমি সহ সিনিয়ার আরও কয়েকজন সকলকে ভরসা জোগালাম। বাইরে থেকে উদ্ধারকাজ না এগোলে প্রয়োজনে আমরা ভিতর থেকেই বেরোনোর চেষ্টা করব। নিজেদের জীবন রক্ষায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াইয়ের সংকল্প নিই সকলে।

দিন যখন গুলিয়ে যায় মোবাইলের অভাবে

ইতিমধ্যে চার্জ ফুরোনোয় আমাদের সঙ্গে থাকা মোবাইলগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সময়, তারিখের হিসেব গুলিয়ে যায় সকলের। এর মধ্যেই বাইরের দিকে পাইপের মাথায় মোবাইল রেখে আমাদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ করিয়ে দেন উদ্ধারকারীরা। আমি বাড়িতে ভাইপো বিনয়কে গোটা ঘটনা জানাই। একইসঙ্গে তাকে বলি, আমার আটকে থাকার খবর স্ত্রী সোমা ও ছেলে মণিকে কোনওভাবেই না জানাতে। ওই খবর পেলে বাড়িতে যে সকলেই ভেঙে পড়বে তা ভালোই জানতাম। তাছাড়াও স্ত্রী আগে থেকেই অসুস্থ।

বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য তখন অন্তহীন অপেক্ষা ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছুই নেই। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাইরে থেকে যে শুকনো খাবার পাঠাত বাতাসের চাপে তার বেশিরভাগ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। আমরা সেগুলি খেতাম ও অজানা ভবিষ্যতের জন্য কিছু তুলেও রাখতাম। শরীর সুস্থ রাখতে শুকনো খাবারের সঙ্গে আমাদের দেওয়া হত ওষুধ। চিকিৎসকেরা নিয়মিত আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন।

নেতাদের ভাষণ নকল করে সময় কাটানো

আমরা টানেলের ভিতরে হাঁটাচলা, শরীরচর্চা করতাম। মলমূত্র ত্যাগ করতাম অনেকটা দূরে গিয়ে। আমরা জানতাম খোলা জায়গায় মল, মূত্র ত্যাগ করার ফলে সেখান থেকে রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। তাই সবাই প্রতিবার মল, মূত্র ত্যাগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতাম।

এমনিতে নিয়মিত স্নানের অভ্যাস থাকলেও ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে টানেলে স্নান করিনি কেউই। মন ভালো রাখতে কাগজ ছিঁড়ে চোরপুলিশ, মাটিতে দাগ কেটে ঘুঁটি খেলা চলত নিজেদের মধ্যে। সময় কাটানোর জন্য আমরা কাগজে তাস বানিয়েও তা দিয়ে খেলতাম। আমাদের মধ্যে কয়েকজন গান করতেন, কেউ আবার মজা করে নেতাদের ভাষণ নকল করতেন।

তবে টানা শুকনো খাবার খেয়ে শরীর দুর্বল হতে শুরু করে আমাদের।

অবশেষে ৬ ইঞ্চি পাইপ বসিয়ে তার মাধ্যমে কাচের বোতলে করে গরম খিচুড়ি, ভেজ পোলাও, মটর পনির, রুটি ইত্যাদি খাবার পাঠানো শুরু হয়। আমাদের কাছে পৌঁছায় মোবাইলের চার্জার, লুডো। অনেকেরই খইনি, গুটখার নেশা ছিল। তাই বাইরে থেকে তাঁদের আবদারে সেগুলিও এসে পৌঁছায়। আমরা কেমন আছি, তা জানতে ক্যামেরা পাঠিয়ে আমাদের ভিডিও করেন উদ্ধারকারীরা।

চিন্তা কমল জল, অক্সিজেন, খাবার পেয়ে

জল, অক্সিজেন, খাবার সবকিছু পাওয়ায় আমাদের সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। বুঝলাম, এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যাব। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় টানেলের ভিতর থেকেই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম। বাইরে অপেক্ষারত আত্মীয়দের সঙ্গেও কথাবার্তা চলতে লাগল নিয়মিত। আমরা ভালো আছি বলে তাঁদের বরাবর ভরসা জোগাতাম।

মৃত্যুভয়ে ভীত হলে চলবে না

অন্ধকার সুড়ঙ্গে বন্দি থেকে আমি বুঝেছি জীবনে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনের জোর বজায় রাখাই সবকিছু। মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লে কোনও লড়াই জেতা যায় না। পৃথিবীতে যখন এসেছি, একদিন মৃত্যু হবেই। তাই সবসময় মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে থাকলে চলবে না। কী করে সমস্ত বাধা এড়ানো যায়, তাতেই গুরুত্ব দিতে হবে।

এদিকে আমেরিকা থেকে আনা অগার মেশিনের সাহায্যে খনন করে আমাদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে, বাইরে থেকে আসা এই বার্তায় সকলেই ভীষণ খুশি। কিন্তু কয়েকদিন বাদে তাল কাটল। খবর পেলাম, ওই মেশিন একেবারে বিকল হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের উদ্ধার হতে বড়দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

নিজেদের যতই শক্ত রাখতে চাই না কেন, এই খবরে প্রচণ্ড হতাশ হলাম সবাই। কিন্তু ধৈর্য হারালাম না। বাইরের সব মানুষ আমাদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য এত চেষ্টা করছেন, এটা ভেবেই সকলে নিজেদের শক্ত রাখতাম। আমরা হাল ছেড়ে দিলে যে তাঁদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এর মধ্যেই নতুন করে আমাদের কাছে খবর এল, আর মেশিন নয়। এবার টানেল খনন এগোবে শাবল, গাঁইতি দিয়ে। তবে এই পদ্ধতিও যদি বিফল হয় সেক্ষেত্রে আরও বিকল্প পদ্ধতির কথাও জানিয়ে রাখলেন উদ্ধারকারীরা।

স্ট্রেচারে বেরিয়ে আসতে চায়নি কেউ

সমস্ত অপেক্ষার অবসানে অবশেষে ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় এল সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে আমাদের কাছে পৌঁছালেন উদ্ধারকারীরা। যা আমাদের জীবনের সেরা মুহূর্ত। অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় ফিরতে চলেছি, এই আনন্দে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। সকলের চোখেই তখন জল। উদ্ধারকারীরা স্ট্রেচারে করে আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসার কথা বললেন। কিন্তু তা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ফলে কয়েকজনের পর আমরা পাইপের ভিতর হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে এলাম।

বাইরে তখন আমাদের বরণ করে নিতে কত মানুষের ভিড়। ভাইপো বিনয় ও ভায়রাভাই গৌতম কাছে এসেই জড়িয়ে ধরল আমায়। ওদের ফোনেই বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। সবাই ভালো আছে জেনে শান্তি পেলাম। এরপর প্রশাসন চিনিয়ালিসৌর হাসপাতালে নিয়ে যায় আমাদের। সেখানে একদফা স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় আমাদের। পরদিন ফের ঋষিকেশে এইমসে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে অবশেষে শুক্রবার রওনা হলাম বাড়ির পথে।

বাড়িতে ফিরে যেভাবে সকলের ভালোবাসা পেয়েছি তা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। আজীবন এর মর্যাদা রাখব আমি।

অনুলিখন ঃ তুষার দেব

সামনে পড়ে রয়েছে খাবার। যা মানিকদের জন্য পাঠানো হয়েছিল ওপার থেকে। উত্তরকাশীতে টানেলের ভেতরের ছবি।

বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের দিবস, খায় না মাথায় দেয়!

পার্থপ্রতিম পান

যাঁদের চার হাত-পা সচল, আর যাঁরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, তাঁরা যখন কোনও সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত শিশুকে দেখেন, খুব জোর ভাবেন, আহা রে, বাবা-মায়ের কত কষ্ট। আর এরকম শিশুর বাবা-মায়েরা অনেকে কারও বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি পান অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পরে। যাতে এরকম শিশু নিয়ে ওই বাবা-মায়েরা অনুষ্ঠানের আনন্দ-উৎসবে কোনও অস্বস্তিকর পরিবেশ না তৈরি করতে পারেন।

কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, পৃথিবীতে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ১৩০ কোটি। মানবজাতির ১৬ শতাংশই হয় শারীরিক বা বুদ্ধিগতভাবে কমজোরি। এঁদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতার অভাব যথেষ্ট, অথচ আমরা কেউ বলতে পারব না, আমাদের বাড়ির পরের শিশুটি সেরিব্রাল পলসি, অটিজম, হিমোফিলিয়া বা থ্যালাসিমিয়া নিয়ে জন্মাবে না। কোভিড পরবর্তী সময়ে স্ট্রোক বাড়ছে, রাস্তাঘাটে প্রতিদিন বাড়ছে দুর্ঘটনা, যার ফলে হাত-পা ভাঙা, এমনকি স্পাইনাল কর্ডে চোট, এবং তার ফলে সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস আকছার হচ্ছে। কেউ অচল হচ্ছেন নানারকম বাতে, কেউ নানারকম স্নায়ুর অসুখে। আমরা কি নিশ্চিত আমার, আপনার ক্ষেত্রে এরকম কিছুই ঘটবে না? অতটা নিশ্চিত না হলে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো আশু প্রয়োজন।

নামে মাহাত্ম্য বেড়েছে। আগে যাঁদের পঙ্গু বলা হত তাঁদের নতুন নাম দিব্যাঙ্গ। ১৯৯৫ এবং ২০০৭ সালের আইন পালটে ২০১৬ সালে ভারতে এসেছে তাঁদের জন্য নতুন আইন। আইনে সুযোগের সাম্য, তাঁদের প্রতি কেউ অমর্যাদা করলে আইনি ব্যবস্থার রাস্তা- এমন অনেক ভালো ভালো কথা আছে। কিন্তু বয়স্ক বা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষরা যাতে রাস্তাঘাটে ভালোভাবে চলতে পারেন তার ব্যবস্থা কি হয়েছে? কোনও ফুটপাথ বা গলি-রাস্তা কি হুইলচেয়ারে চলার উপযুক্ত? সরকারি অফিস বা ব্যাংকে সিঁড়ির পাশে লিফটের ব্যবস্থা আছে? রাস্তায় তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট টয়লেট আছে? শিলিগুড়ির একমাত্র উপযুক্ত মানের মঞ্চ দীনবন্ধু মঞ্চ। সেখানে কোনও লিফট নেই। মানে বিশেষভাবে সক্ষম এবং বয়স্কদের ভালো গান, সিনেমা, নাটক বা আবৃত্তি উপভোগের অধিকার নেই।

তার মানে দাঁড়ায়, কর্তাদের মুখের কথা, আইনের কথা আর কাজের মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাক। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০ সালে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ভেঙে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন তৈরি করে। শুরু থেকেই কমিশন অনেক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে কমিশন সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি তারা তিনটি বিষয় এমবিবিএস পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিয়েছে – রেস্পিরেটোরি মেডিসিন, ইমার্জেন্সি মেডিসিন এবং ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন। এই সিদ্ধান্ত হঠকারী, বিজ্ঞান ও মানবতা বিরোধী এবং নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক।

রবিবারই ঘটা করে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের নিয়ে আন্তর্জাতিক দিবস পালন হল। কিন্তু তাঁদের প্রতি সুস্থ সক্ষম মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে, চিকিৎসার পাঠ্যক্রমে ওঁদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিলে, সব আইন, সব উৎসব, সব দিবস-পালন অশ্বডিম্ব প্রসব করবে।

(লেখক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ফিজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের প্রধান)

বিন্দু বিসর্গ

আলোচিত

এই জয় জনতা জনার্দনের। চেষ্টা হয়েছিল দেশকে জাত দিয়ে ভাগ করার। আমার কাছে চারটি জাতই গুরুত্বপূর্ণ-নারী শক্তি, যুব শক্তি, কিষান আর গরিব পরিবার। 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' ধারণারই জয় হল ভোটে। এই জয় সততা ও আত্মনির্ভরতার।

–নরেন্দ্র মোদি

আজ

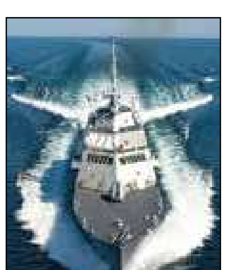

আজ ভারতীয় নৌবাহিনী দিবস। তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সাফল্য ও দেশের সুরক্ষার জন্য যে নৌসেনারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের স্মরণে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

ভাইরাল

চলন্ত ট্রেনে বিয়ে! ঝাড়খণ্ডগামী ট্রেনে যুবক-যুবতীর বিয়ের ভিডিও ভাইরাল। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে এক যুবক সিঁদুর দিয়ে, মালাবদল করে ও মঙ্গলসূত্র পরিয়ে যুবতীকে বিবাহ করলেন। উপস্থিত যাত্রীরা তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছেন। স্বামীকে প্রণামও করেন যুবতী। যুগলের কীর্তিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের।

জনমত

ডাক পরিষেবা বলে কিছু নেই

চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারটা অনেকটা সেকেলে হলেও এর প্রয়োজন এখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সরকারি এবং অসরকারি কাগজপত্র আমরা এখনও ডাক অফিসের মাধ্যমে দেওয়া-নেওয়া করে থাকি। যদিও শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে গ্রামীণ ও ব্লক সদর ডাক অফিসগুলি থেকে এই পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া দুষ্কর হয়ে পরে সময়ে সময়ে। শহরাঞ্চলের মতো তো সব জায়গায় জরুরিকালীন কুরিয়ার সার্ভিস সেন্টার পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তাই সেই সব জায়গায় স্পিডপোস্টই মানুষের শেষ ভরসা।

অথচ স্পিডপোস্ট তো দূরের কথা, দীর্ঘদিন ধরে শীতলকুচি ব্লক সদর পোস্ট অফিস থেকে নর্মাল পোস্ট করে কাগজপত্র পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুধু শীতলকুচিই নয়, এই সমস্যা অনেক জায়গারই। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, দ্রুত এই পরিষেবা ঠিকমতো চালু করার ব্যবস্থা করা হোক।

বিধান বর্মন, শীতলকুচি।

কঠিন অঙ্ক নয়, নীতিশিক্ষার পাঠ জরুরি

বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করার খবর প্রায়শই সংবাদপত্রে দেখতে পাই। এই ধরনের খবর দেখতে অবশ্যই কারও ভালো লাগার কথা নয়, তবু দেখতে হয়। সত্য ঘটনা তুলে ধরাই সংবাদপত্রের কাজ। সমাজকে সচেতন করার দায়িত্ব সংবাদপত্রের না থাকলেও তারা কিন্তু নিরলসভাবে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছে। এই স্বার্থপর সমাজের মানুষ কতটা নেবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার।

প্রধানত আর্থিক কারণেই ছেলে-ছেলের বৌ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের উপর জঘন্য অত্যাচার করেন বলে আমার ধারণা। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে এই ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। আমাদের পাঠ্যসূচিতে কঠিন কঠিন অঙ্ক শেখানো হয়। বাস্তব জীবনে যা কোনও কাজে লাগে না। অথচ নীতিশিক্ষার পাঠ্য সেইভাবে তৈরি করা হয় না যা সমাজজীবনের খুবই প্রয়োগযোগ্য।

যাদের একটি মাত্র সন্তান তাদের সমস্যা একরকম। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান চাকরি সূত্রে বিদেশে থাকায় বাবা-মাকে তাঁদের কাছে রাখা সম্ভব হয় না। তাই বৃদ্ধ বয়সে একাকিত্বের জীবন কাটাতে হয়। কখনো-কখনো তাঁদের অপঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আর যাঁদের একাধিক সন্তান তাঁদের সমস্যা অন্য রকম। কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না- তাঁদের অবস্থা সেই রকম। কে দায়িত্ব নেবে সেই নিয়ে চলে দড়ি টানাটানি। প্রধান কথা, বৃদ্ধ বয়সে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা দুর্বিষহ।

মানুষের মধ্যে সচেতনতা না বাড়লে এই ধরনের সামাজিক অবক্ষয়ের দৃশ্য আমাদের দেখতেই হবে। এখন অবশ্য বৃদ্ধ নাগরিকদের পক্ষে আইন রয়েছে, কিন্তু শুধু আইন-আদালতের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, চাই সচেতনতার পাঠ্য।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন বাংলায়, ভালো ইঙ্গিত

প্রায়ই অনেককে বলতে শোনা যায় বাংলামাধ্যমের স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। কারণ, বাংলা পড়ে সেরকম কাজকর্ম পাওয়া যাবে না। তার ওপর বেশিরভাগ পরীক্ষাই বাংলাতে দেওয়া যায় না। কথাটা হয়তো কিছুটা ঠিক। বাংলাকে যদি কাজের ভাষা না করা যায়, যদি রাজ্য বা কেন্দ্রের চাকরির পরীক্ষা বাংলাতে না দেওয়া যায় তাহলে বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে।

কিন্তু অনেকেই জানেন না, বর্তমানে অনেক সরকারি চাকরির পরীক্ষা বাংলাতে দেওয়া যায়। যেমন ২০০৯ সাল থেকে রেলওয়ে বোর্ডের পরীক্ষা অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও হচ্ছে। গত বছর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্লারিকাল ক্যাডারের পরীক্ষাও বাংলা ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে। আগামী বছর জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আধাসামরিক বাহিনীর পরীক্ষা ইংরেজি ও হিন্দির সঙ্গে বাংলাতেও দেওয়া যাবে। তবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এবং গ্র্যাজুয়েট লেভেলের পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে না।

যাইহোক, বাংলামাধ্যমের চাকরিপ্রার্থীদের জানতে হবে অনেক পরীক্ষা এখন বাংলাতেও দেওয়া যাচ্ছে আর রাজ্য সরকারের সব পরীক্ষার প্রশ্নই বাংলাতে হয়। কাজেই বেশি করে বাংলাকে কাজের ভাষা করলে বাংলার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এছাড়া বাংলা সংবাদপত্র এবং বাংলা সাহিত্য নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের পড়া উচিত, তাহলে মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা অনেকটাই দূর হবে।

আশিষ ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

মাইকের আওয়াজে বিপন্ন প্রাণীরা

এখন গ্রাম-শহর নির্বিশেষে পাড়ায় পাড়ায় নামকীর্তন, জলসা চলছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে উচ্চগ্রামে মাইকের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তার প্রভাব যে বিশেষ করে মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পড়ছে তার কি কোনও ধারণা আয়োজকদের রয়েছে?

উচ্চগ্রামে মাইকের আওয়াজের ফলে বিশেষ করে অসুস্থ মানুষ এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কী অবস্থা হয়, তা যাঁর বাড়িতে এরকম সদস্য আছেন তাঁরা খুব ভালো করে জানেন। তাতে অন্যদের কী? তাঁরা তো ডোন্ট কেয়ার মনোভাব নিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, এখন পরীক্ষার মরশুম চলছে। এই অবস্থায় মাইকের আওয়াজ পড়ুয়াদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বৈকি! উপরন্তু স্কুল-কলেজে পঠনপাঠনের সময়ও আমরা লক্ষ করি, মাইকের আওয়াজ আসতেই থাকে। এতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হয়। তবুও আমরা নির্বিকার। আমরা নিজের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপথগামী করে দিচ্ছি।

তৃতীয়ত, এর সামাজিক প্রভাব বিশেষ করে প্রকৃতির মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। জোরে জোরে মাইক বাজানোর ফলে ছোট থেকে বড়- সব কীটপতঙ্গ, পশুপাখি আজ ভীতসন্ত্রস্ত। তাদের জীবন বিপন্ন এবং তাদের সংখ্যাও দিন-দিন কমছে। এতে করে বাস্তুতন্ত্রে বিঘ্ন ঘটছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি?

এমতাবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা নামকীর্তন, পদাবলি, জলসা বা যে কোনও অনুষ্ঠান করুন, আমাদের অসুবিধা নেই। কিন্তু উচ্চগ্রামে মাইকের আওয়াজ বন্ধ করুন। তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারব। নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের দোষারোপ করতে থাকবে।

চন্দন রাম, পাঁচ মাইল, ফালাকাটা।

চার রাজ্যের হেভিওয়েট নেতা

মধ্যপ্রদেশ

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
শিবরাজ সিং চৌহান	বিজেপি	বুধনি	জয়ী
কমল নাথ	কংগ্রেস	ছিন্দওয়াড়া	জয়ী
প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল	বিজেপি	নরসিংহপুর	জয়ী
কৈলাস বিজয়বর্গীয়	বিজেপি	ইন্দোর-১	জয়ী
ভূপেন্দ্র সিং	বিজেপি	খুরাই	জয়ী
নরেন্দ্র সিং তোমর	বিজেপি	দিয়ামনি	জয়ী

রাজস্থান

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
অশোক গেহলট	কংগ্রেস	সরদারপুরা	জয়ী
শচীন পাইলট	কংগ্রেস	টঙ্ক	জয়ী
বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া	বিজেপি	ঝালরাপতন	জয়ী
দিয়া কুমারী	বিজেপি	বিদ্যাধরনগর	জয়ী
সিপি যোশি	কংগ্রেস	নাথদোয়াড়া	পরাজিত
রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর	বিজেপি	ঝোটওয়ারা	জয়ী

ছত্তিশগড়

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
ভূপেশ বাঘেল	কংগ্রেস	পাটন	জয়ী
বিজয় বাঘেল	বিজেপি	পাটন	পরাজিত
রমন সিং	বিজেপি	রাজনন্দগাঁও	জয়ী

তেলেঙ্গানা

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
রেভান্থ রেড্ডি	কংগ্রেস	কোদাঙ্গল	জয়ী
কে চন্দ্রশেখর রাও	বিআরএস	গাজওয়েল	জয়ী
মহম্মদ আজহারউদ্দিন	কংগ্রেস	জুবিলি হিলস	পরাজিত
কেটি রামা রাও	বিআরএস	সিরসিল্লা	জয়ী

বঙ্গে উজ্জীবিত পদ্ম, চাপে ঘাসফুল

তিন রাজ্যে জয়ের উচ্ছ্বাসে মোদি বন্দনা কলকাতায় বিজেপি কর্মীদের। রবিবার।

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার গোবলয়ের তিন রাজ্যের বিধানসভার ফলাফল স্পষ্ট হতেই বঙ্গ বিজেপি নেতাদের উচ্ছ্বাস আরও বাড়তে শুরু করে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়ে দেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। স্থনীয় বিজেপি নেতৃত্বের কথা থেকেই স্পষ্ট তৃণমূলকে প্রবল চাপে রাখতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

দিনকয়েক আগেই কলকাতায় জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ঘোষণা করেছিলেন, কোনও দুর্নীতিগ্রস্তকে ছাড়া হবে না। শিক্ষক, পুরসভা ও র‍্যাশন দুর্নীতির তদন্ত যে আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে রাঘববোয়ালদের যে খাঁচায় পোরা হবে। তিন রাজ্যে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল। অস্বস্তির মূল কারণ, লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে চাপে ফেলতে কৌশল তৈরি করছে বিজেপি। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে বিজয় মিছিলের ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে দলীয় আন্দোলনের আঁচ বাড়াবে বিজেপি এবং অন্যদিকে দুর্নীতির তদন্তের গতি বাড়বে। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে শুভেন্দু বলেছেন, 'বাংলায় এবার সাঁড়াশি আক্রমণ চলবে।'

বিজেপি সূত্রে খবর, প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে লুকিয়ে থাকা কয়লা কাণ্ডে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রকে দেশে ফিরিয়ে আনার তৎপরতা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বিদেশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে কয়লা ও গোরু পাচারে 'অনেক বড় মাথা' যে বিপাকে পড়বে সেব্যাপারে বঙ্গবিজেপি নিশ্চিত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যে দুর্নীতি যে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সবাই জানে।' বিনয় মিশ্রকে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শুভেন্দুর কৌশলী জবাব, 'বিনয় মিশ্রকে নিয়ে তদন্তকারী সংস্থা সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেবে। তবে বিনয় মিশ্র ধরা পড়লে অনেক বড় নেতার যে ঘুম চলে যাবে সেটা নিশ্চিত।' অন্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের প্রকাশ্যে তুলনা অবশ্য করতে চাইছেন না এই রাজ্যের তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'এই ফল নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। তবে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের তুলনা করে লাভ নেই।' তবে এজেন্সির তৎপরতা যে বাড়তে পারে সেকথা স্বীকার করে জয়প্রকাশবাবু বলেন, 'সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তর বিরোধীদের প্রত্যেকের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে, গ্রেপ্তার করছে। শুধু এই রাজ্যে নয় গোটা দেশে এটা হচ্ছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, এই ভোটের ফলাফলে যথেষ্টই হতাশ তৃণমূল। মাত্র কয়েকমাস বাকি লোকসভা নির্বাচন। তার আগে এজেন্সি সক্রিয় হলে এবং দলের প্রথমসারির কাউকে গ্রেপ্তার করলে লোকসভা ভোটের মুখে রাজ্যের শাসক দল রীতিমতো সমস্যায় পড়বে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন দলের নেতারা। এই কারণে রবিবার থেকেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের প্রাথমিক পর্ব শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। লোকসভা ভোটের আগে জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান নেত্রী হিসাবে তুলে ধরার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখনও শুরু করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

রবিবার সকাল থেকে টিভির পর্দায় ভোটের ফলে চোখ রেখেছিলেন রাজ্যের তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা। হায়দরাবাদে চোখের চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিকেলে তিনি ভোটের ফল পর্যালোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনও করেন। ৬ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবে ওই বৈঠকে তৃণমূলের প্রথম সারির কোনও নেতার উপস্থিতি থাকার সম্ভাবনা এদিন পর্যন্ত ক্ষীণ। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে কংগ্রেসকে আদৌ কোনও আসন ছাড়তে রাজি নয় তৃণমূল। পাঁচ রাজ্যে কংগ্রেস ভালো ফল করলে এজেন্সির তৎপরতা কিছুটা কমত বলে ধারণা ছিল তৃণমূল নেতৃত্বের। কিন্তু এই ফল ঝিমিয়ে পড়া বঙ্গ বিজেপিকে উদ্বুদ্ধ করে ফেলায় উদ্বিগ্ন তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'এজেন্সিকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভোটে জিতবে বলে ভাবছে বিজেপি। কিন্তু বিজেপি ভুল করছে। কংগ্রেস আর তৃণমূল এক নয়। এরাজ্যে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লড়াই হবে।'

তিন দশকের ধারা অক্ষুণ্ণ

মরুরাজ্যে ম্যাজিক ভ্যানিশ গেহলটের

জয়পুর, ৩ ডিসেম্বর : কেরলের মতো রাজস্থানেও তিন দশকের পরম্পরা ভাঙা সম্ভব হবে বলে ধরে নিয়েছিল কংগ্রেস। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদলের যে রাজনৈতিক ধারা রাজস্থানের রাজনীতির অন্যতম পরিচিতি সেটা এবার বদলে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট মরিয়া ছিলেন। কিন্তু রাজস্থানের জনতা যে কংগ্রেস নেতাদের সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে একমত নন সেটা রবিবার স্পষ্ট হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্যবাসী এবার সুযোগ দিয়েছেন বিজেপিকে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মরুরাজ্যের ২০০টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১১৫টি আসনে। কংগ্রেস জিতেছে ৬৯টি আসনে। গতবার কংগ্রেস ১০০ এবং বিজেপি ৭৩টি আসন জিতেছিল। গেহলট, পাইলট দুজনেই এবার জয়ী হন।

রাজস্থানের জনাদেশ সামনে আসতেই পরাজয় স্বীকার করে নেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র দিয়ে আসেন। পরে বিজেপিকে জয় এবং নতুন সরকার গঠনের জন্য অভিনন্দনও জানান তিনি। গেহলট বলেছেন, 'রাজস্থানের জনাদেশ আমি মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি। এই ফল আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। আমরা যে আমাদের প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছি সেটা এই পরাজয় দেখিয়ে দিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর আশা, নতুন সরকার তাঁর আমলে শুরু হওয়া যোজনাগুলি চালু রাখবে। বিজেপি অবশ্য কংগ্রেসের হারের পর মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, 'জাদুকরের জাদু খতম। রাজস্থান জাদুকরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, ১৯৯৩ সাল থেকে চলে আসা রাজনৈতিক পরম্পরা অনুযায়ী রাজস্থানে এবার পালাবদল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই হারের জন্য কংগ্রেসের ব্যর্থতাগুলিও অনেকাংশে দায়ী। রাজ্যের মানুষের মন পেতে ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাস, চিরঞ্জীবী স্বাস্থ্য যোজনার মতো প্রকল্পগুলি চালু করেছিলেন গেহলট। কিন্তু গেহলট আমলে রাজ্যে যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেগুলি মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে সদ্যপ্রাক্তন সরকার। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয়েছে মরুরাজ্যের রাজনীতি। উঠেছে মহিলাদের ওপর অপরাধের অভিযোগও। দুটি ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় ব্যর্থ হন গেহলট। উলটোদিকে তাঁর সঙ্গে শচীন পাইলটের দ্বন্দ্ব কংগ্রেসের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে এবার। ২০২০ সালে পাইলটের বিদ্রোহের কারণে গেহলটের সরকার পতনের অবস্থায় চলে গিয়েছিল। সেবার তিনি সরকার বাঁচিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেসের অন্দরের ফাটল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভোটের আগে সেই ফাটল মেরামতে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব সক্রিয় হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাতে কাজের কাজ হয়নি। উলটোদিকে বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই কোন্দলকে পেশাদারী হাতে সামলাতে সক্ষম হয়েছেন।

রবিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে পদত্যাগপত্র দিলেন অশোক গেহলট।

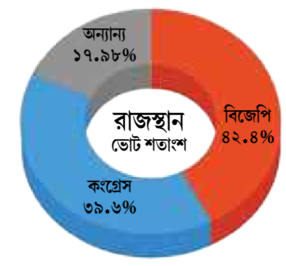

ফেব্রুয়ারিতে লোকসভা ভোট চাইতে পারে বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আগামী ফেব্রুয়ারিতেই কি লোকসভা ভোট? চার রাজ্যের মধ্যে তিন রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির জয়জয়কারের পর এই সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। লোকসভা ভোটের আগে সেমিফাইনালে এই জয়ের পর নরেন্দ্র মোদি সরকার তা কাজে লাগাতে চাইবে বলে রাজনীতির কারবারিরা মনে করছেন।

দেশের নির্বাচন কমিশনও বেশ কিছুদিন থেকেই লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দেশজুড়ে চলছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। কমিশনের প্রতিনিধিরা রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন। রবিবার রাজ্য নির্বাচন অফিসের এক শীর্ষ আধিকারিক জানালেন, 'আমরা লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি অনেকদিনই শুরু করেছি। কমিশন চাইছে সব প্রস্তুতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে। উপমুখ্য নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে কমিশনের শীর্ষ আধিকারিরা আসছেন। বৈঠক করছেন। রাজ্য স্তরেও পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের কথা চলছে। কমিশন যা নির্দেশ দিচ্ছে আমরা সবই করছি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে।' কমিশনের ভোট সংক্রান্ত তৎপরতা যে উল্লেখজনকভাবে তুঙ্গে, সেকথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

ওই আধিকারিক জানান, বিভিন্ন রাজ্যে জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক যাঁরা ভোটে জেলায় জেলায় রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করতে শুরু করছে। সব দেখেশুনে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হতে পারে।

কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, তিন রাজ্যে দলের বিরাট জয়কে কাজে লাগাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হোক। তিন রাজ্যের ভোটের ফলে প্রমাণিত দেশে মোদি ম্যাজিক এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। এই অবস্থায় দল লোকসভা ভোট এগিয়ে আনলে তা বিজেপির পক্ষে যাবে। দ্বিতীয়ত, দেশে বিরোধী দলগুলি প্রস্তাবিত ইন্ডিয়া জোট এখনও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তিন রাজ্যের ভোটের ফল বেরোনোর পর বিরোধী দলগুলির মধ্যে নতুন করে একটা অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। যা খুব তাড়াতাড়ি নিরসন হওয়া প্রায় অসম্ভব। যদিও ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবি বিজেপির ধারণা, বিরোধীরা মোটেও এত তাড়াতাড়ি নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারবে না। বিরোধীরা অগোছালো অবস্থা গুছিয়ে তোলার আগেই লোকসভা ভোট করল তা বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হবে বলে গেরুয়া শিবিরের অনুমান।

বিজেপির টিম গেমে হার বাঘেলের

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : কংগ্রেসের গড় ছত্তিশগড়। বিধানসভা ভোটের গোটা প্রচারপর্ব জুড়ে সেই কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন ভূপেশ বাঘেল। কিন্তু রবিবারের গণনাপর্বের ৩-৪ রাউন্ড যেতে না যেতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের দুর্গ ধুলিসাৎ হতে চলেছে। অর্ধেকের বেশি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের পিছনে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিজেপির প্রার্থীরা। দুপুর গড়ানোর আগেই বোঝা যায় ৯০ আসনের বিধানসভায় বিজেপির আসন ৫০ পেরিয়ে যাবে। কংগ্রেস নেমে আসবে ৩০-এর ঘরে। হলও তাই। দিনের শেষে ৫৪ জন বিধায়ক নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের পথে বিজেপি। বাঘেলের কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৩৬টি আসন।

বিজেপি ও কংগ্রেসের ভোটপ্রাপ্তির হার যথাক্রমে ৪৬ শতাংশ এবং ৪২ শতাংশ। মায়াবতীর বিএসপি পেয়েছে প্রায় আড়াই শতাংশ ভোট। মুখ্যমন্ত্রী নিজের আসন পাটন ধরে রাখলেও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস রাজনীতিতে বাঘেলের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিচিত বিদায়ী উপমুখ্যমন্ত্রী টিএস সিংদেও। অম্বিকাপুর আসনে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি। হেরেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বৈজও। বিপরীতে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং, বিলাসপুরের সাংসদ অরুণ সাউ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রেণুকা সিংয়ের মতো একঝাঁক হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী জিতেছেন। এবার রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি ছত্তিশগড়ে কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরেনি বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'রা জনসভা, রোড-শো করলেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারের বদলে দলগত লড়াইয়ের ওপর জোর দিয়েছিল গেরুয়াশিবির। অঞ্চল ভাগ করে পোড়খাওয়া নেতাদের প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলস্তরের প্রচারে কংগ্রেসকে পিছনে ফেলেছিল বিজেপি। আদিবাসী এলাকাগুলিকে বিজেপির প্রচারে অক্সিজেন জুগিয়েছে আরএসএসের সংগঠন। যার ফলে বাস্তারের মতো মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় ভালো ফল করেছে বিজেপি।

শেষ বেলায় মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলের বিরুদ্ধে বিজেপির 'মহাদেব বেটিং অ্যাপ' কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেস ভরসা করেছিল বাঘেলের জনমোহিনী প্রকল্পগুলির ওপর। গত ৫ বছরে একাধিক শস্যের সরকারি ক্রয়মূল্য বাড়ানো সহ বেশ কিছু প্রকল্প চালু করেছিলেন বাঘেল। এবারও ক্ষমতায় ফিরলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, কৃষিঋণ মকুব, ৫০০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার, মহিলাদের মাসিক অনুদান সহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু সেইসব কাজে এল না। উপজাতি অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ে জাতিগত সমীক্ষা চালানোর প্রতিশ্রুতি কাজে দিল না নির্বাচনে।

ধেয়ে আসছে মিচাং, জগনকে ফোন মোদির

নয়াদিল্লি ও হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় মিচাং সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরে গভীর নিম্নচাপ থেকে উৎপত্তি হয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়ের। ক্রমশ তা শক্তি বাড়াচ্ছে। কয়েকদিন ধরে হিমেল বাতাস বইলেও বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের ফলে কলকাতায় ঠান্ডা উধাও। বেশ গরম লাগছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় মিচাং ধেয়ে আসছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা গতিবেগ বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন হবে এবং অন্ধ্রের নেলোর ও মছলিপত্তনম জেলার মাঝামাঝি অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে। এখানে রাজ্যবিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর শতাধিক সদস্য পৌঁছে গিয়েছেন। দক্ষিণ রেল রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে আন্তঃরাজ্য দূরপাল্লার ট্রেন সহ ১১৮টি ট্রেন বাতিল করেছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১৮টি দলকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার এই ঘূর্ণিঝড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলায় রাজ্যের প্রস্তুতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য জানতে চান ও প্রয়োজনীয় সবরকমের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বর্তমানে মিচাং অবস্থান করছে পুদুচেরি থেকে ৪৪০ কিলোমটার দূরে এবং চেন্নাই থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না। তবে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।

তেলেঙ্গানা বোঝাল, বিজেপির নীতিতে আস্থা নেই

কল্যাণ গোস্বামী
ডিরেক্টর জেনারেল (কৃষি রসায়ন সংস্থা)

জানা ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে! এটাও জানা ছিল যে রাজস্থান ব্যতিরেকে বাকি দুটি বড় রাজ্য মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে জিততে পারে কংগ্রেস। তাই পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে লোকসভা নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল বলতে চায়নি বিজেপি। না তো মিডিয়া একটিবারও 'সেমিফাইনাল' শব্দটি উচ্চারণ করেছে। আজ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে বিজেপির অভূতপূর্ব জয়ের পর মিডিয়া পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনকে লোকসভার সেমিফাইনাল ঘোষণা করাতে কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি না। একথা তো ঠিক যে বিজেপি সত্যিই হিন্দিবলয়ে অনেকটাই এগিয়ে রইল!

মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের হার অপ্রত্যাশিত। এটা নিয়ে কংগ্রেসকে চিন্তন -মন্থন করতেই হবে। যদিও আবার ইভিএম-এর স্ট্র্যাটেজিক অপব্যবহারের প্রসঙ্গও উঠবে। বস্তুত, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের কাছে এটা বিরাট বড় ধাক্কা। ইন্ডিয়া জোটেও কমবে কংগ্রেসের গুরুত্ব। যদি হিন্দিবলয়ে কংগ্রেস জিতত, তাহলে কংগ্রেসের গুরুত্ব বাড়ত। হিন্দিবলয়ের তিন রাজ্যের ভোটের ফলাফলে সত্যিই দুমড়ে যেতে পারে কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাস!

দিনের শেষে একমাত্র সান্ত্বনা পুরস্কার তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় আসা। আজকের দিনে কংগ্রেসের পক্ষে যেটা বড়ই খুশির খবর। এবছরের প্রথম দিকেও এটা ভাবা যায়নি। নির্বাচনের প্রচার যত গড়িয়েছে, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতে নিশ্চিন্তভাবে এর প্রভাব পড়বে। মনে রাখা দরকার, ১৯৮০ সাল থেকে যতবার কংগ্রেস বা কংগ্রেসের জোট সরকার গড়েছে, তাতে দক্ষিণ ভারতের একটা বিরাট সহযোগ ছিল। অপরদিকে বহু চেষ্টাতেও বিজেপির দাক্ষিণাত্য নীতি ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কর্ণাটক ব্যতিক্রমী হলেও বাকি দক্ষিণ ভারতে এখনও কিন্তু বিজেপিকে গোবলয়ের রাজনৈতিক দল হিসেবে মানা হয়। সুতরাং সহযোগী দল বিনা বিজেপির পক্ষে দক্ষিণ ভারতে বিরাট কিছু করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই এআইএডিএমকে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। বহুক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক সঙ্গী ওয়াইএসআর কংগ্রেস'-এর জনসমর্থন তলানিতে। রাজ্যে ওদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। লোকসভা ভোট শিয়রে। তাই এই মুহূর্তে দক্ষিণ ভারতে বিজেপিকে একলাই লড়তে হবে। যেখানে ১৩৮টি সিটের মধ্যে ২৫টি সিট পাওয়াও বেশ কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিজেপির কাছে হিন্দিবলয়ের গুরুত্ব আরও বাড়বে, যদিও বিজেপি সে সকল এলাকায় একশোভাগ সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড!

যাই হোক, তিনটি রাজ্যে বিজেপি জয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে অনেক প্রতিকূলকতার মধ্যে দিয়ে। সত্যি বলতে কী, বিজেপির মধ্যেই অনেকে ২-১ ফলাফল হলে স্বস্তি পেতেন। সেখান থেকে ৩-০ করেছে বিজেপি। তাতে তো ডুবে গিয়েছে কংগ্রেস। আরও ডুবেছে তাঁরা, যাঁরা বিজেপির মধ্যে ২০২৪-এর নির্বাচনের পরে মোদির বিকল্প হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন!

রাজনীতিতে আসছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়!

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শনিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কবুল করলেন, 'আমি রাজনীতিতে আসতে পারি।' ওই অনুষ্ঠানে তিনি নিজেদের অধিকার আদায়ে সাধারণ মানুষকে পথে নামার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। অনেক আবেদন করা হয়েছে। এবার পথে নামতে হবে। রাস্তাই রাস্তা দেখাবে।' তাঁর এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ভাষণ শোনার পরই সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, তাহলে কি সত্যিই রাজনীতিতে নামছেন? জবাবে তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতিতে আসতে পারি। তবে সেটা দলীয় রাজনীতি নাও হতে পারে।'

২০২৪-এর অগাস্টে অবসর নেওয়ার কথা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তারপর তিনি এই বিষয়ে সম্ভবত সিদ্ধান্ত নেবেন। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একের পর এক মামলা উঠেছে তাঁর এজলাসে। শুধু গুরুত্বপূর্ণ রায়ই নয়, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণও দিয়েছেন তিনি। তাঁর রায়ের জন্যই শিক্ষা দপ্তরের নিয়োগ সংক্রান্ত বিপুল দুর্নীতি সামনে আসে। তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতির আসনে বসে যে ধরনের মন্তব্য করছেন তা অশোভন। একজন বিচারপতির এসব মানায় না।'

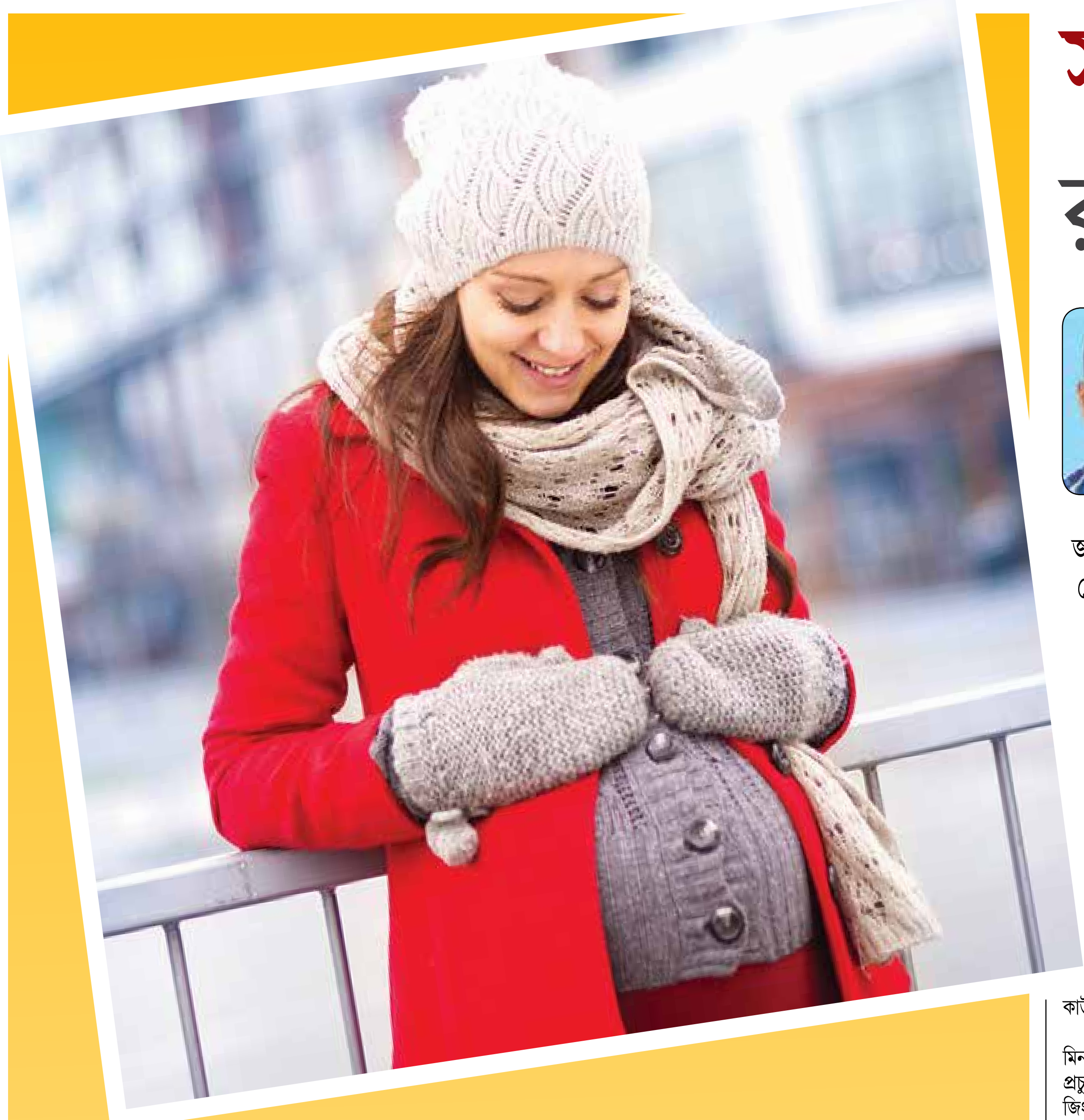

অন্তঃসত্ত্বার শীতকালীন যত্ন

মা হয়ে ওঠার জার্নি প্রত্যেক নারীর কাছেই জীবনের সব থেকে সুন্দর পর্যায়। গর্ভাবস্থায় অবশ্যই শরীরের যত্ন নিতে হবে। কারণ, এই সময় শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মনমেজাজেও পরিবর্তন হয়ে থাকে। এছাড়া হরমোনজনিত পরিবর্তনও মহিলাদের শরীরে প্রভাব ফেলে। তার ওপর আপনি যদি শীতকালে গর্ভবতী হন তাহলে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। লিখেছেন বিশিষ্ট গাইনিকলজিস্ট **ডাঃ কবিতা মন্ত্রী**

শীতকালে ঠান্ডা লাগা, সংক্রমণ, কাশি, জ্বর খুব সাধারণ। সেইসঙ্গে বাতাস শুষ্ক থাকে বা আর্দ্রতার অভাব থাকে। এজন্য আরও বেশি খেয়াল রাখা দরকার। শীতকালে গর্ভবতী মহিলাদের ইমিউনিটির দিকে নজর দেওয়া উচিত। এজন্য অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। সঙ্গে ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে ভুলবেন না। ঠান্ডার কারণে আপনি সকালে উঠতে দেরি করতে পারেন। কিন্তু তাতে আপনার নির্দিষ্ট ওয়ার্কআউট বা ব্রেকফাস্ট বাদ চলে যেতে পারে। এই কারণে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, গরম হোক বা ঠান্ডা– নির্দিষ্ট সময়ে উঠুন, যাতে উপযোগী শরীরচর্চা এবং ব্রেকফাস্ট করার পর্যাপ্ত সময় থাকে।

শীতকালে গর্ভাবস্থায় সুরক্ষিত থাকার উপায়

গর্ভাবস্থায় ইমিউন সিস্টেম খানিক কমজোরি হয়ে যায়। এজন্য গর্ভবতী মহিলাদের ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল জানিয়েছে, হবু মা ও অনাগত বাচ্চার জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি। এরমধ্যে রয়েছে পালংশাক, আমলা, আদা, আমন্ড, দই, রসুন, দুধ, চর্বিযুক্ত মাছ, রেড বেলপেপার এবং ব্রোকোলি।

একজন মহিলা যখন গর্ভবতী হয় তখন তাঁর শরীর আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। তাই প্রচণ্ড ঠান্ডার সংস্পর্শে আসবেন না এবং জীবাণুযুক্ত জায়গায় যাবেন না। তাতে মা এবং সন্তান– দুজনেরই ক্ষতি হতে পারে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় আপনি অসুস্থও হয়ে পড়তে পারেন। যতটা সম্ভব ঘরেই থাকার চেষ্টা করুন। এমনকি বাইরে বেরোলেও পর্যাপ্ত গরম পোশাক ব্যবহার করুন।

শীতকালে আমরা অনেকেই জল কম খাই। কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য এই সময় শরীরের বেশি জলের প্রয়োজন হয়। সারাদিনই অল্প অল্প করে বারেবারে জল খান। আপনি যত বেশি আর্দ্র থাকবেন তত অন্যান্য অসুখ থেকেও সুরক্ষিত থাকবেন। তাই বলে মিষ্টিযুক্ত পানীয় খাবেন না। বরং চা, কফি, সুপ বা তাজা ফলের রস খেতে পারেন।

শীতকাল আপনাকে অলস করে দিতে পারে। কিন্তু আপনি সক্রিয় থাকার চেষ্টা করুন। হালকা শরীরচর্চা যেমন হাঁটাচলা করুন, সহজ প্রাণায়ম করুন, যা আপনাকে এবং সন্তানকে উষ্ণ থাকতে সাহায্য করবে।

শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ত্বক সাধারণত শুকিয়ে যায়, ফেটে যায়। এক্ষেত্রে নারকেল তেল এবং অ্যাপ্রিকট তেল ব্যবহার করতে পারেন। বারেবারে ক্রিম, তেল, লোশন লাগান। আপনার পেট প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে ত্বকও প্রসারিত হবে এবং শুষ্ক ত্বকের প্রসারণ অত্যন্ত বেদানাদায়ক। সেক্ষেত্রে স্ট্রেচ মার্ক পড়ারও সম্ভাবনা বেশি।

সুগার বশে রাখবে কাউন

২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসংঘ। ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের সম্ভাবনা কমাতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতার দরুন মিলেট এখন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। লিখেছেন কোচবিহারের নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার **ডাঃ বাসবকান্তি দিন্ডা**

মিলেট পুষ্টি ও ভেষজ গুণে ভরপুর। জোয়ার, বাজরা হল মূল মিলেট। রাগি, কাউন (ফক্সটেল মিলেট), কোদো ইত্যাদি গৌণ মিলেট। ভারতে যেসব মিলেট চাষ হয় তার মধ্যে কাউন বা ফক্সটেল মিলেট হল দ্বিতীয়।

কাউনের চালে ৯ গ্রাম জল, ৭৩ মিলিগ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৪ গ্রাম মিনারেল, ৭৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি,৬০ মিলিগ্রাম পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর প্রোটিন ও ডায়াটরি ফাইবার রয়েছে।এছাড়া এতে ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, জিংক তো রয়েইছে। পাশাপাশি কাউনে চাল ও গমের তুলনায় কার্বোহাইড্রেট কম রয়েছে। এতে গ্লুটেনও থাকে না। তবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে পর্যাপ্ত। পুষ্টিবিদরাএকে সুপারফুড বলে থাকেন।

কাউনের উপকারিতা

কম পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম থাকায় এটি খাদ্যতালিকায় থাকলে যেমন ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা কমে, তেমনি যাঁদের ডায়াবিটিস আছে তাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভাত বা গমের পরিবর্তে কাউন খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে। কাউনে থাকা পটাশিয়াম আমাদের শরীরে লবণের ভারসাম্য বজায় রেখে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যতন্তু থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। প্রোটিন ও খাদ্যতন্তু বেশি থাকায় হজম হতে বেশি সময় লাগে। তাই ঘনঘন খিদে পায় না। ফলে ওজনও কমে। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং লিভারের ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে।

কাউনের চাল থেকে তৈরি খাবার : পায়েস রান্না করা যায়। ঝাল খাবার হিসেবে খিচুড়ি করা যেতে পারে।কাউনের মোয়া কোচবিহারে অনেকেই তৈরি করেন। ভাতের বিকল্প হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। অনেক খাদ্যরসিক কাউনকে পোলাও হিসেবে তৈরি করে খেতে শুরু করেছেন।

পেটের ক্যানসারের জন্য দায়ী মশলাদার খাবার থেকে স্ট্রেস

পেটের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে ক্যানসারের কোষ বৃদ্ধি পেলে পেটে ক্যানসারের সমস্যা দেখা দেয়। ভয়ের বিষয় হল, আপনার শরীরে যে পেটের ক্যানসার বা গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার অনেক বছর ধরে বাসা বেঁধেছে বুঝতেই পারবেন না। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে না। আর যতদিনে রোগটি ধরা পড়ে ততদিনে সে অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্বজুড়ে ক্যানসারে মৃত্যুর সর্বাধিক সাধারণ কারণের মধ্যে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

পশ্চিমী অনেক দেশের তুলনায় ভারতে পেটের ক্যানসারের হার তুলনামূলক বেশি। এর পেছনে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন কারণকে দেখিয়েছেন। যেমন, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, প্রচণ্ড স্ট্রেস, পরিবারে কারও এই রোগের ইতিহাস এবং জাংকফুড খাওয়া। বিশেষ করে খাবারদাবারের ক্ষেত্রে মশলাজাতীয় খাবার বা প্রিজার্ভড ফুড খাওয়ার প্রবণতা এবং মদ্যপান খুব বেড়েছে।

ফরিদাবাদের অমৃতা হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ পুনীত ধরের কথায়, পেটের ক্যানসার প্রধানত ৫০ বছর বয়সের পর মানুষজনকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এই রোগ ধরা পড়তে গড় বয়স প্রায় ৬০ বছর হয়ে যায়। তবে ধূমপান ও মদ্যপানের কারণে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ঝুঁকি একটু বেশি। অন্যদিকে, ভৌগোলিকভাবে দেখতে গেলে সেইসব অঞ্চলে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসারের হার বেশি যেখানে মানুষজন মশলাদার, নুন জাতীয় খাবার ও প্রিজার্ভড ফুড বেশি খেতে অভ্যস্ত। এছাড়া হরমোনজনিত পার্থক্য এবং জেনেটিক কিছু কারণ তো রয়েইছে, তবে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ডাঃ ধর।

গুরুগ্রামের মারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালের সার্জিকাল অঙ্কোলজির সিনিয়ার কনসালট্যান্ট ডাঃ হরিশ ভার্মার বক্তব্য, কোনও একটি কারণে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার হয় না। জেনেটিক থেকে শুরু করে সামাজিক–সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত কারণের সংমিশ্রণে রোগটি হয়ে থাকে। এছাড়া ধূমপান, মদ্যপান এবং হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ইনফেকশন এই ক্যানসারের জন্য দায়ী। রোগ ঠেকাতে ফুড হাইজিন, স্যানিটেশনের পাশাপাশি খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতিতে বদল আনা উচিত বলে তাঁর মত।

মশলাদার খাবারে ঝুঁকি

আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির মতে, মশলাদার খাবার এবং পেটের ক্যানসারের বাড়ন্ত ঝুঁকির মধ্যে একটা সংযোগ রয়েছে। লবণাক্ত ও সংরক্ষণ করা মাছমাংস ও সবজি খেলে এবং প্রসেসড, গ্রিল করা কিংবা চারকোল–কুকড মিটস পেটের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লংকায় থাকা ক্যাপসাইসিন (যা অনেক খাবারকে সুস্বাদু ও ঝাল করে)–এর কারণে পেট জ্বলে এবং অ্যাসিড উৎপাদন বাড়ে। তাই প্রতিদিন মশলাদার খাবার না খাওয়াই ভালো।

ধরন

পেটের ক্যানসারের কয়েকটি ধরনের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিনোকার্সিনোমা, লিম্ফোমা এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল স্ট্রমাল টিউমারস। দুর্ভাগ্যবশত, প্রায়ই এমন পর্যায়ে এসে পেটের ক্যানসার ধরা পড়ে, যখন মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।

লক্ষণ

পেটের ক্যানসারের লক্ষণের মধ্যে রয়েছে অবিরাম পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি, অস্বাভাবিক ওজন কমে যাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, গিলতে অসুবিধা, বমি বমি ভাব, বমি এবং মল দিয়ে রক্তপাত। প্রাথমিক পর্যায়ে এই লক্ষণগুলি ধরা নাও পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকরা উচ্চ ঝুঁকির লোকেদের নিয়মিত স্ক্রিনিং করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্রতিরোধের উপায়

পেটের ক্যানসার প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞরা ব্যালেন্সড ডায়েটের ওপর জোর দিয়েছেন। পাতে অবশ্যই সবজি ও ফল বেশি থাকবে এবং প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা খাবার কম থাকবে। সেইসঙ্গে ধূমপান না করা, মদ্যপান সীমিত করা এবং নিয়মিত চেকআপে থাকা দরকার, বিশেষ করে যাদের পরিবারে এই ধরনের রোগের ইতিহাস রয়েছে। সর্বোপরি পেটের কোনও সমস্যা পুষে রাখা উচিত নয়।

আন্তর্জাতিক চিতা দিবস

বিশ্বের দ্রুততম প্রাণী চিতা আফ্রিকায় আর প্রায় নেই বললেই চলে। তাই পরিবেশবিদরা সংরক্ষণের কথা বলছেন বারবার। এই সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে ৪ ডিসেম্বর পালন করা হয় আন্তর্জাতিক চিতা দিবস।

ইডেনের ঘাসে পিচ জলপাইগুড়িতে

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : খেলায় উৎসাহর দিক থেকে কোনও ঘাটতি নেই জলপাইগুড়ির। কিন্তু খেলোয়াড় তৈরি করার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামোর বড্ড অভাব। ক্রিকেট নিয়ে আগ্রহ থাকলেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে কি না, সে নিয়ে বহু প্রশ্ন রয়েছে। সেই ঘাটতি মেটাতে এবার উন্নতমানের পিচ তৈরি হচ্ছে শহরে। ক্রিকেট দুনিয়ার তামাম বড় খেলার সাক্ষী ইডেন গার্ডেন থেকে ঘাস আনা হয়েছে। সেই ঘাসে ক্রিকেটের পিচ তৈরি হচ্ছে। গঙ্গাপাড় থেকে তিস্তাপাড়ের শহরে এই জন্য আনা হয়েছে প্যাকেটবন্দি ১৫ বস্তা ঘাস।

জলপাইগুড়ির জেওয়াইএমএ ময়দানে নতুন পিচ।

করলা নদীর পাড়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের প্রিয় মাঠ জেওয়াইএমএ ময়দানে গড়া হবে পিচ। পরিকাঠামোর অভাব থাকলেও শহর থেকে বহু প্রতিভাবান ক্রিকেটার উঠে এসেছেন। ২০০০ সালে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের সুদীপ চন্দ রনজি ট্রফিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তখন ঘাস কেটে পিচ বানানো হত। সেই পিচেই অনুশীলন হত।

এবার উন্নত পিচ বানিয়ে অনুশীলনে শান দেওয়া হবে। ঘাসের পিচে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন স্থানীয় ক্রিকেটাররা। জলপাইগুড়ি থেকে শংকর গুহঠাকুরতা, তপাই রায়চৌধুরী, অভিজিৎ ঘোষ, অরিন্দম গুপ্ত সহ প্রচুর খেলোয়াড় মাঠ কাঁপিয়েছেন। এখন ক্রিকেটারদের সামনে অনেক সুযোগ। এই সুযোগের হিসেবে ইডেনের ঘাস দিয়ে পিচ তৈরি হচ্ছে।

ইডেনের ঘাস দিয়ে দুটি পিচ তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেওয়াইএমএ ময়দানে। এই ময়দানেই জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ হবে এবারে। দুটি পিচে পর্যায়ক্রমে খেলা পরিচালনা করবে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা।

সংস্থার সচিব কুমার দত্ত বলেন, সিএবিকে ঘাস পাঠানোর প্রস্তাব দিতেই তাতে ছাড়পত্র আসে। আমরা অভিজ্ঞ কিউরেটার দিয়ে পিচ তৈরি করেছি। এবারের সুপার ডিভিশনের খেলার মান অবশ্যই ভালো হবে। ক্রিকেটাররা নতুন অভিজ্ঞতা পাবেন।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ভোলা মণ্ডল বলেন, 'জলপাইগুড়ি থেকে ২০০৮ সালে বর্ষ সেরা অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেটার হয়েছিল অর্ণব সরকার। অর্ণব জলপাইগুড়ি রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড়। এসপি রায় কোচিং সেন্টার থেকে এবং রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প থেকে একঝাঁক ক্রিকেটার এখন কলকাতার মাঠে খেলে। জলপাইগুড়ির এই ক্রিকেটাররা প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেটে লিগে প্রতিনিধিত্ব করে। জলপাইগুড়িতে ঘাসের পিচে অনুশীলন করবার সুযোগ অবশ্যই তাদেরকে বাড়তি সুবিধা দেবে।'

তাঁর সংযোজন, আমরা আশাবাদী, আগামীতে শহর আরও ভালো ভালো ক্রিকেটার উপহার দেবে।

জেলা পরিষদের সম্পদ অনাদরে পড়ে

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৩ ডিসেম্বর : সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেখভালের অভাবে মাল শহরে জেলা পরিষদের সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স এখন ধুঁকছে। বাসস্ট্যান্ডের পাশে কমপ্লেক্স একসময় ছিল জমজমাট। এখান থেকে সরকারি দপ্তরগুলো সরে যাওয়ার পর থেকে সেই পুরোনো জৌলুস হারিয়েছে কমপ্লেক্স চত্বর। গাছগাছালি এবং অন্ধকারে ডুবে থাকা কমপ্লেক্স সন্ধ্যার পর নেশার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ডাকবাংলো এলাকায় জেলা পরিষদের জমিও এখন দখল হওয়ার পরিস্থিতিতে। কিন্তু নিজের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে জেলা পরিষদ উদসীন কেন সেই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। মাল পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন সাহা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, 'শহরের মধ্যে থাকা জেলা পরিষদের বিভিন্ন সম্পত্তি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। না হলে পুরসভার হাতে হস্তান্তর করা দরকার।'

ডাকবাংলোর বেহাল দশা। এলাকায় রয়েছে জমি দখলের অভিযোগও।

- মাল শহরে বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া মার্কেট কমপ্লেক্স থেকে সরকারি দপ্তর সরে যাওয়ার পর সেটি বেহাল
- সন্ধ্যার পর সেখানে নেশার আসর বসে
- কমপ্লেক্সের জমজমাট চেহারা হারিয়ে যাওয়ায় এখন বেশিরভাগ দোকানও বন্ধ থাকে
- ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকবাংলো এলাকায় জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে
- সম্পদ দেখভালে জেলা পরিষদের উদাসীন মনোভাব

বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া সুপার মার্কেট কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন মহকুমা শাসকের দপ্তর পরিচালিত হয়েছে। মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরও ছিল এই কমপ্লেক্স চত্বরেই। পরে এই দপ্তরও মাল নদীর ধারে স্থানান্তরিত হয়। একটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের শাখা দীর্ঘদিন চলার পর এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর থেকে এই কমপ্লেক্স সেই জৌলুস হারিয়েছে। পুরোনো সেই জমজমাট অবস্থাও নেই।

কমপ্লেক্সের অধিকাংশ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। লোকজনের উপস্থিতি সেখানে হাতেগোনা। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বসছে দুষ্কৃতীদের আড্ডা। সিপিএম নেতা ও মাল পুরসভার প্রাক্তন প্রধান সুপ্রতিম সরকার বলেন, একসময় জেলা পরিষদের এলাকাগুলি জমজমাট ছিল। এখন দৈন্যদশা। উপযুক্ত পদক্ষেপ করা দরকার।

জেলা পরিষদের মার্কেট কমপ্লেক্সের এই চত্বরে চেম্বার করেন বিশিষ্ট আইনজীবী মহিমারঞ্জন পাল। তাঁর কথায়, 'পরিকল্পনামাফিক কাজ করলে মার্কেট কমপ্লেক্স জমজমাট হতে পারে।' শহরের যুবক আকাশ রায় সাহা বলেন, 'মার্কেট কমপ্লেক্স চত্বরে এখন কর্মসংস্থান নেই। উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়া হলে সেখানে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।'

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকবাংলো এলাকায় জেলা পরিষদের জমি রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ডাকবাংলোর এখন ভগ্নদশা। রাস্তার ধারে দখলদারি বাড়ছে। বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল কমিটির সভাপতি নবীন সাহা বলেন, জেলা পরিষদ এবং পুরসভার মধ্যে সমন্বয়ে নেই। শহরে এমনিতেই উপযুক্ত স্থান নেই। দখলদারিও বাড়ছে। দেখভালের অভাবে সরকারি সম্পদ নষ্ট হচ্ছে।

এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, মাল শহরে সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা শীঘ্রই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেব। জবরদখলমুক্ত করার পাশাপাশি জেলা পরিষদের সম্পদকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা দেখা হবে।

হুইলি-স্টপি শিখলেন তরুণরা

মালবাজার, ৩ ডিসেম্বর : বাইক স্টান্ট এখন অন্যতম জনপ্রিয় ইভেন্ট। তরুণ প্রজন্ম এতে কার্যত বুঁদ। বাইক নিয়ে হালকা কেরামতি দিতে দেখা যায় অনেককেই। আর সেই স্টান্টই যদি প্রফেশনাল বাইকাররা এসে দেখান তাহলে তো কথাই নেই। হুইলি থেকে স্টপি, ব্যাকফ্লিপ থেকে বানি হপের মতো বিভিন্ন স্টান্ট প্রদর্শনীর পাশাপাশি শেখানো হল তরুণ প্রজন্মকে। এই শো দেখতে দলে দলে ভিড় জমালেন অনেকে।

মাল শহরের বুকে প্রথমবার একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে হল বাইক স্টান্ট প্রদর্শনী। আগ্রহীদের নিয়ে হয় কর্মশালাও। সুরক্ষিতভাবে কীভাবে বাইক স্টান্ট করতে হয়, কী কী সুরক্ষা রাখা প্রয়োজন সমস্ত খুঁটিনাটি স্টান্টে আগ্রহী তরুণদের সামনে তুলে ধরেন দুই অভিজ্ঞ বাইক স্টান্টম্যান গৌরবকুমার টোপ্পো এবং মিঠুন বর্মন। গৌরব ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বাসিন্দা। মিঠুনের বাড়ি মাথাভাঙ্গায়।

দুজনেই জানান, স্টান্ট এখন জনপ্রিয়। কিন্তু এই খেলার জন্য প্রচুর প্রশিক্ষণ দরকার। সেইসঙ্গে রাস্তায় স্টান্ট করা কোনওভাবে উচিত নয়। অনুষ্ঠান ঘিরে তরুণ-তরুণীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তরুণ বাইকারদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। সফলদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উদ্যোক্তারা।

স্টান্ট দেখে খুশি মাল শহরের তরুণরা।

বিশেষভাবে সক্ষমদের হস্তশিল্প নজর কাড়ল

জ্যোতি সরকার

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার সকাল। জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সামনে হস্তশিল্পের নানা সামগ্রী দিয়ে সাজানো হয় স্টল। সামগ্রী কিনতে হুড়োহুড়ি। নিজে হাতে বানানো সামগ্রীগুলি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন দেবস্মিতা মণ্ডল, অঞ্জলি রায়, পিংকি পাল, ভগবতী রায়, রিম্পি দেবনাথ, সোনালি বিশ্বাসরা। ওঁরা বিশেষভাবে সক্ষম। কিন্তু শৈল্পিক ভাবনায় তাঁরা আর পাঁচজনের থেকে যোজন এগিয়ে। নিজে হাতে গড়েছেন কাপড়ের ব্যাগ, নকশা করা চুড়ি। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছবির মতো করে তুলে ধরে কার্ড বানিয়েছে তারা।

রবিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সামনে বিশেষভাবে সক্ষমদের হস্তশিল্প প্রদর্শনী স্টল বসেছিল। সেখানে এসে বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে গড়া সামগ্রী দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ সমাজকর্মী তপনকুমার চক্রবর্তী, অঞ্জন সরকার, অমর রায়ের মতো প্রবীণরা। তপনবাবু বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের এই কাজ প্রশংসনীয়। দেবস্মিতা, অঞ্জলিদের প্রতিভা এই কাজের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। বড় সুযোগ পেলে এরা নিশ্চয়ই আরও ভালো কাজ করবে। ওদের আরও বেশি করে সরকারিভাবে সাহায্য করা হোক।'

কলেজের ছাত্রী অনুপমা রায়, কোহেলী রজক, অন্তরা রায়, কণিকা রায় ডাকুয়া এসেছিলেন এই স্টলে। তাঁদের কথায়, 'শহরের কসমেটিক্সের দোকানে ভিড় করি আমরা সকলে। সাজার জিনিসের পাশাপাশি ব্যাগ, চুড়ি, কাঁথাস্টিচের সামগ্রী কেনাকাটা হয়। কিন্তু, এই স্টলে যা কালেকশন আছে তাতে আর মলে কেনাকাটা করতে যেতে হবে না। সেই সময়ে দৃষ্টিহীন শিবানী পাল একদল ক্রেতার হাতে চুড়ি পরিয়ে দিচ্ছিল। দশজন সেই নকশা করা চুরি কিনেছেন শিবানীর থেকে। হাতে রঙিন চুড়ি পরে মুখে চওড়া হাসি অনুপমা রায়ের। তিনি বললেন, 'এখানকার চুড়িগুলি যেমন দামে সস্তা তেমনি দৃষ্টিনন্দনও। বিশেষভাবে সক্ষম মেয়েদের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। মনে হয় এদিক থেকে ওরাই আমাদের থেকে এগিয়ে।'

নিজেদের গড়া চুড়ি ক্রেতাকে পরিয়ে দিচ্ছেন এক বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা। রবিবার জলপাইগুড়িতে।

জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন পরিচালিত স্কুলের শিক্ষিকা রিনা জয়রাম বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষম মেয়েদের আগ্রহ যথেষ্টই। হাতের কাজ শিখতে ওদের দারুণ উৎসাহ দেখেছি। এদিন হস্তশিল্পের স্টলে যেই পরিমাণ ভিড় হল তা ওদের সাফল্যকে চিহ্নিত করে।'

কর্মচারীদের জেলা সম্মেলন

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতির জলপাইগুড়ি জেলার ৮১তম দ্বিবার্ষিক জেলা সম্মেলন হল। কর্মচারী ভবনে এই সম্মেলন থেকে সমস্ত সরকারি দপ্তরের শূন্যপদ পূরণ করা, চুক্তিভিত্তিক প্রথা বন্ধ করে স্থায়ী নিয়োগ, বকেয়া ডিএ সহ কর্মীদের দাবি নিয়ে প্রতিনিধিরা সরব হন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম চক্রবর্তী বলেন, 'সরকারি কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছেন। ডিএ না দেবার ফলে কর্মচারীরা সংকটে পড়েছেন।' সংগঠনের জেলার নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন কৌশিক সেন চৌধুরী, সুব্রত রায় এবং দেবব্রত নাগ। ২০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

এক বছরের মধ্যে রাস্তা বেহাল

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : রাস্তা সংস্কার হয়েছে এক বছরও পেরোয়নি। এইটুকু সময়ের মধ্যেই রাস্তার কঙ্কালসার দশা সামনে এসেছে। পিচের প্রলেপ উঠে গিয়ে পাথর বেরিয়ে এসেছে। ময়নাগুড়ি শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্কুল শহিদগড়পাড়ার একটি রাস্তার এখন এমনই অবস্থা। শুখা মরশুমে ধুলো ওড়ে। রাস্তার দু'পাশের বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ রাখতে হয় এই কারণে। সব মিলিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। যদিও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি। কিছু ক্ষেত্রে এক বছরের জন্য ঠিকাদার সংস্থার যাবতীয় মেরামতির দায়িত্বে থাকে। এটাও তার আওতায় পরবে কি না, আমরা খতিয়ে দেখব।'

স্কুল শহিদগড়পাড়ার রাস্তার পাথর বেরিয়ে গিয়েছে। রবিবার ময়নাগুড়িতে।

নতুনবাজার স্টেট ডিপোর উলটো দিক থেকে এই রাস্তা শুরু। প্রায় এক কিমি দীর্ঘ এই রাস্তাটি শেষ হয়েছে বাইপাস জরদা সেতুর কাছে। কিষানমান্ডি এবং নতুনবাজার হয়ে শহিদগড় হাইস্কুলের পাশ দিয়ে রাস্তা গিয়েছে বাইপাস জরদা সেতুর কাছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মতো রাস্তা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ আসে। কিন্তু রাস্তা সংস্কারের এক বছরের মধ্যে ফের পিচ প্রলেপ উঠে গিয়ে পাথর বেরিয়ে আসায় প্রশ্ন উঠেছে কাজের মান নিয়ে।

এই ভাঙা রাস্তা নিয়ে হয়েছে আরেক যন্ত্রণা। গাড়ি চলাচল করলে ছোট ছোট নুড়ি, পাথর ছিটকে আসছে পথচারীদের গায়ে। স্থানীয় বাসিন্দা আন্না দেবগুপ্তর কথায়, 'রাস্তার দুই পাশের বাড়ি ধুলোয় ছেয়ে যাচ্ছে। দিনে তিন বেলা ধুলো পরিষ্কার করতে হচ্ছে।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা ঝুমা দাস বলছেন, 'খুব বেশিদিন হয়নি রাস্তা সংস্কার হয়েছে। এরমধ্যেই যে এই দশা হবে, ভাবতে পারিনি। তার মানে, নিশ্চয়ই রাস্তার কাজ ভালো হয়নি।'

ভাঙা রাস্তা দিয়ে টোটো নিয়ে যেতে দুর্বিষহ অবস্থা হয় টোটোচালক প্রাণতোষ সাহার। তিনি বলেন, 'এক বছরও হয়নি রাস্তা মেরামত হয়েছে। ভাঙা রাস্তায় গাড়ি চালাতে সমস্যা হচ্ছে।' পড়ুয়া বিবেক রায় বলে, 'সাইকেল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে এখনই সমস্যা হচ্ছে। এরপর আসবে বর্ষা। তখন এই সমস্যা আরও বাড়বে।' কাউন্সিলার ললিতা রায়ের বক্তব্য, 'রাস্তার পরিস্থিতি আবারও খারাপ হয়ে গিয়েছে।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের মন্তব্য, 'আসলে রাস্তাটিকে মেরামত করা হয়েছিল। তবে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

নাগপুরের কমলালেবু মেটাচ্ছে রসনা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : সন্ধ্যা নামতেই হিমেল বাতাস জানান দিচ্ছে শীত আসছে। মধ্যাহ্নভোজ শেষে চাদর গায়ে রোদ তাপাতে বসে কমলালেবুর স্বাদ নেওয়ার আনন্দ নেবেন জলপাইগুড়িবাসী। এই আমেজের মধ্যেই শহরের বাজার ছেয়েছে কমলালেবুতে। যদিও দার্জিলিংয়ের কমলার স্বাদ নিতে এখনও ঢের অপেক্ষা করতে হবে জলপাইগুড়ির বাসিন্দাদের। আপাতত নাগপুরের কমলা কিনেই বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাঁদের।

গত বছরের মতো এবারও দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর অপেক্ষায় জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা। সেই মতো কমলার খোঁজে বাজারে ঢুঁ দিচ্ছেন অনেকে। ফলের দোকানও ভরেছে সারি সারি কমলালেবু দিয়ে। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হচ্ছে অনেককে। তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্য নাগপুরের কমলাই কিনছেন ক্রেতারা। বিকোচ্ছেও দেদার। খেতেও মিষ্টি এবং দামও সাধ্যের মধ্যে বলেই দাবি করছেন বিক্রেতারা। রাজু দেবনাথের মতো দোকানির কথায়, 'এবছর এখনও দার্জিলিং পাহাড়ের কমলালেবু বাজারে আসেনি। কিন্তু নাগপুরের লেবু অনেক এসেছে। আসতে শুরু করেছে ভুটানের কমলাও। বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে।'

দিনবাজারে কমলালেবুর সম্ভার। রবিবার

কালীপুজোর পর জলপাইগুড়ির বাজারে ঢুকবে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু বলে জানিয়েছেন দিনবাজারের দোকানিরা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, দিন কয়েকের মধ্যেই জাঁকিয়ে পড়বে শীত। সেই সময় তুঙ্গে উঠবে কমলালেবুর চাহিদা। দামও বাড়বে তরতর করে। তাই সাধ্যের মধ্যে থাকা নাগপুরের কমলালেবু কিনেই রসনা তৃপ্তি করছেন অনেকে। শীতের সময় কমলালেবু খাওয়ার গুণ রয়েছে।

কমলালেবুকে একপ্রকার সুপার ফুডও বলা হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম, আয়রন পটাশিয়াম এবং ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এছাড়াও ফাইবারের সন্ধানও মেলে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি পাচনতন্ত্রও ভালো থাকে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। সেজন্য শীতকালীন এই ফলের চাহিদাও প্রচুর। নাগপুরের কমলালেবু প্রতি পিস বিকোচ্ছে ৫ থেকে ১০ টাকায়।

রবিবার ফলের বাজারে ঢুঁ দিয়েছিলেন অনুপ চক্রবর্তী। তার কথায়, বাড়ির সকলে কমলালেবু খেতে ভালোবাসে। শীতের শুরুতে কমলালেবু খাওয়ার মজাই আলাদা। তাই কেজি খানেক কিনে নিয়ে যাচ্ছি। স্বাদ ভালো হলে ফের আসতে হবে। তাঁর কথায়, 'শুনলাম দার্জিলিংয়ের কমলালেবু কালীপুজোর পরেই আসবে। ওটা আগে এলে ভালো হত।' তবে নাগপুর হোক বা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির বাজার যে এখন কমলালেবুর দখলে তা বলা যেতেই পারে।

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়

নতুন ইনিংস

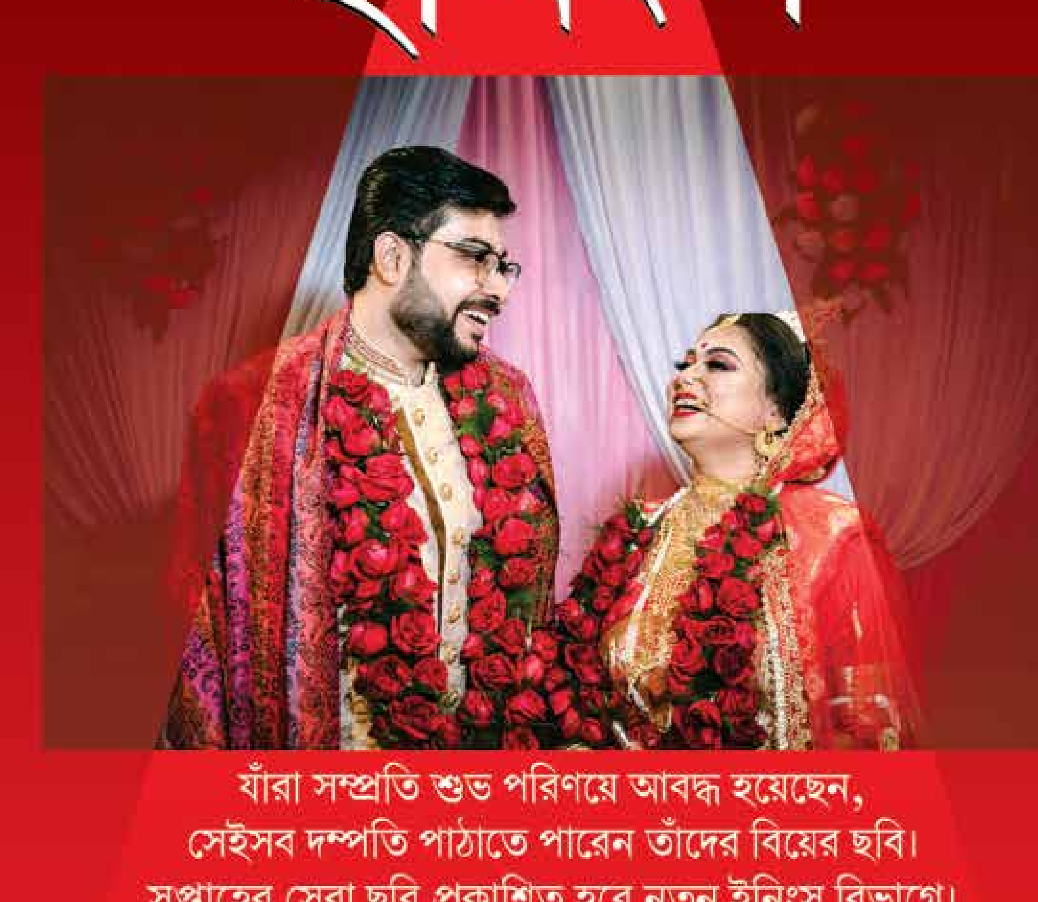

যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী

ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন :
- দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
- বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।

ইমেলঃ ubs.weddings@gmail.com

কাঞ্চনজঙ্ঘায় মমতার সভায় বাধাদানের কথা শুনে হুমকি

হাত-পা ভেঙে দেব : গৌতম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : বিক্ষোভ হলে পেটানো হবে।

রবিবার দেশের একাংশ যখন গেরুয়া আবিরে ছয়লাপ, তখন বাংলার মাটিতে বিজেপির হাত-পা ভেঙে দেবেন বলে গৌতম দেব সোজাসুজি হুমকি দিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে শিলিগুড়ির মেয়র নতুন মাত্রা যোগ করলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার দিন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ধর্নায় বসার যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, তার প্রেক্ষিতে রবিবার গৌতমকে বলতে শোনা যায়, 'বিজেপির অধিকার আছে বিক্ষোভ দেখানোর। তবে কীভাবে সেই বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে হয় সেটাও আমার জানা আছে। হাতে চুড়ি পরে বসে নেই। বিজেপি বেশি বাড়াবাড়ি করলে বিজেপির ওই হাত-পা ভেঙে দেব।' পালটা সুর চড়িয়ে শংকর বলেন, 'চুড়ির কথা বলে উনি মহিলাদের অসম্মান করলেন। মেয়র সাহেব যে ভাষায় কথা বললেন, হাত-পা গুঁড়িয়ে দেব বললেন, এ তো গুন্ডাদের ভাষা। আমি অন্তত মেয়রের কাছ থেকে এ ধরনের উক্তি আশা করিনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গুন্ডাদের ভাষায় কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় মেয়র অনুপ্রাণিত হয়েছেন কি না জানি না।' মুখ্যমন্ত্রীর সভার দিন তাঁর পূর্বঘোষিত কর্মসূচি হবে বলেও শিলিগুড়ির বিধায়ক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রতিবাদ পদ্মের

- মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ স্থগিত
- মমতার সভার দিন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ধর্নায় বসার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন
- বিজেপি বেশি বাড়াবাড়ি করলে মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে বলে মেয়র গৌতম দেবের হুমকি
- বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিবাদ বিজেপির, গৌতমের হুমকি ভিডিও পাঠানো হল শুভেন্দু অধিকারীকে

মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ বা শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগের খেলা স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু ১২ ডিসেম্বর স্টেডিয়ামের বাইরে অন্য খেলা হতে পারে। কেননা, শাসক ও বিরোধী, কার্যত দুই পক্ষই পরস্পরকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। ফলে ওইদিন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির শক্তি প্রদর্শন শহরবাসী দেখতে পারেন। যাকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সফর এবং সভাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ-প্রশাসন ওইদিন চরম ব্যস্ত থাকবে। তার মধ্যে বিজেপি যদি ধর্নায় বসতে চায় এবং তার প্রতিবাদ করতে তৃণমূল রাস্তায় নামলে দুই পক্ষের লড়াইকে কেন্দ্র করে শহরের রাজপথ স্বাভাবিকভাবেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। পুলিশ কীভাবে তা সামাল দেবে সেদিকে সবার নজর রয়েছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, গৌতম দেবের হুমকির প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর সভার দিন গেরুয়া শিবির শক্তি প্রদর্শনের রাস্তায় হাঁটবে। এদিনই গৌতমের হুমকি ভিডিও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা মনোজ টিগ্গার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওইদিন যাতে শংকর ঘোষের সঙ্গে আরও কয়েকজন বিধায়ক ধর্নায় শামিল হন, সেই ব্যবস্থার জন্য তাঁদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। কোথায় এবং কীভাবে ধর্না কর্মসূচি করতে হবে, সেই পরামর্শও তাঁদের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, কোনওভাবেই যাতে দল হুমকির কাছে মাথা নত না করে, শুভেন্দু সেই বার্তা দিয়েছেন। শংকর এদিন বলেন, 'কোনওভাবেই আমাদের রোখা যাবে না। আমি তো ধর্নায় বসবই। কয়েকজন জনপ্রতিনিধি থাকবেনও। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সমস্ত কার্যকর্তা, কর্মীও উপস্থিত থাকবেন।'

এদিকে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার জন্য সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় সিপিএমের ছাত্র-যুব সংগঠন আন্দোলনে নেমেছে। এদিন বিকেলে স্টেডিয়ামের ফোসিন গেটের সামনে ডিওয়াইএফআই, এসএফআই বিক্ষোভ দেখায়। সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটি সোমবার গোষ্ঠ পাল মূর্তির সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে। কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন, 'রাজ্য সরকার শহরে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থ। বরং কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন তৃণমূলের রাজনীতির শিকার। লাগাতার এর প্রতিবাদ হবে।'

স্পেশাল ট্রেন নিয়ে রেলের নয়া সিদ্ধান্ত

মালিগাঁও, ৩ ডিসেম্বর : যাত্রীদের ভিড় সামলাতে কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এছাড়া একটি ট্রিপের জন্য কামাখ্যা ও দিল্লির মধ্যে দু'দিক থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

এরমধ্যে সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি স্পেশাল ১ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে। আবার গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি স্পেশালের পরিষেবা ২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর অবধি অব্যাহত থাকবে। শিয়ালদা-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল ২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে। একইভাবে নিউ জলপাইগুড়ি-শিয়ালদা স্পেশালের পরিষেবা ৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড় স্পেশালের পরিষেবা ৪ ডিসেম্বর থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আবার ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ রুটে পরিষেবা ৭ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি অবধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কামাখ্যা-নিউ দিল্লি স্পেশাল একটি ট্রিপের জন্য ৪ ডিসেম্বর চলবে। ফেরত যাত্রার ট্রিপে ৬ ডিসেম্বর নিউ দিল্লি থেকে রওনা দেবে।

অন্যদিকে, কামাখ্যা-দিল্লি জং স্পেশাল ট্রেনটি একটি ট্রিপের জন্য ৯ ডিসেম্বর চলবে। আবার দিল্লি জং-কামাখ্যা স্পেশাল একটি ট্রিপে ১১ ডিসেম্বর রওনা দেবে।

তবে, ২ ও ৩ ডিসেম্বর ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস, ৩ ও ৪ ডিসেম্বর গুয়াহাটি-এসএমভিটি ব্যাঙ্গালুরু এক্সপ্রেস এবং ৮ ডিসেম্বর শিলঘাট টাউন-তাম্বারাম এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী অংশে মিচাউং সাইক্লোনের সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবের জন্য বাতিল করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলোর স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

জীবন সিংহের সঙ্গে দ্রুত শান্তি আলোচনা দাবি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ ডিসেম্বর : অবিলম্বে কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহকে নিয়ে শান্তি আলোচনায় বসুক কেন্দ্রীয় সরকার। সেটা না হলে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি-রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়া পৃথক রাজ্য কিংবা উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা না করা হলে ভোট বয়কটের পথে হাঁটবেন তাঁরা। রবিবার মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনায় এক কর্মীসভায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অল কামতাপুর কোচ রাজবংশী সমাজ নামে একটি সংগঠনের নেতারা। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের হলদিবাড়ির নেতা আলতাফ সরকার, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সভাপতি ভানু রায়, আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি যগীন্দ্র রায় প্রমুখ।

সংগঠনের ব্লক সভাপতি ভানু রায় বললেন, 'জীবন সিংহকে নিয়ে শান্তি আলোচনার কথা বললেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রসঙ্গটি বারবার ধামাচাপা দিচ্ছে। কবে পৃথক রাজ্য গঠন করা হবে জানি না। তবে শান্তি আলোচনা ও পৃথক রাজ্য গঠনে দ্রুত পদক্ষেপ না করা হলে আন্দোলন তীব্র হবে।'

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রাজবংশী সংগঠনের

আরেক নেতা আলতাফ সরকারের কথায়, 'আমি কেএলও'র একজন লিংকম্যান। জীবন সিংহ আমাদের নেতা। আলাদা রাজ্য চাই। পৃথক রাজ্য ও জীবন সিংহকে নিয়ে প্রতারণা করলে কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব। কোচ রাজবংশী, তপশিলি উপজাতি ও ভূমিপুত্রদের অধিকার বুঝে নেব।' এদিন কামতাপুরি ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তোলেন তিনি।

সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক কারণে হলেও একাধিকবার জীবন সিংহের প্রতি বিজেপির সহানুভূতি প্রকাশ্যে এসেছে। রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ঢালাও ভোট পেয়েছে গেরুয়া শিবির। এমনকি ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর বিজেপি কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় ভিডিও বার্তায় হুঁশিয়ারি দেন জীবন। তবে সেই জীবন সিংহ প্রসঙ্গে 'অতি চালাকি' করলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিপাকে পড়তে হতে পারে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে অল কামতাপুর কোচ রাজবংশী সমাজ নামে সংগঠনটি। এতে বিজেপির ভোটব্যাংকে কতটা প্রভাব পড়ে তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে।

বিনা খরচে চিকিৎসার উদ্যোগ

নাগরাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার ডুয়ার্সের দুটি স্থানে দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করলেন মুর্শিদাবাদের ডোমকল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সার্জন ডাঃ সন্দীপ দাস রায়। তিনি প্রথমে সাজু তালুকদারের অনাথ ও সমস্যাগ্রস্তদের আশ্রয় হেভেন শেলটার হোমে ও পরে নাংডালা চা বাগানে গিয়ে শিবির করে রোগী দেখেন। তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন নাগরাকাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পিনাকী সরকার, চা মালিকদের সংগঠন আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা প্রমুখ।

রেলের সতর্কতা

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর ঃ উৎসবের মরশুমে নভেম্বর মাসজুড়ে বিভিন্ন রেলস্টেশনে একাধিক সতর্কতা বিষয়ক ব্যবস্থা নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ১৮ থেকে ২৪ নভেম্বর ৪৬১টি স্টেশনে ১৭৪০টি ট্রেনে ১.২৪ লক্ষের বেশি যাত্রীদের পরীক্ষা করা হয়। সবমিলিয়ে ১০৯৩টি সচেতনামূলক অভিযান চালানো হয়েছে। ৫৫৬ জন শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের ট্রেন উঠতে সাহায্য করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এই খবর জানিয়েছেন।

গণপিটুনিতে মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বরে : ঠেলাচালককে গণপিটুনিতে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল। বিহারের আরারিয়া শহরে রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম মহম্মদ কায়ুম (২৫)। কায়ুম শহরে ঠেলা নিয়ে ঘুরে ঘুরে কাবাড়ির সামগ্রী কিনতেন। এদিন স্থানীয় ৫৭ নম্বর জাতীয় সড়কের গড়ি চকে তাঁর ঠেলা একটি বাইকে ধাক্কা মারলে বাইকের চালক ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর অপরাধীরা পালিয়ে যায়। প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

খুলতে পারে

প্রথম পাতার পর

ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় নিত্য যানজটের খবর কারও অজানা নয়। জাতীয় সড়কের মাঝে রেলের লেভেল ক্রসিং থাকায় প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজট এখানে নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাতায়াতের জন্য ময়নাগুড়ি রোড এলাকার নাম শুনলেই যাত্রীদের কপালে চোখ উঠত। তাই গত কয়েক বছরে প্রায় বেশিরভাগ ছোট গাড়ি ও বেশ কিছু যাত্রীবাহী বাস ময়নাগুড়ি দোমোহনি হয়ে বিকল্প পথে চলাচল করত। ওই পথে চলাচলকারী এক যাত্রী নবারুণ দাস বলছেন, 'ময়নাগুড়ি রোডের ফ্লাইওভার দিয়ে যান চলাচল শুরু হলে এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। যাতায়াতে অনেক কম সময় লাগবে।'

জমির ন্যায্যমূল্য না পেয়ে একসময় আন্দোলনও হয়েছিল এখানে। এলাকাবাসীর তৈরি সেই জাতীয় সড়ক অধিগৃহীত জমির মালিক কল্যাণ মঞ্চের সম্পাদক প্রদীপ রায় এখন বলছেন, 'এলাকায় উন্নয়ন হওয়ায় আমরাও খুশি। ফ্লাইওভার দিয়ে যান চলাচল শুরু হলে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।'

আবহাওয়া
সোমবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩১.০	২২.০
শিলিগুড়ি	৩০.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	৩০.০	১৪.০
কোচবিহার	৩০.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	৩০.০	১৫.০
মালদা	৩১.০	১৬.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	১৫.০
গ্যাংটক	২১.০	৯.০

৫৬ জন বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগে উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলি থেকে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার টন বায়োমেডিকেল আবর্জনা বের হয়। সেই আবর্জনা সুরক্ষিত উপায়ে বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট প্ল্যান্টে পৌঁছানো হয়। এতদিন সেই কাজ সামাল দিয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসন। অন্য কাজের ব্যস্ততার মাঝে এই কাজ করতে গিয়ে অনিয়ম হয়েছে। তাই এবার থেকে এই কাজ স্বতন্ত্রভাবে তদারকির জন্য রাজ্যজুড়ে ৫৬ জন বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করতে চলেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

বায়োমেডিকেল আবর্জনা নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকে স্বাস্থ্য দপ্তর। কারণ রাজ্যে হাসপাতাল, নার্সিংহোমের তুলনায় বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট প্ল্যান্টের সংখ্যা খুবই কম। উত্তরবঙ্গ নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়ার কারণ হল, এখানে সেই প্ল্যান্ট রয়েছে মাত্র একটি। জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়িতে অবস্থিত সেই প্ল্যান্টে মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত আটটি জেলার বায়োমেডিকেল আবর্জনা নিয়ে আসা হয়। সম্প্রতি রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটায় দ্বিতীয় ও বৃহত্তম বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট প্ল্যান্ট করার উদ্যোগ নিয়েও এলাকাবাসীর বাধায় সরে আসে রাজ্য সরকার। এসব নানা বাধা-বিপত্তির মাঝে বায়োমেডিকেল আবর্জনা নিয়ে আর অনিয়মে যেতে রাজি নয় স্বাস্থ্য দপ্তর।

শুধু বায়োমেডিকেল আবর্জনা সংগ্রহ করলেই হয় না। আবর্জনার প্রক্রিয়াকরণ করে তা থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা হয়। সূত্রের খবর, ফুলবাড়ির প্ল্যান্টের ক্ষমতা অনুসারে সপ্তাহে অনেক বেশি আবর্জনা আসছে। যার প্রক্রিয়াকরণে অনেক সময় লাগছে। অনেক হাসপাতাল ও নার্সিংহোম থেকে ফুলবাড়ির প্ল্যান্টের গাড়ি সময়মতো আবর্জনা সংগ্রহ করতেও দেরি করছে বলে অভিযোগ।

কী কাজ

বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ হবে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ হচ্ছে কি না, আলাদা আলাদা ব্যাগে আবর্জনা ভরে গাড়িতে তোলা হচ্ছে কি না, আবর্জনা থেকে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে কি না এসব দেখা

এছাড়া বায়োমেডিকেল আবর্জনা প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের সঙ্গে এই কাজে সমন্বয় রেখে চলার দায়ও থাকবে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর

তাছাড়া বায়োমেডিকেল আবর্জনা সংগ্রহ করার সময় লাল, হলুদ, নীল রংয়ের পৃথক ব্যাগে করে সংগ্রহ করতে হয়। অথচ প্ল্যান্টের গাড়ি সংগ্রহ করার সময় পৃথক প্যাকেট পাচ্ছে না। সব মেডিকেল আবর্জনা একই ব্যাগে গাড়িতে তুলে দিচ্ছে নার্সিংহোম ও হাসপাতাল। ফলে প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়ার পর আলাদা করতে সমস্যা হচ্ছে।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ হবে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ হচ্ছে কি না, আলাদা আলাদা ব্যাগে আবর্জনা ভরে গাড়িতে তোলা হচ্ছে কি না, আবর্জনা থেকে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে কি না এসব দেখা। এছাড়া বায়োমেডিকেল আবর্জনা প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের সঙ্গে এই কাজে সমন্বয় রেখে চলার দায়ও থাকবে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর। স্বাস্থ্য দপ্তর জেলায় জেলায় মোট ৫৬ জন বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে চাইছে বলে জানান তিনি।

রবিবার ছুটির দিনে বোল্লাকালী মন্দিরের সামনে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। ছবি : মাজিদুর সরদার

দাঁতালের দাপটে বন্ধ সাফারি

প্রথম পাতার পর

এরই মাঝে বাসে থাকা যাত্রীরা নেমে দৌড়ে পালিয়ে যান। কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে দাপিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায় সেই দাঁতাল।

এদিকে, শনিবারের পর এদিন ফের একই হাতির এধরনের আচরণে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় বন দপ্তর। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের তরফে এদিন যেখানে হাতিটির গতিবিধি দেখা গিয়েছে, সেই বড়দিঘি বিটে জঙ্গল সাফারিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেই জায়গা বাদ দিয়ে অন্য সব জায়গায় অবশ্য পর্যটকদের প্রবেশে কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এদিন বিকেলের শিফটে গরুমারার জঙ্গলের যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয় গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ। এদিকে, টিকিট কেটে জঙ্গলে প্রবেশ করতে না পেরে গরুমারা গেটের সামনেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রায় ৫০ জন পর্যটক। দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসা পর্যটক মৌসুমি সাহা, শৈবাল ঘোষরা জানান, বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত আগে থেকেই জানানো উচিত ছিল। জঙ্গলের প্রবেশের মুখে নিয়ে আসার পর, কেন হঠাৎ করে তাঁদের জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়া হল না?

ঘণ্টাখানেক এই বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে আসেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। তিনি পর্যটকদের বোঝান যে, তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি হাতিটি ওই এলাকা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে সোমবার সকালে চাইলে পর্যটকরা সাফারি করতে পারবেন। প্রয়োজনে তাঁদের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান ডিএফও। এরপরেই বিক্ষোভ তুলে নেন পর্যটকরা। তারপরেও অবশ্য বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, 'এভাবে পর্যটকদের হয়রানি করার কোনও মানে হয় না। জঙ্গলে প্রবেশে বিধিনিষেধ না করে পর্যটকদের নিরাপত্তা বাড়ানো উচিত ছিল বন দপ্তরের।'

ক্ষুদ্র চা চাষে সমস্যা সমাধানের দাবি জোরালো

নাগরাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গে মোট চা উৎপাদনের শতকরা ৬৩ শতাংশই আসছে ক্ষুদ্র চা বাগান থেকে। রাজ্যওয়াড়ি নিরিখে এটাই সর্বোচ্চ। অথচ, কাঁচা পাতার ক্রেতা বটলিফ ও বড় ফ্যাক্টরিগুলির বিমাতৃসুলভ আচরণ ও সরকারি অবহেলায় বর্তমানে ক্ষুদ্র চা চাষিদের টিকে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিবার লাটাগুড়ির এক বেসরকারি রিসর্টে আয়োজিত জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় এমনই অভিযোগ তোলা হল। অবিলম্বে প্রাইস শেয়ারিং ফর্মুলার স্টাডি রিপোর্ট পেশ করে সুসংহত উপায়ে কাঁচা পাতার ন্যায্য দাম নির্ধারণের নীতি তৈরির ওপর জোর দেন ক্ষুদ্র চাষিরা।

সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'পাতার দাম নির্ধারণের যথাযথ নীতি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্র চা চাষের সমস্যা দূর হবে না। বর্তমানে মিনিমাম বেঞ্চমার্ক প্রাইস, ডিস্ট্রিক্ট গ্রিন লিফ প্রাইস মনিটরিং কমিটি থাকলেও সেগুলির অস্তিত্ব শুধু খাতায়-কলমেই। যে কারণে চা চাষিদের অভাবী বিক্রি কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। আশা করছি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র চা চাষকে টিকিয়ে রাখতে যা করণীয় তা করবে।' এদিনের সভা থেকে খাদ্য সুরক্ষা, কাঁচা পাতার গুণগতমান বৃদ্ধিতে তৃণমূল স্তরে প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক বরাদ্দের দাবির কথা ফের উঠে আসে। সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি রজত রায় কার্জি বলেন, 'সুযোগ ও সহযোগিতা পেলে ক্ষুদ্র চা চাষিরা যে ফ্যাক্টরি তৈরি করেও নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারেন।'

নমোনামা

প্রথম পাতার পর

বরং বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের তত্ত্বে বেশি ভরসা করেছে।

ফলে ভোটের ফল প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স হ্যান্ডেলে বলতে অসুবিধা হয়নি যে, 'ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে বিজেপি যে সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য পরিচিত, দেশের মানুষ তার সঙ্গেই থাকতে চান। আশ্বাস দিচ্ছি, তাঁদের হিতে আমরা নিরলস কাজ করব।' এই সুযোগে জাতিগত গণনার দাবিকে বিঁধেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, 'চেষ্টা হয়েছিল দেশকে জাত দিয়ে ভাগ করার। কিন্তু সবকা সাথ, সবকা বিকাশের ধারণার জয় হল।'

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধি মেনে নিয়েছেন দলের হতাশাজনক পারফরমেন্স। যদিও খাড়গের বক্তব্য, 'তিন রাজ্যে আমাদের হতাশাজনক পারফরমেন্স নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে এই তিন রাজ্যে নিজেদের পুনর্গঠন চালিয়ে যাব।' জনতার রায়কে 'বিনম্রতার' সঙ্গে মেনে নেওয়ার কথা বলেও রাহুলের কথায়, 'আমাদের চিন্তাধারার লড়াই জারি থাকবে।'

এই বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আবার 'ইন্ডিয়া' জোটকে সক্রিয় করতে উদ্যোগী হল কংগ্রেস। দলের সভাপতি শরিকদলগুলিকে ফোন করে ৬ ডিসেম্বর মিটিং ডেকেছেন। অন্যদিকে তিন রাজ্য জিতে দেশে আরও পাল্লা ভারী হল এনডিএ'র। মোট ১৬টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এখন পদ্ম শিবিরের হাতে। কংগ্রেসের হাতে থাকল এককভাবে হিমাচলপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা। জোটের শরিক হিসেবে তিনটি রাজ্যের সরকারে টিমটিম করে জ্বলছে কংগ্রেস।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১৬৮টি। কংগ্রেস জিতেছে ৬১টিতে। গত বিধানসভা ভোটে বিজেপি ও কংগ্রেসের ঝুলিতে ছিল যথাক্রমে ১০৯ এবং ১১৪টি আসন। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস মিলিয়ে দিয়েছেন শিবরাজ। ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মাঝের ১৫ মাস বাদ দিলে ২০০৩ থেকে মধ্যপ্রদেশের মসনদে একটানা ক্ষমতায় বিজেপি। ২০০৫ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ।

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, দুর্নীতির ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগের পাশাপাশি বিজেপির অন্দরের 'পাওয়ার পলিটিক্স'-এর প্রতিকূলতাকে হারিয়ে তিনি মধ্যপ্রদেশে এখনও অপ্রতিরোধ্য। বিজেপি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া রুখে দিতে সমর্থ হলেও ছত্তিশগড়ে সেই সাফল্য জোটেনি কংগ্রেসের। ভূপেশ বাঘেলের সরকারকে সরিয়ে দিয়েছে বিজেপি। রাজ্যের ৯০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৩৪টি, বিজেপি ৫৬। গত বিধানসভায় ওই দুই দলের দখলে ছিল যথাক্রমে ৬৮টি এবং ১৫টি আসন।

রাজস্থানেও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ার মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। মরুরাজ্যের বাসিন্দারা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদলের প্রথা বজায় রেখেছেন। রাজস্থানের ১৯৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১১৫টি আসন, কংগ্রেস ৬৯টি। গতবার বিজেপি পেয়েছিল ৭৩টি, কংগ্রেস জিতেছিল ১০০টিতে।

তেলেঙ্গানায় বিআরএসের দুর্গ এবার ভেঙে গিয়েছে। কংগ্রেস রাজ্যের ১১৯টি আসনের মধ্যে জিতেছে ৬৩টিতে। গতবার পেয়েছিল মাত্র ১৯টি। তাদের শরিক সিপিআই ১টি আসনে জিতেছে। বিআরএস জিতেছে ৪০টিতে। গতবার পেয়েছিল ৮৮টি আসন। গতবারের ১টি থেকে বেড়ে এবার বিজেপি জিতেছে ৮টি আসনে। সেদিক থেকে দেখলে তেলেঙ্গানা একেবারে খালি হাতে ফেরায়নি বিজেপিকে। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিম এবারও ৭টি আসন পেয়েছে।

ব্যবসায়ীকে মারধর করে ছিনতাই শীতলকুচিতে

শীতলকুচি, ৩ ডিসেম্বর : এক তামাক ব্যবসায়ীকে মারধর করে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার মাথাভাঙ্গা-সিতাই সড়কে বড় মরিচা বাজার সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। শীতলকুচি ব্লকের পাঠানটুলি গ্রামের বাসিন্দা তামাক ব্যবসায়ী নুর ইসলাম মিয়াঁকে দিনহাটা থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীরা পথ আটকায় এবং মারধর করে টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি।

বিষয়টি বাসিন্দাদের নজরে এলে তাঁকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে রেফার করেন। ব্যবসায়ীর ভাই বাচ্চা মিয়াঁ জানান, তাঁর দাদার কাছে তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ছিল। তা ছিনিয়ে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। একজন দুষ্কৃতীকে চিনতে পেরেছেন তাঁর দাদা। পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হবে। এবিষয়ে শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'এই ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করবে।'

হিন্দি বলয়ে মোদির টেক্কা

প্রথম পাতার পর

বিজেপিকে সাফল্য এনে দিয়েছে। মোদি যতই বিরোধীদের এমন প্রতিশ্রুতিকে রেউড়ি সংস্কৃতি বলে গাল পাড়ুন, মধ্যপ্রদেশের মামা এই রেউড়ি সংস্কৃতিতেই ভরসা রেখেছেন। মধ্যপ্রদেশের মামাকে যতই আড়ালে রেখে মোদি প্রচার চালান না, মামা কিন্তু রাজ্য চষে ১৬০টি জনসভা করেছিলেন। ফলে, মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের প্রশ্ন যখন আসবে, তখন শিবরাজকে আড়ালে রাখা যাবে না।

ছত্তিশগড়েও রমন সিংকে প্রথমে দূরে সরিয়ে রাখলেও, শেষ প্রহরে তাঁকে প্রচারে নামাতে বাধ্য হয়েছিল বিজেপি। এবং বিজেপির জয়ে রমন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেদিক দিয়ে দেখলে কৃতিত্বটি যে একা মোদির- তা কিন্তু নয়। শিবরাজ এবং রমনের মতো নেতাদেরও অবদান রয়েছে। তবে, ইতিমধ্যেই বিজেপির অন্দরে মোদির নামে জয়ধ্বনি অন্যদের ঢেকে দিয়েছে। শিবরাজও সেই জয়ধ্বনিতে গলা মিলিয়েছেন।

দক্ষিণে অবশ্য মোদির নামে বিজেপি বৈতরণি পার হতে পারেনি। তেলেঙ্গানায় স্বয়ং মোদি বিস্তর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেসব প্রতিশ্রুতিতে তেলেঙ্গানার মানুষের মন গলেনি। উপরন্তু, আড়াল থেকে চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিআরএস-কে সমর্থন করাটা বিআরএস এবং বিজেপি কারও পক্ষে লাভজনক হয়নি। এমনকি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি যে বিজেপিরই একটি মুখোশ, এই উপলব্ধি হওয়ায় হায়দরাবাদের সংখ্যালঘু ভোটের একটা বড় অংশ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। তেলেঙ্গানায় উগ্র হিন্দুত্বের তাস খেলতেও দ্বিধা করেনি বিজেপি। দেখা গেল, কর্ণাটকের পর তেলেঙ্গানাও বিজেপির সেই উগ্র হিন্দুত্বের রাজনীতি পছন্দ করেনি।

নির্বাচনের ফল কংগ্রেসের পক্ষে নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক নয়। এর জন্য কংগ্রেস একমাত্র নিজেকেই দায়ী করতে পারে। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগতে শুরু করেছিল কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের আসনই ছাড়তে রাজি হননি কমল নাথ। এর ওপর রাজস্থানে অশোক গেহলট এবং শচীন পাইলটের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কংগ্রেসের সংগঠনকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। দুই রাজ্যেই সাংগঠনিক শক্তিতে বিজেপি টেক্কা দিতে পেরেছে কংগ্রেসকে। উগ্র হিন্দুত্ব তাসও এই দুই রাজ্যে বিজেপিকে সফল হতে সাহায্য করেছে। মনে রাখতে হবে, সেখানে আরএসএস যথেষ্ট শক্তিশালী।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বও। কর্ণাটক বিজয়ের পর তাঁরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, গত এক মাসে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকার আগ্রহই তাঁরা দেখাননি। হয়তো ভেবে নিয়েছিলেন, চার রাজ্যের সাফল্যের পর ইন্ডিয়া জোটে তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন এবং শরিকরা তাঁদের কথা মানতে বাধ্য থাকবেন। এই ফল থেকে কংগ্রেসের অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। এই জয়ের পর ইন্ডিয়া জোটে আঞ্চলিক দলগুলি নির্দ্বিধায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নেবে না। ইতিমধ্যেই জেডিইউ এবং তৃণমূল বলতে শুরু করেছে, এই পরাজয় কংগ্রেসের। ইন্ডিয়া জোটের নয়। কংগ্রেস ফল বেরোনোর পরপরই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছে। বৈঠক আগে ডেকে শরিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনে লড়তে নামলে ফল হয়তো কিছুটা ভালোও হতে পারত কংগ্রেসের।

কেউ কেউ বলছেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে এটি সেমিফাইনাল। মনে রাখতে হবে, রাজনীতি একটি অনিশ্চিত খেলা। যদি নির্বাচনি ইতিহাস ঘাঁটি, দেখব অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে কিছু রাজ্যে বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে জিতলেও, লোকসভা নির্বাচনে সেই রাজ্যগুলিতে বিপর্যয় ঘটেছিল বিজেপির। তেমনই, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় বহু কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছিল। জনতা জনার্দন কখন কোন খেলাটি খেলবে, তা মোদি বা রাহুল কেউই জানেন না।

প্রথম ছয়ের আশায় কোয়াদ্রাত

লক্ষ্য জয়ের ধারাবাহিকতা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নয়-ছয়ের লড়াই দেখবেন দর্শকরা। তবে নয়ের সঙ্গে ছয়ের এই লড়াই উপভোগ্য কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে এমনকি দুই দলের সমর্থকদেরই।

গত কয়েকবারের তুলনায় এবার এখনও পর্যন্ত অনেক বেশি গোছানো ফুটবল খেলছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। আপাতত লিগ টেবিলের ৬ নম্বরে জুয়ান পেদ্রো বেনালির দল। সেখানে শুরুটা ভালো করেও ইস্টবেঙ্গল যথা পূর্বং। সেই ৯ নম্বরে দাঁড়িয়ে। তবে সোমবারের ম্যাচ জিততে পারলে সাত বা আটে উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত অবশ্য এখনও আশাবাদী প্রথম ছয়ে উঠে আসার ব্যাপারে। তাঁর বক্তব্য, 'নর্থইস্ট ম্যাচের ফলাফলই যদি আমাদের পক্ষে যায়, তাহলেই দেখবেন আমার দলের ভোল পালটে যাবে। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। একটা-দুইটি খেলার ফল আমাদের পক্ষে গেলেই ফুটবলাররা ভালো খেলতে শুরু করবে। এই সপ্তাহেই ঘরের মাঠে দুইটি ম্যাচ খেলব আমরা। সেক্ষেত্রে প্রথম ছয়ে থাকা সমস্যা হবে না বলে আমার মনে হয়।' কলকাতার অন্য দল মোহনবাগান যখন আইএসএলে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে রেকর্ড গড়ে ফেলেছে তখন ইস্টবেঙ্গলের টানা তিন ম্যাচে হার তাদের বেকায়দায় ফেলেছে। যদিও এরপরেও কোয়াদ্রাত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে চিমটি কাটলেন কলকাতা লিগের ডার্বি ম্যাচ না খেলার জন্য, 'এসব জিনিস ইউরোপে হয় না। কারণ আমরা ফুটবলের উন্নতি চাই। অথচ এখানে খুব অদ্ভুত গর্ববোধ নিয়ে লোকজন চলে। আমাদের কাছে একবার হেরেছে বলে আর একবার হারের ঝুঁকি নিতে চাইল না মোহনবাগান।' বলেই সটান হাঁটা দেন সাজঘরের দিকে।

নাওরেম মহেশ সিংকে কোলে তুলে রসিকতা জাভিয়ের সিভেরিও ও হিজাজি মাহেরের। রবিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা নিশ্চিতভাবেই তাদের স্ট্রাইকিং লাইন। বিশেষ করে জাভিয়ের সিভেরিও এখনও পর্যন্ত তাঁর গোলের বুট সম্ভবত খুঁজেই পাননি। একা ক্লেইটন সিলভা টানতে পারছেন না এই বয়সে এসে। ভরসা বলতে নাওরেম মহেশ সিং। ডুরান্ড কাপের প্রথম ডার্বিতে গোল করার পর থেকে অফ ফর্মে নন্দকুমার শেখরও। সবমিলিয়ে গোল করার লোকের অভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছে জর্ডন এলসে চলে যাওয়ার পর ম্যাচের শেষদিকে গোল খাওয়ার অভ্যাস। লুকাস পারদো একেবারেই দাগ কাটতে পারছেন না। তুলনায় ভালো পরে আসা হিজাজি মাহের। এই অভ্যাসটা যে বদলাতে হবে সেই কথা মেনে নিয়ে কোয়াদ্রাতের মন্তব্য, 'হ্যাঁ, এটা একটা সমস্যা বটে! ডিফেন্সকে আরও সংগঠিত হতে হবে। অনেক ভুলত্রুটি শোধরাতে হবে দলের খেলায় উন্নতি করতে হলে।' হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে জয়ের পর আইএসএলে কোনও জয় নেই ইস্টবেঙ্গলের। নিশ্চিতভাবেই এটা নিয়ে ভাবছেন কোয়াদ্রাত।

প্রতিপক্ষ নর্থইস্টের কাছে এটা অবশ্য বদলার ম্যাচ। ডুরান্ডের সেমিফাইনালে তাঁদের জোর করে হারানো হয়েছে, সরাসরি না বললেও এমন ইঙ্গিতই করে গিয়েছিলেন বেনালি। স্বাভাবিকভাবেই নিজের মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই ম্যাচটাই বেছে নিতে চাইবেন হাইল্যান্ডারদের স্প্যানিশ কোচ। গত মরশুমে ২০ ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটা ম্যাচ জেতা নর্থইস্ট এবার প্রথম ছয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছে আপাতত। নিজেদের শেষ ২০টা অ্যাওয়ে ম্যাচ না জেতার লজ্জার রেকর্ডেরও বদল চাইবেন নর্থইস্টের কোচ-ফুটবলাররা।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম **নর্থইস্ট ইউনাইটেড**
স্থান ঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সময় ঃ রাত ৮টা
সম্প্রচার ঃ স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

স্যান্ডপেপার গেট স্মৃতি উসকে প্রশ্ন জনসনের

ওয়ার্নারের জন্য কেন বিদায়ি টেস্ট

মেলবোর্ন, ৩ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে সাদা পোশাকের ক্রিকেট থেকে অবসরের ইঙ্গিত চলতি বছরের অ্যাসেজের পরই দিয়েছিলেন তিনি। ডেভিড ওয়ার্নারের সেই ইচ্ছা সম্ভবত দিনের আলো দেখতে চলেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পারথে প্রথম টেস্টের জন্য ওয়ার্নারকে রেখেই ১৪ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বিশাল কোনও অঘটন না ঘটলে মেলবোর্ন ও সিডনি টেস্ট খেলেই ক্রিকেটের কুলীনতম ফর্ম্যাটকে গুডবাই জানাতে পারবেন ওয়ার্নার।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ওয়ার্নারের জন্য বিদায়মঞ্চ সাজিয়ে দেওয়ায় অবশ্য বেজায় চটলেন প্রাক্তন অজি পেসার মিচেল জনসন। ২০১৮ সালে কুখ্যাত 'স্যান্ডপেপার গেট' কাণ্ডের অন্যতম ছিলেন ওয়ার্নার। পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনা এদিন টেনে এনেছেন জনসন। তাঁর মতে, একজন প্রতারক বিদায়ি টেস্ট সিরিজ পাওয়ার যোগ্যই না।

জনসন বলেছেন, 'কেন ওয়ার্নারের বিদায়ি টেস্ট খেলার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমরা এখন ওয়ার্নারের বিদায়ি টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু কেন? ফর্মের সঙ্গে লড়াই করা একজন ওপেনার কী করে নিজের অবসরের তারিখ ঠিক করার সুযোগ পায়? অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত থাকা একজনকে কেনই বা আমরা নায়কোচিত বিদায় দিচ্ছি?'

টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

ওয়ার্নারের প্রাক্তন সতীর্থ যেন থামতেই চাইছিলেন না। জনসন আরও বলেছেন, 'স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডের জন্য ওয়ার্নার কোনওদিন ক্ষমা চায়নি। যদিও ওয়ার্নার একা স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু তখন ও দলের অন্যতম সিনিয়ার ছিল। এমন একজন, যে নেতা হিসেব নিজের ক্ষমতা দেখাতে পছন্দ করত। এখন ওয়ার্নার এমনভাবে অবসর নিচ্ছে, যেটা আমাদের দেশের প্রতি একইরকম ঔদ্ধত্য ও অসম্মান প্রদর্শন। ওয়ার্নারের জন্য বিদায়ি সিরিজে দর্শকরা কী নিয়ে আসবে? স্যান্ডপেপার?'

জুলাইয়ে অ্যাসেজের শেষ ম্যাচের প্রথম একাদশের ১০ জনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম টেস্টে জায়গা পেয়েছেন। কাফ মাসলের চোট সারিয়ে টড মার্ফির বদলে ফিরেছেন তারকা অফস্পিনার নাথান লায়োন। দ্বিতীয় বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ক্যামেরন গ্রিন। পেস বিভাগে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের সঙ্গে তাঁর দুই 'পার্টনার ইন ক্রাইম' মিচেল স্টার্ক ও জোশ হ্যাজেলউডের পাশাপাশি স্কট বোল্যান্ড জায়গা ধরে রেখেছেন। উঠতি পেসার ল্যান্স মরিসকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড ঃ প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি, নাথান লায়োন, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, স্কট বোল্যান্ড ও ল্যান্স মরিস।

সলমনের নাম প্রত্যাহার পাক বোর্ডের

লাহোর, ৩ ডিসেম্বর : শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজের পরামর্শদাতা হিসেবে প্রাক্তন ওপেনার সলমন বাটকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু একদিন পরেই তাঁর নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন। স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বাটকে কামরান আকমল ও রাও ইফতিকার আলমের সঙ্গে ওয়াহাব রিয়াজের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এরা আগামী নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দল নির্বাচনে রিয়াজকে পরামর্শ দেবেন বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু এই উপদেষ্টা কমিটিতে বাটের নাম দেখে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে পিসিবি। তাই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বাটের নাম প্রত্যাহার করা হচ্ছে বলে জানান রিয়াজ। পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই বাটের বিকল্প ঘোষণা করা হবে। আসাদ শফিককে ওই পদে আনা হতে পারে। তবে সলমন বাটের নাম প্রত্যাহারের পিছনে মহম্মদ হাফিজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি পাকিস্তান বোর্ডের কর্তাদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার দাবিও জানিয়েছিলেন। শুধু হাফিজ নয়, মিডিয়া ও প্রাক্তন ক্রিকেটারদের চাপে বোর্ড বাধ্য বাটের নাম প্রত্যাহার করতে।

জয়ে ফিরল চেলসি

হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়ল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৫৫ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে ঘরের মাঠে ৩ পয়েন্ট তুলে নেয় নিউক্যাসল। যদিও প্রাপ্ত সুযোগের সদ্বব্যবহার করতে পারলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতেন এডি হাউয়ের ছেলেরা। অন্যদিকে মরশুমের শুরুটা ভালো করেও হঠাৎ করেই যেন কিছুটা ছন্দহীন হয়ে পড়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। এদিন দলের অন্যতম ভরসা মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের সাদামাঠা পারফরমেন্স দেখে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টারের সমর্থকরা। যদিও কোচ এরিক টেন হ্যাগ জানিয়েছেন, তিনি র‍্যাশফোর্ডের সঙ্গে তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই সপ্তাহ আমাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল। নিউক্যাসলকে বাহবা দিতে হয়। তারা আমাদের থেকে ভালো খেলেছে।'

প্রিমিয়ার লিগে ২ ম্যাচ পর জয়ের মুখ দেখল চেলসি। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ৩-২ গোলে তারা হারিয়ে দিল। কোনর গ্যালাঘার বিরতির আগেই লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান। এনজো ফার্নান্ডেজ জোড়া গোল করেন। চেলসির অন্য গোলটি লেভি কলউইলের। ব্রাইটনের দুই গোলস্কোরার ফাকুন্দো বোয়ানানোতে ও জোয়াও পেড্রো। জয় পেয়েছে লিভারপুলও। ঘরের মাঠে ফুলহ্যামকে ৪-৩ গোলে তারা হারিয়েছে। লিভারপুলের অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ওয়াতারু এনডো ও ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড গোল করেন। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

চাপ নিয়েও ফুটবলাররা জয় এনে দেওয়ায় খুশি ফেরান্দো

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : এএফসি কাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর তাঁর দল যে মানসিক চাপে ছিল, এই কথা ম্যাচের পর স্বীকার করে নিলেন হুয়ান ফেরান্দো। হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারায় যেন এক স্বস্তির হাওয়া সবুজ-মেরুন শিবিরে। দলের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা চোট-আঘাতের সমস্যা, সদ্য এএফসি কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার ফলে ফুটবলাররা যে মানসিকভাবে খুব ভালো জায়গায় ছিলেন না, সেই কথা ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করে নেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের স্প্যানিশ কোচ। এরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিন পয়েন্ট পাওয়ায় তিনি যে খুশি, সেটা আর গোপন করেননি ফেরান্দো, 'আজ আমাদের কাছে ম্যাচটা অসম্ভব কঠিন ছিল। হায়দরাবাদ গত কয়েকটা ম্যাচে বেশ উন্নতি করেছে। এটা ওদের হোম ম্যাচ ছিল। প্রথমার্ধে জায়গা তৈরি করাই যাচ্ছিল না। কিন্তু বিরতির পর আমরা সেটা পেরেছি এবং জিতেছি। তাই আমি খুব খুশি।' রক্ষণের দুই প্রহরী ব্রেন্ডান হামিল ও আশিস রাইয়ের জোড়া গোলে জয়। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে রেকর্ড। বেঙ্গালুরু এফসি-র করা পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পাওয়ার নজিরকে টপকে মোহনবাগান এখন ১৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। টানা পাঁচ ম্যাচে জয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রথম পাঁচ ম্যাচ জেতা খুব সোজা ব্যাপার নয়। ফুটবলাররা ভালো খেলেছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমি খুশি যে ছেলেদের মধ্যে জয়ের খিদেটা আছে। ওরা সবসময় নাছোড় মনোভাব নিয়ে মাঠে নামছে। এইভাবেই এগোতে হবে। আশা করি সেটা পারব আমরা।'

ফুটবলাররা যে এএফসি কাপের ব্যর্থতা থেকে ফোকাস সরাতে পেরেছেন, এতেও খুশি ফেরান্দো, 'আমার কাছে ফুটবলারদের প্রতিক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত সোমবার একটা হতাশাজনক হারের পর শনিবার আমাদের পক্ষে পরিস্থিতিটা কঠিন ছিল। প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেলতে না পারলেও কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যথেষ্ট ভালো খেলেছে আমার দল। ফোকাস ধরে রাখার ফল ছেলেরা পেল।' দল জয় পেলেও স্ট্রাইকিং লাইনকে নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। জেসন কামিংসকে নিয়ে বাড়তি কোনও ভাবনাই ভাবতে হয়নি হায়দরাবাদকে। সমর্থকরা রীতিমতো হতাশ। ৬৪ মিনিট মাঠে থেকে একবারও বলার মতো কোনও আক্রমণে শামিল ছিলেন না অজি বিশ্বকাপার। ফেরান্দো অবশ্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, 'জেসন তো ভালোই খেলেছে। গত ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৪ মিনিট খেলেছে। ক্লান্তি থাকা স্বাভাবিক। তবু যথেষ্ট ভালোই খেলেছে। কে গোল করছে সেটা বড় কথা নয়। কখনও কিয়ান নাসিরি, কোনও সময়ে সাহাল আব্দুল সামাদ, আবার কখনও ব্রেন্ডান গোল করবে। কিন্তু ভালো-খারাপ, সবকিছুতেই দলের সবার অবদান থাকে।'

৮৫ মিনিট অপেক্ষার পর ব্রেন্ডান হামিলের গোলে স্বস্তি ফেরে সবুজ-মেরুন শিবিরে। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস দীপক টাংরি-সুহেল আহমেদ ভাটদের। ভুবনেশ্বরে হায়দরাবাদ এফসি-র ম্যাচে।

> **"জেসন তো ভালোই খেলেছে। গত ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৪ মিনিট খেলেছে। ক্লান্তি থাকা স্বাভাবিক। কে গোল করছে সেটা বড় কথা নয়। কখনও কিয়ান নাসিরি, কোনও সময়ে সাহাল, আবার কখনও ব্রেন্ডান গোল করবে। কিন্তু ভালো-খারাপ, সবকিছুতেই দলের সবার অবদান থাকে।**
>
> **-হুয়ান ফেরান্দো**

টানা জয়ের মধ্যেও ফুটবলারদের চোট-আঘাতের কালো ছায়া নিয়ে আশঙ্কা থাকছেই। কবে চোট পাওয়া ফুটবলাররা ফিরতে পারেন, জানতে চাইলে ফেরান্দোর মন্তব্য, 'পেশির চোটে কিছু বলা যায় না। দিমিত্রিস পেত্রাতোস আর মনবীর সিংয়ের ব্যাপারটা আমাদের মেডিকেল স্টাফরা দেখছেন। মনবীর জাতীয় শিবির থেকে চোট নিয়ে ফিরেছে। খুব গুরুতর ওর চোট না হলেও তাড়াহুড়ো না করাই ভালো। আর দিমিরও অনেকদিন হল চোটটা। তবে আনোয়ার আলি আর আশিক কুরুনিয়ানের পক্ষে দ্রুত মাঠে ফেরা কঠিন।' আশিকের মতোই আনোয়ারও গোটা মরশুমের জন্য ছিটকে গেলে, অবশ্য এই জয়ের আনন্দ অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে।

ঝামেলায় জড়ালেন দুই কোচ

পাঁচে পাঁচ মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব- ২ (কাসিমভ, হার্নান্ডেজ)
শ্রীনিধি ডেকান এফসি - ১ (পেনাল্টি -অলিভেইরা)

সায়ন গুপ্ত

নৈহাটি, ৩ ডিসেম্বর : ঘরে হোক কিংবা বাইরে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দাপট অব্যাহত। আই লিগের ফার্স্ট বয় শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতল সাদা-কালো ব্রিগেড। সেইসঙ্গে ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এল আন্দ্রেই চেরনিশভের দল।

শনিবারই অ্যালেক্সিস গোমেজ ও মিরজালোল কাসিমভের নির্বাসন তুলে নিয়েছিল এআইএফএফ। কিন্তু সেই খবর প্রকাশ্যে না এনে ক্লাব অফিশিয়ালদের বিপক্ষকে চমকে দেওয়ার পরিকল্পনা সফল। ৩৭ মিনিটে এই দুই বিদেশির যুগলবন্দিতেই এগিয়ে যায় ব্ল্যাক প্যান্থার্স। মাঝমাঠে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে আক্রমণে তুলে আনেন তাঁরা। তারপর একক দক্ষতায় দুইজনকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল কাসিমভের। তবে এর আগে বল দখলে রাখতে রীতিমতো বেগ পাচ্ছিল চেরনিশভের ছেলেরা।

৩৪ মিনিটে শ্রীনিধির গোলরক্ষক অ্যালবিনো গোমেজ রুখে না দাঁড়ালে তখনই এগিয়ে যেত মহমেডান। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে অ্যালেক্সিসের নেওয়া ফ্রি-কিক মানবপ্রাচীরে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢোকার মুখে বাঁচান এই গোয়ানিজ। ৬০ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে জুইডিকার ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে হেডে ব্যবধান বাড়ান এডি হার্নান্ডেজ। ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে উইলিয়াম অলিভেইরা ব্যবধান কমাতেই ম্যাচে উত্তেজনা বাড়ে। ম্যাচ শেষে বিপক্ষের কোচ কার্লোস পিন্টোর সঙ্গে বাকবিণ্ডায় জড়ান চেরনিশভ। বিতর্কিত ভঙ্গিও করেন দুজনেই। তাঁদের শান্ত করতে রীতিমতো হিমসিম খান ম্যাচ পরিচালনকারীরা। এর জন্য তাদের কোনও শাস্তি হয় কিনা সেটাই দেখার।

রাহানেরা চিরকাল খেলবে না : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : প্রত্যাবর্তন করছেন। আবার বাদও পড়ছেন! ভারতীয় ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালে এমন নজির রয়েছে কোন ক্রিকেটারদের?

কোনও কুইজ প্রতিযোগিতায় এমন প্রশ্ন করা হলে যে কোনও ক্রিকেটপ্রেমী দ্রুত জবাবে বলবেন, আজিঙ্কা রাহানে ও চেতেশ্বর পূজারার নাম। দুজনই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দক্ষও। কিন্তু তারপরও টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে এখন আর নিয়মিত নন।

আজ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজ শেষের পরই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রওনা হয়ে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। শুরুতে টি২০ ও ওয়ান ডে রয়েছে। সিরিজের শেষে রয়েছে জোড়া টেস্ট। সেই টেস্টের জন্য ভারতীয় দল ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। স্কোয়াডে নাম নেই রাহানে-পূজারার। বদলে রুতুরাজ গায়কোয়াড, যশস্বী জয়সওয়ালের নাম রয়েছে। সোজাকথায়, আগামীর লক্ষ্যে তারুণ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি। তাই প্রশ্ন উঠেছে, রাহানে-পূজারারা কি তাঁদের কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন? আপাতত স্পষ্ট জবাব নেই কোথাও। কিন্তু জল্পনাটা চলছে। তার মধ্যে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় রাহানেদের নিয়ে জল্পনা আরও উসকে দিয়েছেন। এক অনুষ্ঠানে মহারাজ রাহানে-পূজারাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের স্কোয়াডে না থাকা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কেউ চিরকাল তো খেলবে না। সবাইকেই থামতে হবে।'

প্যারিস ভ্রমণে রবীন্দ্র জাদেজা।

ভরসা জোগাচ্ছেন রডরিগো

রিয়ালের জয়ে নায়ক ব্রাহিম

মাদ্রিদ, ৩ ডিসেম্বর : দলের প্রাথমিক এগারোর মধ্যে ৮ জনই বাইরে রয়েছেন। যদিও এতে কোনও প্রভাব পড়ছে না রিয়াল মাদ্রিদের পারফরমেন্সে। শনিবার লা লিগার ম্যাচে গ্রানাডাকে ২-০ গোলে সহজেই হারিয়ে লিগ শীর্ষে লস ব্লাঙ্কোসরা। ম্যাচের শুরু থেকেই সময় ভালো কাটেনি রেলিগেশনের মুখে থাকা গ্রানাডার। রিয়ালের খেলোয়াড়দের থেকে বলই দখল করতে পারছিলেন না তাঁরা। এরই মাঝে ২৯ মিনিটে অভিজ্ঞ টনি ক্রুজের মাপা ক্রসে বল জালে পাঠান ব্রাহিম দিয়াজ। জার্মান স্নাইপার নামে খ্যাত ক্রুজ তাঁর এই নামকরণের সার্থকতা প্রমাণ করলেন। তাই তাঁকে সম্মান জানিয়ে নিজের গোলটি সেলিব্রেট করলেন ম্যাচের সেরা ব্রাহিম। দলের অধিকাংশ তারকা বাইরে থাকায় এদিন দলের গোল করার দায়িত্ব ছিল দুরন্ত ছন্দে থাকা জুডে বেলিংহাম ও রডরিগোর ওপর। তাই রিয়ালকে দ্বিতীয় গোল এনে দেয় এই জুটি। ৫৭ মিনিটে ব্রাহিমের পাঠানো বলে শট নেন বেলিংহাম। গোলকিপার আন্দ্রে ফেরেইরা তা সেভ করে দেন। যদিও জায়গায় থাকা রডরিগো সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাদ্রিদের জয় নিশ্চিত করেন। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের অনুপস্থিতিতে একপ্রকার জ্বলে উঠেছেন রডরিগো। লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে শেষ ৫ ম্যাচে ৭টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্টে দলকে ভরসা জোগাচ্ছেন তিনি।

আকাশ-শাকিরের দাপটে অনায়াস জয় বাংলা দলের

গোয়া-১০৬ বাংলা-১১১/২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বল হাতে ভাঙলেন আকাশ দীপ। ব্যাট হাতে বাংলার জয় নিশ্চিত করলেন ওপেনার শাকির হাবিব গান্ধি।

নিট ফল, চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গোয়াকে ৮ উইকেটে উড়িয়ে দিল বাংলা। নকআউট পর্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলা এখন গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আজ মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে টসে জিতে বাংলা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি (অপরাজিত ১৫) গোয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন। সকালের দিকে উইকেটের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে বল হাতে শুরু থেকেই ম্যাজিক দেখালেন বাংলার দুই জোরে বোলার আকাশ (৬/৩) ও মহম্মদ কাইফ (৩৯/৩)। তাঁদের পেস, গতি, সুইংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে গোয়ার ব্যাটিং। মাত্র ২৮.৪ ওভারে ১০৬ রানে শেষ হয়ে যায় গোয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিনিয়ার স্তরে প্রথমবার বাংলার হয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরণের অনুপস্থিতিতে ওপেন করতে নেমে দলকে ভরসা দিলেন শাকির (৪৮)। অন্য ওপেনার অভিষেক পোড়েলকে (২০) সঙ্গে নিয়ে ওপেনিং জুটিতে ৫৭ রান যোগ করে শাকির আজ অভিমন্যুর অনুপস্থিতি টের পেতে দেননি। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে মোবাইলে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'গত কয়েক বছর ধরেই শাকির-কাইফ-আকাশদের মতো তরুণরা ধারাবাহিকভাবে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করছে। গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচেও আজ সেটাই হল।' পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ ম্যাচ বাংলার। সেই ম্যাচে জিততে পারলেই নকআউট পর্ব কার্যত নিশ্চিত বাংলা দলের। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য বেশ সাবধানী। তাঁর কথায়, 'পথ চলার এখনও অনেক বাকি।' এমন সাবধানী মানসিকতার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। ওপেনার অভিমন্যু ইতিমধ্যেই চোটের কারণে বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাছাড়া ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও যাওয়ার কথা। জোরে বোলার আকাশকেও পরশু পঞ্জাব ম্যাচের পরই ছাড়তে হচ্ছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টকে। আকাশও ভারতীয় 'এ' স্কোয়াডে রয়েছেন। যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। ফলে বিজয় হাজারেতে বাংলা নকআউট পর্ব নিশ্চিত করতে পারলেও আকাশ-অভিমন্যুর শূন্যস্থান পূরণের কাজটা সহজ হবে না। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বাকি যারা রয়েছে, তাদের দিয়েই কাজ করতে হবে। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন ও লক্ষ্য সবারই থাকে। আমরা অবশ্যই আকাশ-অভিমন্যুকে মিস করব। কিন্তু বাকিদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

ব্যর্থ অর্জুন তেন্ডুলকার

এদিকে, আজ বাংলার বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাটে-বলে হতাশ করেছেন কিংবদন্তি শচীনের পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার। নয় নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শূন্য রানে করণ লালের বলে তিনি আউট হয়ে যান। পরে বল হাতে ৭.৩ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে একটি উইকেট পেলেও প্রভাব বিস্তারে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

মোহনবাগানের নামে রাস্তা

রবিবার নিউ দুর্গাপুরে প্রধান রাস্তার নামকরণ করা হল মোহনবাগান এভিনিউ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত প্রমুখ।

ডেথ ওভারে বাজিমাত মুকেশ-অর্শদীপের

ভারত-১৬০/৮
অস্ট্রেলিয়া-১৫৪/৮
(ভারত সিরিজ জিতল ৪-১ ফলে)

বেঙ্গালুরু, ৩ ডিসেম্বর : বাকি দেশের মতো হালকা শীতের আমেজ গার্ডেন সিটিতেও। নিম্নমুখী পারদে বন্ধুত্বের হাতছানি। গতকাল থেকে আবার আকাশের মুখ ভার। ভারত-অজি টক্করের আগে ভিজল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামও। আশা-আশঙ্কা দোলাচল থাকলেও ম্যাচে তার প্রভাব পড়েনি!

টসের কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি বন্ধ। সঠিক সময়ে টস এবং ফের কয়েন যুদ্ধে হেরে ভারতের প্রথমে ব্যাটিংয়ের চেনা দৃশ্য। গত কয়েক ম্যাচের ভাঙা রেকর্ড ফের সূর্যকুমার যাদবের গলায়। এদিনও জানান, সিরিজ পকেটে পুরলেও জয়ের তাগিদ নিয়েই আজ ঝাঁপাবেন।

টসের সময় সূর্যকে যতটা আত্মবিশ্বাসী দেখাল, বাইশ গজে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের হাল ঠিক উলটো। পিচ রিপোর্টে ম্যাথু হেডেনরা জানান, দুশো প্লাস উইকেট। হাইস্কোরিং ম্যাচের হাতছানি। যদিও শুরু থেকে আকাশের মতো ভারতীয় শিবিরেও কালো মেঘের আনাগোনা। নতুন বলে জেসন বেহরেনডর্ফ, অ্যারন হার্ডি, নাথান এলিস, অজি পেস-ত্রয়ীর গতি, সুইংয়ে প্রথম থেকেই বোতলবন্দি ভারত। চাপটা আলগা হতে দেননি লেগস্পিনার তনভীর সাঙ্ঘা। ফলস্বরূপ সারাক্ষণই গতিমন্থরায় ভুগল ভারতীয় ইনিংস। শ্রেয়স আইয়ারের অর্ধশতরানের সৌজন্যে টেনেটুনে দেড়শো পার (১৬০/৮)।

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে শেষদিকে জিতেশ শর্মা (২৪), অক্ষর প্যাটেলরা (৩১) কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা প্রশংসনীয়। বাকি ছবিটা ভুলেভরা। ফলস্বরূপ, গত ম্যাচে ১৭৪ রান নিয়ে ম্যাচ জেতানো ভারতীয় বোলারদের সামনে এদিন ১৬০ রানের পুঁজি। যদিও হতাশ করেননি তরুণ বোলিং ব্রিগেড। ব্যাটারদের ব্যর্থতা ঢেকে কম রানের পুঁজিতেই বাজিমাত।

নেতৃত্বে মুকেশ কুমার। শুরুটা রবি বিষ্ণোই (২৯/২)-অক্ষরের (১৪/১) স্পিন ভেলকিতে। মাঝে বেন

জয়ের পর অর্শদীপ সিং, মুকেশ কুমারদের নিয়ে উল্লাস টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের। বেঙ্গালুরুতে রবিবার।

সফল শ্রেয়স-অক্ষরদের প্রচেষ্টা

ম্যাকডারমটের (৫৪) ইনিংসে তৈরি হওয়া আশঙ্কা সরিয়ে ডেথে অস্ট্রেলিয়ার মৃত্যুঘণ্টা বাজান মুকেশ (৩২/৩), অর্শদীপ সিং (৪০/২)। প্রথম স্পেলে মার খান অর্শদীপ। মুকেশেরও শুরুটা ভালো হয়নি। ডেথ ওভারে দুরন্ত স্পেলে (২ ওভারে ১২ রান দিয়ে ২ উইকেট) ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন মুকেশ।

১৬ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ১২৪/৫। শেষ চারে ৩৭ দরকার। কিন্তু ১৭তম ওভারে ৫ রান দিয়ে ম্যাথু শর্ট (১৬) ও বেন ডোয়ারহুসকে (০) ফিরিয়ে মোড় ঘোরান মুকেশ। আবেশ খানের ওভারে ১৫ রান নিয়ে ম্যাথু ওয়েডও (২২) পালটা জবাব দেন। কিন্তু মুকেশ-অর্শদীপের যুগলবন্দিতে শেষ হাসি ভারতেরই। ৬ বলে অস্ট্রেলিয়ার ১০ রান দরকার পরিস্থিতিতে ওয়েডের উইকেট সহ মাত্র ৩ রান দেন অর্শদীপ।

নিটফল, ১৫৪/৮ স্কোরে অজিদের আটকে দিয়ে ৬ রানে জয়। সিরিজ জয়ের ব্যবধান ৩-১ থেকে ৪-১ করে নেওয়া। অথচ, ট্রাভিস হেডের (১৮ বলে ২৮) সৌজন্যে ঝড়ের গতিতে শুরু করে অজিরা। অর্শদীপের প্রথম তিন বল বাউন্ডারিতে ছিটকে দেন হেড। ঝড়টা আটকান বিষ্ণোই। গুগলি পড়তে না পারার খেসারত দেন হেড। হার্ডিও (৬) বিষ্ণোইয়ের স্পিনের শিকার। প্রথম আঘাত অবশ্য মুকেশ হানেন জোশ ফিলিপ্পেকে (৪) আউট করে। শেষটাও মুকেশের। সঙ্গী অর্শদীপ।

এর আগে ম্যাচের প্রথমার্ধে অবশ্য ভারতের ব্যাটিং ভরাডুবির ছবি। যশস্বী জয়সোয়াল (২১), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১০), সূর্যকুমার যাদব (৫), রিঙ্কু সিংরা (৬) ব্যর্থ ভরসা জোগাতে। চলতি সিরিজে রুতুর দায়িত্বটা অ্যাঙ্করের। শুরুতে গুটিয়ে রেখে পরে হাত খোলার স্ট্র্যাটেজি। যদিও আজ খোলস ছেড়ে বেরোনোর আগেই ডোয়ারহুসের শিকার। ক্রিজে সূর্য। একবার জীবন পেয়েও ভুল শোধরাতে ব্যর্থ। ৪৬/৩। সপ্তম ওভারে ক্রিজে রিঙ্কু। চাপ যত বেশি রিঙ্কুর ব্যাট তত চওড়া। আজ সেই প্রত্যাশা মেটেনি। অজি লেগস্পিনার সাঙ্ঘার বাইরের বল স্লগ-সুইপ করতে গিয়ে হাওয়ায় বল। শরীর ছুড়ে দারুণ ক্যাচ নেন টিম ডেভিড।

চাপের মুখে বাকি সময়ে জিতেশ (২৪), অক্ষরদের নিয়ে শ্রেয়সের প্রচেষ্টা। চতুর্থ ম্যাচে রান পাননি। আজ ভারতের ১৬০ স্কোরে পৌঁছোনোর পিছনে শ্রেয়সের ৫৩। গত ম্যাচে বল হাতে ম্যাচ জেতানো অক্ষর আজ মূল্যবান ৩১ করে যান। দিনের শেষে যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ পরপর দুই ম্যাচে সেরার পুরস্কারও।

কোচহীন জিতেশের ‘আইডল’ সূর্যকুমার

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ইউটিউব দেখে ক্রিকেটের ‘অ আ ক খ’ রপ্ত করেছেন।

কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময় কোচহীন। কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে ওঠার নেশা আজ সেই জিতেশ শর্মাকে পৌঁছে দিয়েছে ভারতীয় দলের অন্দরমহলে। ক্রমে জায়গা করে নিয়েছেন হাজারো, লাখো ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীর মনেও।

ভয়ডরহীন ক্রিকেট। ব্যাট হাতে ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটা। ঝুঁকির খেসারতে বারবার বিদর্ভ রনজি ট্রফি দল থেকে বাদও পড়েছেন। আবার ফিরেও এসেছেন। সেই জিতেশই আপাতত ভারতীয় দলে বিদর্ভের মুখ। রায়পুরে অজি-বধে রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে জিতেশের যুগলবন্দি, ব্যাটিং সমান প্রশংসিত।

বিদর্ভের প্রাক্তন অধিনায়ক রণজিৎ পারদকার বলছিলেন, এশিয়ান গেমসের আগে জিতেশের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শট নিয়ে পরীক্ষা। যার মধ্যে আবার সূর্যকুমার যাদবের ছায়া! ভারতীয় ‘মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি’-র ব্যাটিংয়ের বড় ভক্ত জিতেশ। সতীর্থ পারদকারের কথায়, ‘নিজের ব্যাটিংয়ের চেয়েও সূর্যের ব্যাটিং বেশি দেখে। এশিয়ান গেমসের আগে তো সারাক্ষণ সূর্যের মতো স্কোয়ার লেগ, ফাইন লেগের ওপর দিয়ে শট খেলার জন্য অনুশীলন চালিয়ে গেল।’

কয়েকদিন আগে জিতেশও স্বীকার করেছেন, সূর্যকে তিনি অনুসরণ করেন। সূর্যের মতো স্কিল হয়তো তাঁর নেই। তবে দেখে দেখেই যতটা সম্ভব শেখার চেষ্টা। ব্যাট হাতে বোলারদের ওপর কীভাবে রাজত্ব চালায় সূর্য, সেটা নজর করেন। স্কিলে তফাৎ হলেও নিজেকেও ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটার হিসেবেই গড়ে তুলতে চান।

২০১৭ সালের আইপিএল জয়ী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে ছিলেন। কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ অবশ্য পাননি। সবকিছু বদলে যায় পাঞ্জাব কিংসে যোগ দিয়ে। লোয়ার-মিডল অর্ডারে নেমে ১২ ম্যাচে ১৬৩ স্ট্রাইক রেটে ২৩৪ রান করেন ২০২২ সালে। গত বছর ৩০৯ রান। ভারতের হয়েই সেই ধারা অব্যাহত রাখার লড়াই জারি।

কিংস ইলেভেনের অন্যতম কোচ সুনীল যোশীর কথায়, ‘ওর ভূমিকা কী হবে দল তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। তারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে জিতেশ। প্রথম বল হোক বা শেষ, যে কোনও পরিস্থিতির জন্য সবসময় তৈরি থাকে। রিঙ্কু উত্তরপ্রদেশ, কেকেআরের হয়ে যে দায়িত্ব সামলায়, আমাদের কাছে জিতেশের ভূমিকা ঠিক সেটাই।’

জিতেশের আরেক রনজি দলের অধিনায়ক ফৈয়জ ফজল যেমন বলেছেন, ‘জুনিয়ার পর্যায় থেকে ওকে দেখছি। বড় রান করাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিল। কিন্তু সিনিয়ার পর্যায়ে প্রভাব ফেলতে পারছিল না। টেকনিকাল সমস্যা নাকি মানসিক, বুঝতে পারতাম না। শেষপর্যন্ত প্রতিভার জয়। ইচ্ছেখুশি ছয় মারার ক্ষমতা, দুর্দান্ত উইকেটকিপার-ব্যাটার, সবমিলিয়ে ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার।’ পারদকারের মতে, জিতেশ হল মুক্ত পাখি। যাঁকে খাচায় বন্দি করা মুশকিল। একটাই মন্ত্র-আরও রান দরকার। তা করতে হবে দ্রুত।

ক্রিকেট রপ্ত করেছেন ইউটিউব দেখে

নিজের ব্যাটিং, প্রস্তুতি নিয়ে স্বয়ং জিতেশের ব্যাখ্যা, ‘ম্যাচ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই অনুশীলন করি। ওয়ার্মআপে বিশ্বাসী নই। টার্গেট পরিষ্কার। যদি ২০টা বল খেলি, কত রান করতে হবে, তা সবসময় মাথায় থাকে।’

সবার চোখ খুলে দিয়েছে : নেহেরা

রিঙ্কু আমার মহম্মদ আলি, বলছেন শ্রীসান্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : লড়াই তাঁর রক্তে।

আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নটাকে কখনও হারিয়ে যেতে দেননি। লড়াই এখন দেশের হয়ে। দিনের শেষে বিজয়ীর হাসি তাঁর চোখেমুখে। জীবনযুদ্ধ থেকে রিঙ্কু সিংয়ের শেখা চাপ নেওয়ার ক্ষমতা আজ ভারতীয় দলের সম্পদ।

ব্লু জার্সিতে একের পর সাফল্যে প্রশংসায় ভাসছেন। শান্তাকুমারণ শ্রীসান্ত তো রিঙ্কুর লড়াকু মানসিকতাকে কিংবদন্তি বক্সার মহম্মদ আলির সঙ্গে তুলনা করলেন। প্রাক্তন স্পিডস্টারের কথায়, তাঁর কাছে মহম্মদ আলি হলেন রিঙ্কু। শ্রীসান্তের মতে রিঙ্কুর ভয়ডরহীন মানসিকতা সম্পদ। হৃদয় দিয়ে যেমন খেলে, তেমন মনের কথাটা অনায়াসে বলে দিতে পারে।

শ্রীসান্ত তুলে ধরেন রিঙ্কুর ধারাবাহিক পারফরমেন্সের কথাও। বলেছেন, ‘রিঙ্কুর আত্মবিশ্বাস আমার ভালো লাগে। ব্যাট হাতে যখনই যে দলের হয়ে মাঠে নেমেছে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেছে। ক্লাব ক্রিকেট, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট হোক বা জাতীয় দল, আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখতে পাই ওর ব্যাটিংয়ে।’

বিশ্বকাপের হতাশা ভুলতে ভারতীয় দলের সামনে আরও একটা বিশ্বযুদ্ধের মঞ্চ। শ্রীসান্তের মতে, ফইনালে অস্ট্রেলিয়া সবদিক থেকেই ভারতকে ছাপিয়ে গিয়েছে। যোগ্য হিসেবেই জিতেছে। ২৪০-এর জায়গায় অন্তত ২৮০-২৯০ দরকার ছিল। অজি ফিল্ডাররাই ৪০-৫০ রান আটকে দিয়েছিল, যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

শ্রীসান্ত মনে করেন, বিশ্বকাপ জয় যে কোনও ক্রিকেটারের কেরিয়ারের মাইলফলক। আক্ষেপ তাই প্রত্যাশিত। শ্রীসান্ত বলেন, ‘আমার কেরিয়ারে ২০০৭ বিশ্বকাপ জয় মাইলফলক। তবে পরবর্তীকালে আমার এবং আমার পরিবারের ওপর দিয়ে (গড়াপেটা বিতর্ক) যে ঝড় বয়ে গিয়েছে, তা বর্ণনা করা মুশকিল। ৩৯-এ কেরলের হয়ে কামব্যাক করাও সহজ ছিল না। তারপরও দলের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ছিলাম।’

আশিস নেহেরা আবার বাস্তববাদী। রিঙ্কুকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও টি২০ বিশ্বকাপ দলে রিঙ্কুকে এখনই নিশ্চিত বলতে নারাজ। আইপিএলজয়ী কোচের যুক্তি, বিশ্বকাপ দলে ঢোকার দৌড়ে রয়েছে।

পঞ্চম টি২০ শুরুর আগে ওয়ার্ম আপে রিঙ্কু সিং ও জিতেশ শর্মা।

তবে এখনও অনেক পরীক্ষা, হার্ডল পেরোতে হবে। কারণ, অনেকেই ওই জায়গাটা পাওয়ার জন্য মরিয়া।

নেহেরা বলেছেন, ‘রিঙ্কু শুধু নয়, জিতেশ শর্মা, তিলক ভার্মাও লাইনে রয়েছে। কিন্তু শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ারা খেলবে। ফলে বাকিরা কে জায়গা পাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকবে। একটা জিনিস অবশ্য পরিষ্কার, রিঙ্কু সবাইকে বাধ্য করেছে ওর দিকে তাকাতে। সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর এবং আইপিএল। তারপরই ছবিটা পরিষ্কার হবে।’

সেমিতে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : আন্তঃজেলা পুরুষদের টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি বিকাশ। চুঁচুড়ায় রবিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৬৩ রানে জলপাইগুড়ি রাইনোসার্সকে হারিয়েছে। টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪ উইকেটে ২২৫ রান তোলে। মিথিলেশ দাস ৬৬ ও দেবজ্যোতি ঘোষ ৫৮ রান করেন। ডোনিল দত্তর অবদান ৫১। ঋষভ বিবেক ২২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়ি ৯ উইকেটে ১৬২ রানে আটকে যায়। ভাস্কর রায় ৫০ ও গোকুল রায় ৪১ রান করেন। ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিং ২২ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন করেন আদিত্য শর্মা (২৩/২)। সোমবার সেমিফাইনালে নদিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে শিলিগুড়ি।

উঠাওনা

জন্ম : ০৮.০৭.১৯৫২ মৃত্যু : ০২.১২.২০২৩

বাবা আপনাকে বারবোর প্রণাম
আপনি ছিলেন তখন ঘর স্বর্গ ছিল
এখন আপনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন

অতি বেদনার সহিত জানানো যাইতেছে যে আমার পূজনীয় বাবা শ্রী জৈনসুখ বোথরা, ৭২ বছর, পুত্র-স্বঃ নেমচন্দ বোথরা ছাপর, বাবা শ্রী দীপক, মুকেশ বোথরা, বীরপাড়া-শিলিগুড়ি প্রবাসী ছাপর নিবাসী গত তাং ০২.১২.২০২৩ (শনিবার) পরলোকগমন করিয়াছেন।

তাঁহার উঠাওনা তারিখ ০৪.১২.২০২৩ (সোমবার) দুপুর ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত স্থান: জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থ সভা, তেরাপন্থ ভবন, সোমানী মিল কম্পাউন্ডে আয়োজিত হবে।

শোকাকুল :
ছতরমল-শান্তি দেবী বোথরা (ভাই-ভ্রাতৃবধূ), দীপক-ডিম্পল বোথরা, মুকেশ-মনীষা বোথরা (পুত্র-পুত্রবধূ), দেবেন্দ্র, ধর্মেন্দ্র (ভাইপো), গৌতম বোথরা (পৌত্র), লক্ষিতা, লতাশ বোথরা (পৌত্রী), দীপিকা-রাকেশজী সুরানা (কন্যা-জামাতা), অরিহন্ত (দৌহিত্র), সলোনী সুরানা (দৌহিত্রী) এবং সমস্ত বোথরা পরিবার

প্রতিষ্ঠান :
লক্ষ্মী ড্রেসেস, বীরপাড়া, লক্ষ্মী ট্রেডার্স শিলিগুড়ি, বীরপাড়া, দীপক বোথরা এন্ড সন্স, যোগীগুফা, অসম, লক্ষ্মী এনার্জি, মহিপাল, শিলিগুড়ি, লক্ষিতা এনার্জি, জলালগড়, পূর্ণিয়া, লক্ষ্মী এনার্জি, সেকটাউন, শিলিগুড়ি, বোথরা ক্লোথ স্টোর, বীরপাড়া। মো: 98325-08001, 98343-53511

প্রত্যাশা সামলাতে তৈরি ইংল্যান্ড : সাউথগেট

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : ‘ইটস কামিং হোম’ প্রতিটি বড় টুর্নামেন্টের শুরুতে এটাই বলতে শোনা যায় ইংল্যান্ড দলকে। সমর্থকদের মধ্যেও তাঁদের নিয়ে প্রত্যাশা অনেক থাকে। যদিও শেষমেশ সাফল্য আসে না তাঁদের। তবে এইবার সমর্থক ও পণ্ডিতদের প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করবে ইংল্যান্ড বলে মনে করছেন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। শনিবার রাতে ২০২৪ সালের ইউরো কাপ গ্রুপবিন্যাসের পর গ্রুপ ‘সি’তে স্থান পেয়েছে ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্যায়ে হ্যারি কেনদের প্রতিপক্ষ ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া ও সার্বিয়া। খুব অঘটন না হলে সহজেই নকআউট পর্বে যাওয়া নিশ্চিত কেনদের। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা ইংল্যান্ডকে প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সের সঙ্গে ফেভারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে। এরই মধ্যে সাউথগেট বলেছেন, ‘শেষ ৫বছরে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে আসছে আমার খেলোয়াড়েরা। আমার মনে হয় তাঁরা এতে অভ্যস্ত। ওদের ওপর প্রত্যাশা রয়েছে সকলের। ওদের সকলেরই একসঙ্গে বা পৃথকভাবে বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তাই আমরা সকলেই টুর্নামেন্টের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।’

দলের সাফল্যের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী সাউথগেট ভরসা রাখছেন অধিনায়ক কেন ও তরুণ মিডফিল্ডার জুড়ে বেলিংহামের ফর্মের ওপর। তাঁর বক্তব্য, ‘ওদের দলে পেয়ে আমরা খুবই খুশি। আমি মনে করি ইংল্যান্ডের এই স্কোয়াড দীর্ঘসময়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে অনেক প্রতিযোগিতায় তাঁরা আধিপত্য দেখাবে।’

সোদপুরে আধুনিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বাংলায় প্রথমবার কোনও ক্লাবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অত্যাধুনিক অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক বসছে। রবিবার সোদপুর অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পের মাঠে এই অত্যাধুনিক ট্র্যাকের উদ্বোধন করা হয়। জার্মানির ক্রীড়াবিজ্ঞানী ক্লাউন পিটার হাম এই ট্র্যাকের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলার চার অলিম্পিয়ান অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস, সুস্মিতা সিংহরায়, সরস্বতী সাহা, সঞ্জয় রাই। এছাড়াও ছিলেন অ্যাথলিট হরিশংকর রায়, মোহনবাগান যুব দলের কোচ বাস্তব রায়, দাবাড়ু নীলাশ সাহা সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

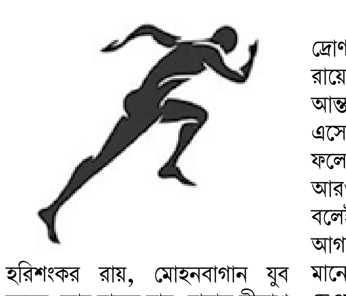

ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার দ্রোণাচার্য পুরস্কারজয়ী কোচ কুন্তল রায়ের প্রশিক্ষণে সোমার মতো বহু আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলিট উঠে এসেছে। এই অত্যাধুনিক ট্র্যাক বসানোর ফলে ক্লাবের উঠতি অ্যাথলিটরা আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পাবে বলেই মনে করছেন ক্লাউন। আগামীদিনে আরও আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলিট বাংলাকে উপহার দেওয়াই লক্ষ্য সোদপুর অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পের।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

কাজল সিংহ রায়
মৃত্যু :- ২২/১১/২০২৩

" নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই "
আগামী ০৫/১২/২০২৩ (মঙ্গলবার) মধ্যাহ্নে সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতি কামনা করি।

শোকাহত
উমা সিংহ রায় (স্ত্রী)
জিৎ সিংহ রায় (পুত্র)
মৌলি সিংহ রায় (কন্যা)
অভিষেক সিংহ রায়, (নাতি)
অভিদীপ সিংহ (নাতি)
ও পরিবারবর্গ
ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা -
উৎপল সিংহ (শ্যালক)
দুলাল সাহা, মানিক সরকার, বল্লব মাহাতো, চন্দন সিংহ, বুলু সরকার, দীপক সিংহ, শ্যামল সিংহ।

নিজ বাসভবন, লালপুর, ত্রিমোহিনী, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর

জয়ী ইউবিএফসি

বাগডোগরা, ৩ ডিসেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে রবিবার ইউবিএফসি ২-১ গোলে জারিকা একাদশকে হারিয়েছে। পাইওনিয়ার মাঠে ইউবিএফসি-র সুজন বসুমাতা ও সুরজ তামাং গোল করেন। জারিকার গোলটি প্রশান্তের। সোমবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে মাটিগাড়া কালামজোত ও বাগডোগরা ডিজিএস ডারাগাঁও।

পিঙ্কুর সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ফিটএক্সপো ইস্টার্ন ইন্ডিয়া পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় করলেন শিলিগুড়ির পিঙ্কু দে। ১-৩ ডিসেম্বর কলকাতায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ৭৪ কেজি বিভাগে ২০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনি।

অসমে টেবিল টেনিসে ট্রফি জয়ের পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

চ্যাম্পিয়ন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : অসমের রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে ইস্ট জোন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদের টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সুপার ফোরে তারা রবিবার ৩-১ ব্যবধানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছে। পরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৩-২ ব্যবধানে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে জয় পায়। শনিবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে সুপার ফোরের অভিযান শুরু করেছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। দলে ছিলেন সিঞ্চন সরকার, সম্যক সাহা, সৌম্যদীপ সরকার, কৌশিক ছেত্রী ও জয়ব্রত ভট্টাচার্য। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে দুলাল গোস্বামী এবং শান্তনু বসু।

বিবেকানন্দকে আটকাল উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পিসি মিত্তাল, সুলোচনা দেবী আগরওয়াল ও গুরুদাসী বিশ্বাস ট্রফি ১০ দলীয় সুপার ডিভিশন ফুটবলে রবিবার বিবেকানন্দ ক্লাব ও উল্কা ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ২৩ মিনিটে ম্যাচের সেরা পীযূষ সরকার উল্কাকে এগিয়ে দেন। ৮২ মিনিটে লেম্বা সিংয়ের গোলে ১ পয়েন্ট ঘরে তুলতে সক্ষম হয় বিবেকানন্দ।

সেমিতে জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : আন্তঃজেলা বিদ্যালয় কাবাডিতে মেয়েদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ি। নদিয়াকে ৫২-৩০ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে তারা। এছাড়া প্রথম ম্যাচে উত্তর কলকাতাকে ৭০-৩০ পয়েন্টে হারায় জলপাইগুড়ি। সোমবার হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান ম্যাচের বিজয়ী জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খেলবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অমরনাথ বুরানওয়াল্লা - কে 09.10.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39G 76673 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত এই দুর্দান্ত সুযোগের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি। ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি যা আমাকে অনেক সুখী এবং আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য করে তুলতে সাহায্য করবে।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in